পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 188 Tuesday, 9 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৮৮ সংখ্যা ❋ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ৯ জুন ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সোমবার থেকেই 'আয়ুষ্মান ভারত'-এ যুক্ত হল বাংলা!

দিল্লির মঞ্চে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ জুনঃ নামে মন্দির থাকায় বরাবর নাকি 'আয়ুষ্মান ভারতে'র বিরোধিতা করেছে পূর্বতন তৃণমূল সরকার। পালাবদল হতেই কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অবশেষে কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারতে'র আওতায় এল বাংলা। কেন্দ্রের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের পর সোমবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানালেন, আজ থেকেই বাংলার মানুষ পাবেন আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা। বিনাব্যয়ে মিলবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা। ১ কোটি ৪৩ লক্ষ পরিবারের সাড়ে ৬ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায়। এই খাতে বরাদ্দ ৯৭৬ কোটি টাকা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, ''সোমবার থেকেই বাংলায় মিলবে 'আয়ুষ্মান ভারতে'র সুবিধা। ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নিখরচায় চিকিৎসা পাবেন এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১ কোটি ৪৩ লক্ষ পরিবারের সাড়ে ৬ কোটি সদস্য। প্রথম দিন থেকেই মিলবে পুরনো রোগের কভারেজ। রাজ্য ও দেশের ৩৬ হাজার সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল এর আওতায়।'' মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিযায়ীরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। উল্লেখ্য, দেশের সাধারণ ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ২০১৮ সালেই 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের সূচনা করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। কিন্তু বিগত ৬ বছর ধরে বাংলার মানুষ এই কেন্দ্রীয় সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। এর নেপথ্যে বারবার তৎকালীন রাজ্য সরকারের তীব্র রাজনৈতিক বিরোধিতা ও অসহযোগিতার বিষয়টিই সামনে এসেছিল। কেন্দ্রের এই প্রকল্পের পরিবর্তে রাজ্যে চালু করা হয়েছিল 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প। পরিস্থিতি বদলায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। বিজেপির পক্ষ থেকে তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে (সংকল্প পত্র) স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে- রাজ্যে পদ্মশিবির ক্ষমতায় এলে প্রথম সুযোগেই বাংলাকে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মে মাসে সরকার গঠনের পর, জুনের প্রথম সোমবারই সেই কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে প্রকল্পের কিছু ইতিবাচক ও মানবিক দিক তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এই প্রকল্পের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল, প্রথম দিন থেকেই রোগীর সমস্ত পুরনো বা ক্রনিক ব্যাধির চিকিৎসার খরচ এই কভারেজের আওতায় চলে আসবে। শুধুমাত্র রাজ্যেই নয়, পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশের প্রায় ৩৬ হাজার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত রয়েছে। ফলে বাংলার মানুষ দেশের যেকোনো প্রান্তে গিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানেই শেষ নয়, ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাংলার লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এটি একটি মস্ত বড় উপহার। তাঁরা কর্মক্ষেত্রে থাকাকালীনও ওখানকার তালিকাভুক্ত হাসপাতালে এই কার্ড দেখিয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারবেন। এদিন শুভেন্দু অধিকারী ব্যাখ্যা করেন কেন তিনি বারবার তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তাঁর দাবি, ''প্রকল্পটির নামের সঙ্গে প্রথম থেকেই মন্দিরের উল্লেখ ছিল। সেই কারণেই তৃণমূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বারবার এর বিরোধিতা করেছে এবং রাজ্যের মানুষকে এই পরিষেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।'' তিনি আরও বলেন, সরকার পরিবর্তনের অল্প সময়ের মধ্যেই দীর্ঘদিনের জটিলতা কাটিয়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। পালাবদলের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য প্রকল্পটি বাংলায় যাত্রা শুরু করায় সাধারণ মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছে দেওয়ার পথ খুলে গিয়েছে।

স্বাধীনভাবে তদন্ত করবে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুনঃ দীর্ঘ আট বছর পর রাজ্যে স্বাধীনভাবে তদন্ত করার ক্ষমতা ফিরে পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ২০১৮ সালে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্যে সিবিআই-এর অবাধ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল তৎকালীন সরকার। ফলে যে কোনও তদন্তের জন্য রাজ্যের আগাম অনুমতির প্রয়োজন হত। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছিল, প্রভাবশালীদের বাঁচাতেই কি ওই পদক্ষেপ করা হয়েছিল? অবশেষে বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী

সেই বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নিল। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে 'দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৬' অনুযায়ী সিবিআই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তদন্ত করার সাধারণ অনুমতি ফিরে পেল। এখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সংস্থা বা যেকোনো সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সিবিআই সরাসরি তদন্ত করতে পারবে। তবে এই নতুন বিজ্ঞপ্তিতে একটি বিশেষ শর্ত বা 'রক্ষাকবচ' রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হলে সিবিআই-কে এখনও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে। প্রশাসনের এই দ্বিমুখী সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন রাজ্যে সিবিআই তদন্তের গতি বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে, তেমনই রাজ্য সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে শর্ত বজায় রাখায় নতুন করে আইনি ও রাজনৈতিক কাটাছেঁড়াও শুরু হয়েছে।

'ফোন করে ভয় দেখানো হয়েছিল'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুনঃ সোমবার যেভাবে ২০ জন তৃণমূল সাংসদ এনডিএ-র অংশ হওয়ার দাবি জানিয়েছেন, তাকে 'অপারেশন লোটাস' বলেই উল্লেখ করলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। ২৮ জন সাংসদের মধ্যে যে ৮ জন পুরনো দলেই রয়ে গেলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সৌগত। তাঁর মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতেই বিজেপিই এই তৃণমূল সাংসদদের প্রভাবিত করছে। তাঁর দাবি, বিজেপি ভয় আর লোভ দেখায় বিরোধী দলের সাংসদদের। তবে, বিজেপি বলছে, পাপের ভাগীদার হবে না বলেই তৃণমূল সাংসদরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। সৌগতর কাছেও কি ছিল এমন

কোনও অফার? বর্ষীয়ান এই সাংসদ বলেন, ''ভয় আর লোভ দুটোই দেখানো হয়েছিল।'' তবে কী বলা হয়েছিল, সে কথা বলতে নারাজ সৌগত। তিনি বলেন, ''কে আমাকে পার্সোনালি ফোন করে কী বলেছেন, তা আমি টিভি-তে বলব না।'' কী উত্তর দেন সৌগত? সাংসদ বলেন, ''আমার দিক থেকে না করে দিয়েছি।'' তবে যে ২০ জন দিন এনডিএ-র শরিক হিসেবে থাকতে আবেদন জানালেন, তাঁদের কারও পার্লামেন্টারি পারফরম্যান্স ভালো নয় বলে মনে করেন সৌগত রায়। তাঁর কথায়, এই সাংসদদের এমন কিছু জেলায় প্রভাব নেই। তবে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, যিনি প্রথম থেকে বেসুরো, তাঁকে সিনিয়র হিসেবে উল্লেখ করে সৌগত বলেন, ''উনি ছেলেকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, সেটা হয়নি।''

'তৃণমূল ভাঙল, কিন্তু ভাঙল না!'

মুখ্য সচেতক পদে বহাল থাকছেন কাকলিই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুনঃ প্রথম কথা প্রথমে। তৃণমূল দল ভাঙল, কিন্তু ভাঙল না! এটা কোনও হেঁয়ালি বা ধাঁধা নয়, এটাই এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সত্য। সোমবার দিল্লির বুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে যে এক ডজন তৃণমূল সাংসদ হাই-ভোল্টেজ বৈঠকে বসেছিলেন, তার নির্যাস এবার সামনে এল। এদিনের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে- আইনি কৌশল মেনে এই সাংসদরা এখনই তৃণমূল ছেড়ে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না, বরং লোকসভার ভেতরেই তাঁরা তৈরি করবেন সম্পূর্ণ আলাদা একটি 'ব্লক' বা গোষ্ঠী। এই রণকৌশল কিন্তু বাংলার রাজনীতির চেনা ছক। ঠিক যেভাবে কিছুদিন আগে তৃণমূলের ৫৮ জন বিধায়ক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি পৃথক 'ব্লক' তৈরি করেছিলেন, ঠিক সেই ফর্মুলাই এবার দিল্লির সংসদেও আমদানি করা হল। বিধানসভায় সেই বিদ্রোহী বিধায়করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থির করে দেওয়া বিরোধী দলনেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়কে মানতে অস্বীকার করেছিলেন এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজেদের নেতা নির্বাচিত করেছিলেন। ঠিক সেই ধাঁচেই এবার লোকসভাতেও তৃণমূলের এই নতুন ব্লক তৈরি হতে চলেছে। এই ব্লকের সুনির্দিষ্ট কোনও একক 'নেতা' বা 'নেত্রী' থাকছেন না বটে, তবে লোকসভায় এই গোষ্ঠীর মুখ্য সচেতক পদে বহাল থাকছেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। গোটা বিষয়টি রাজনৈতিক ও আইনি দিক থেকে বেশ জটিল। একটু পিছন ফিরে দেখলে বোঝা যাবে, বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির

পরেই কাকলি ঘোষদস্তিদারকে লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাকলিকে সরিয়ে সেই জায়গায় বসানো হয়েছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে সোমবারের বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিদ্রোহী সাংসদ ও বিজেপি শিবিরের আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, তৃণমূল নেতৃত্ব যেভাবে লোকসভার মুখ্য সচেতক পদ থেকে কাকলিকে সরিয়ে কল্যাণকে বসিয়েছে, তার মধ্যে মস্ত বড় 'প্রক্রিয়াগত ত্রুটি' রয়েছে। আর এই ত্রুটিকেই এবার হাতিয়ার করতে চলেছে নতুন ব্লক। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই নতুন ব্লকের কোনও সাংসদই কল্যাণের হুইপ বা নির্দেশ মানবেন না। তাঁরা লোকসভার স্পিকারের কাছে স্পষ্ট দাবি জানাবেন যে, কাকলি ঘোষদস্তিদারই এখনও তাঁদের আসল চিফ হুইপ বা মুখ্য সচেতক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিলে দলত্যাগ বিরোধী আইনের খাঁড়া নেমে আসতে পারত। কিন্তু সংসদের ভেতরেই 'তৃণমূলের বিদ্রোহী ব্লক' তৈরি করার এই আইনি চাল তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে এক চরম ও নজিরবিহীন সাংবিধানিক সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। একদিকে দিল্লিতে মমতা-অভিষেকের ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক, আর ঠিক তখনই লোকসভায় নিজেদের দলের রাশ হাতছাড়া হওয়া- সব মিলিয়ে দিল্লির বুকে বিজেপি যে নিখুঁত চাল চেলে দিল, তাতে কালীঘাটের অস্বস্তি এক ধাক্কায় বহুগুণ বেড়ে গেল।

পুলিশ ও হোমগার্ডদের জন্য ১০ দিনের বিশেষ ছুটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুনঃ দুর্গাপুজোসহ বিভিন্ন উৎসবের সময়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দিনরাত এক করে কাজ করেন পুলিশ ও হোমগার্ড কর্মীরা। যখন অধিকাংশ মানুষ পরিবারের সঙ্গে উৎসবের আনন্দে মেতে থাকেন, তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে রাস্তায়, পুজোমণ্ডপে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন থাকতে হয় তাঁদের। সেই অতিরিক্ত দায়িত্ব ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবেই এবার রাজ্যের পুলিশ ও হোমগার্ডদের জন্য ১০ দিনের অতিরিক্ত ছুটির ঘোষণা করল নবান্ন। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট শাখা এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের দুর্গাপুজো এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে দায়িত্ব পালন করা কর্মীদের এই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ এবং হোমগার্ড ভলান্টিয়ারদের সমস্ত স্তরের কর্মীরাই এই ছুটির আওতায় আসবেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, মোট ১০ দিনের ছুটি পাবেন যোগ্য কর্মীরা। এর মধ্যে ৮ দিন ক্যাজুয়াল লিভ এবং ২ দিন বিশেষ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে। তবে এই ছুটি চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভোগ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছুটি ব্যবহার না করলে তা বহাল থাকবে না বলেও জানানো হয়েছে। কারা এই সুবিধা পাবেন, সে বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের দুর্গাপুজো এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে কমপক্ষে সাত দিনের বেশি সময় দায়িত্ব পালন করেছেন এমন পুলিশকর্মী ও হোমগার্ডরাই এই অতিরিক্ত ছুটির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। উৎসবের সময় দীর্ঘক্ষণ ডিউটি করা কর্মীদের উৎসাহিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। তবে ছুটি গ্রহণের ক্ষেত্রেও কিছু শর্ত রাখা হয়েছে। এই ১০ দিনের বিশেষ ছুটি অন্য কোনও দীর্ঘমেয়াদি ছুটি বা স্থানীয় গেজেটেড ছুটির সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র নির্ধারিত নিয়ম মেনেই এই ছুটি ভোগ করতে হবে। পুলিশ ও হোমগার্ড মহলের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরে উৎসবের সময় অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের পর এমন উদ্যোগ কর্মীদের মনোবল আরও বাড়াবে। একইসঙ্গে তাঁদের পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি সরকারের স্বীকৃতিও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই সিদ্ধান্তে।

ডায়মন্ড হারবার, বীরভূম-সহ একাধিক পুলিশ সুপার বদল, কমিশনের সরান অফিসারদেরও পোস্টিং দিল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুনঃ ডায়মন্ড হারবার, বীরভূম-সহ একাধিক পুলিশ সুপার বদল, কমিশনের সরান অফিসারদেরও পোস্টিং দিল নবান্ন। রাজ্য পুলিশ প্রশাসনে এক ধাক্কায় রদবদল করা হল ১৭৯ জন আইপিএস এবং ডব্লিউবিপিএস অফিসারের। সোমবার রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিধানসভা ভোটের পর আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাজ আরও জোরদার করতে এটি এক বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। রাহুল দেকে কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথ-ওয়েস্ট ডিভিশন (বেহালা) থেকে সরিয়ে সাউথ ডিভিশনের ডিসি করা হয়েছে। সায়ক দাসকে পূর্ব বর্ধমানের এসপি-র দায়িত্ব থেকে থেকে বদলি করে কলকাতা পুলিশের ডিসি নর্থ ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আইপিএস পুষ্পাকে বারাসাত পুলিশ জেলার এসপি পদ থেকে সরিয়ে পূর্ব বর্ধমানের এসপি পদে আনা হয়েছে। বিদিত রাজ বুন্দেশ কলকাতা পুলিশের ডিসি ডিডি (স্পেশাল) পদ থেকে যাচ্ছেন বীরভূমের এসপি পদে। জলপাইগুড়ির এসপি অমরনাথকে উত্তরবঙ্গের আইবি-র ডিআইজি পদে আনা হয়েছে। আইপিএস ওয়াই রঘুবংশিকে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার পদ থেকে সরিয়ে উত্তরবঙ্গের এসটিএফ-এর সুপার পদে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার পদ থেকে আইপিএস ঈশানি পালকে সরিয়ে কলকাতা পুলিশের দক্ষিণ পশ্চিম ডিভিশনের ডিসি করা হয়েছে। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারিকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি করা হয়েছে। আইপিএস জে মার্সিকে বারাসাতের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। চিন্ময় মিত্তলকে দক্ষিণ দিনাজপুরের সুপার পদ থেকে সরিয়ে কলকাতা পুলিশের আরএফ-এর ডিসি পদে আনা হয়েছে। শুভেন্দ্র কুমারকে বারুইপুরের সুপার পদ থেকে সরিয়ে কলকাতা পুলিশে আনা হয়েছে। বাঁকুড়ার সুপার পদ থেকে সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যকে সরিয়ে মালদা এসটিএফ-এর সুপার পদে আনা হয়েছে। এছাড়াও হাওড়া গ্রামীণ এবং হুগলী গ্রামীণ পুলিশের সুপার পদেও বদল করা হয়েছে। রাজেশ কুমার যাদবকে বাঁকুড়া রেঞ্জের আইজিপি পদ থেকে সরিয়ে পাঠান হল এসটিএফ-এর আইজিপি পদে। দীপ নারায়ণ গোস্বামীকে মালদা রেঞ্জ থেকে সরিয়ে কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশনাল কমিশনার করা হয়েছে। পাশাপাশি, গৌরব শর্মাকে ট্রাফিক পুলিশের আইজিপি পদ থেকে সরিয়ে আনা হল আইজিপি এসটিএফ পদে। আইবি-র আইজিপি পদ থেকে সুকেশ কুমার জৈনকে সরিয়ে সিসিডব্লিউ-রফ আইজিপি পদে বদলি করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মুরলি ধরকে আইজিপি আইবি-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বেশ কিছু পুলিশ আধিকারিকের পদোন্নতির নির্দেশও রয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে। সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে শিলিগু।রি পুলিশ কমিশনার পদে বহাল রাখলেও, তাঁর পদমর্যাদা ডিআইজি থেকে বাড়িয়ে আইজিপি করা হয়েছে। সোমা দাস মিত্র, কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) থেকে পদোন্নতি পেয়ে হলেন আইজিপি পলিসি। অর্ণব ঘোষ হোম গার্ডের ডিআইজি পদ থেকে প্রমোশন পেয়ে হলেন আইজিপি কোস্টাল সিকিউরিটি। আইবি-র ডিআইজি থেকে পদোন্নতি পেয়ে হলেন আইজিপি লিগ্যাল হলেন অলোক রাজোরিয়া। সূর্য প্রতাপ যাদব ছিলেন বীরভূমের এসপি। পদোন্নতির পর কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি ট্রাফিক হলেন তিনি।

'সবাই যেন এক থাকি', ঋতব্রতর সঙ্গে বৈঠক করে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুনঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে চলতে থাকা টানাপড়েনের মধ্যেই সোমবার বিধানসভার একাধিক রাজনৈতিক ঘটনাকে ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কলকাতা পুরসভার মেয়রের পদ ছাড়ার পর প্রথমবার বিধানসভায় এসেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। তারপর পরপর যে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। সোমবার বিধানসভায় পৌঁছে প্রথমে লবিতে বসেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। সেই সময় আচমকাই সেখানে হাজির হন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরের অন্যতম মুখ এবং বিধায়ক সন্দীপন সাহা। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি ফিরহাদকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি যান বর্তমান বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ঋতব্রতর ঘরে প্রায় এক ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে বৈঠক চলে তাঁদের। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিধানসভার অন্দরের সমীকরণ এবং তৃণমূলের ভবিষ্যৎ কৌশল - সবই আলোচনায় উঠে এসেছে কি না, তা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও বৈঠকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। দীর্ঘ বৈঠকের পর ঋতব্রতের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ফিরহাদ হাকিম। সেই সময় বিধানসভার লবিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ এবং অশোক দেব। ফিরহাদের সঙ্গে তখনও ছিলেন সন্দীপন সাহা। বেরিয়েই কুণাল ঘোষের দিকে এগিয়ে যান ফিরহাদ। এরপর কয়েক মিনিট ধরে চার নেতার মধ্যে কথাবার্তা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই আলোচনার সময় কুণাল ঘোষকে হাত নেড়ে কিছু বিষয় জোর দিয়ে বলতে দেখা যায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তৃণমূলের সাম্প্রতিক সাংগঠনিক পরিস্থিতি এবং দলের অভ্যন্তরীণ মতভেদ নিয়েই সেখানে আলোচনা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এ বিষয়ে কোনও পক্ষই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি।

'ভোট চুরি'র অভিযোগে এবার প্রধান বিচারপতিকে চিঠি ইন্ডিয়া জোটের! ২৫ দলের বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা চাইলেন খাড়্গে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ জুনঃ সোমবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া' জোটের হাইভোল্টেজ বৈঠক শেষ হতেই এল বড় ঘোষণা। বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ছাত্র সমাজের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে এককাট্টা হয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অল-আউট লড়াইয়ে নামছে বিরোধী শিবির। এদিনের বৈঠকে মোট ২৫টি সহযোগী দল অংশ নিয়েছিল এবং দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে ৫টি মূল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠক শেষে খাড়্গে বলেন, ''ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক অত্যন্ত সফল হয়েছে। ২৫টি দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই তাঁদের মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন। দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা পাঁচটি পয়েন্টে একমত হয়েছি। আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করেছি যে, এই ইস্যুগুলিকে সামনে রেখেই আমরা আগামী দিনে একসঙ্গে লড়াই করব এবং এগিয়ে যাব।'' বৈঠকের সবচেয়ে বড় চমক হল, দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ এবং ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে এবার সরাসরি দেশের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হতে চলেছে বিরোধী জোট। খাড়্গে অভিযোগ করেন, ভোটার তালিকা সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিরোধীদের স্পষ্ট দাবি, এটা আসলে এক ধরনের 'ভোট চুরি'। এই মারাত্মক কারচুপির বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া' জোটের পক্ষ থেকে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে একটি যৌথ চিঠি পাঠানো হবে বলে খাড়্গে ঘোষণা করেছেন। দেশের যুবসমাজ ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মোদি সরকারকে তীব্র কোণঠাসা করেছে বিরোধী শিবির। সম্প্রতি নিট এবং সিবিএসই পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস ও চরম অব্যবস্থা নিয়ে দেশজুড়ে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা এদিন প্রতিফলিত হয়েছে জোটের বৈঠকে। কংগ্রেস সভাপতি জানান, জোটের ২৫টি দলই সর্বসম্মতভাবে দেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এই মন্ত্রীর নাকের ডগায় লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করা হয়েছে এবং তাঁদের বিশ্বাসের সঙ্গে চরম বেইমানি করেছে এই সরকার। তাই শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোট। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২৫টি দলের এই জোট এবং প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত আগামী দিনে সংসদের ভেতরে ও বাইরে মোদি সরকারের চাপ যে অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে, তা বলাই বাহুল্য। এদিন 'ইন্ডিয়া' জোটের হাইভোল্টেজ বৈঠকের শুরুতেই কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বিদেশনীতি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই মোদি সরকার চরম ব্যর্থ বলে দাবি করে খাড়্গে বার্তা দেন, কেন্দ্রের এই অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিরোধী জোটের ঐক্য আরও মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি। এদিনের বৈঠকে বিগত দিনের সাফল্যের কথা স্মরণ করিয়ে খাড়্গে বলেন, গত ১৭ এপ্রিল লোকসভায় কেন্দ্রের 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' সীমানা পুনর্নির্ধারণ বা ডিলিমিটেশন প্রস্তাবকে যেভাবে জোট বেঁধে বিরোধীরা পরাস্ত করেছিল, তাতেই স্পষ্ট হয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোটের শক্তি ঠিক কতটা। সেই একতাকে হাতিয়ার করেই আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের ডাক দেন তিনি। বৈঠকে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করার অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর কথায়, ''সংবিধানের ওপর আক্রমণ এখনও অবাধে চলছে। রাজনৈতিক বিরোধীদের ভয় দেখাতে এবং কণ্ঠরোধ করতে ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে লাগাতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বিজেপি।'' এখানেই শেষ নয়, অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করে খাড়্গে বলেন, একদিকে রাজ্যগুলির অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দামের বোঝায় পিষে মরছে দেশের সাধারণ মানুষ। ভোটার তালিকা সংশোধন-এর নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চলছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি।

ভাড়াটে দূষণ ছড়ালে তার দায় বাড়ির মালিকের নয়, জানালো সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি(সংবাদ স্থা), ৮ জুন ঃ ভাড়াটে নিজের কারখানা পরিবেশের নিয়ম লঙ্ঘন করলে বা দূষণ ছড়ালে তার দায় কোনওভাবেই বাড়ির মালিকের ওপর চাপানো যায় না। এক ঐতিহাসিক রায়ে সাফ জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা এবং বিচারপতি সঞ্জীব সচদেবের ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। সুরাটের বাড়ির মালিকের জমিতে এক ভাড়াটে একটি রাসায়নিক কারখানা চালাচ্ছিলেন। অভিযোগ ওঠে, ওই রাসায়নিক কারখানাটি পরিবেশের নিয়ম লঙ্ঘন করে দূষণ ছড়াচ্ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাট দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ভাড়াটের পাশাপাশি জমির মালিককেও সমান দোষী সাব্যস্ত করে ২৫ লক্ষ টাকার জরিমানা করে।এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের (এনজিটি) দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাড়ির মালিক। ২০২৫ সালের ১৪ নভেম্বর এনজিটি রায় দেয় যে, ভাড়াটের অপরাধের শাস্তি মালিককে দেওয়া যুক্তিহীন। এনজিটি-র এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল গুজরাট দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা এবং বিচারপতি সঞ্জীব সচদেবের ডিভিশন বেঞ্চ ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের সেই রায়কেই বহাল রেখে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

উপর্যুপরি ভাঙন তৃণমূলে, এবার রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা সুখেন্দুশেখরের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুন ঃ উপর্যুপরি ভাঙনে টালমাটাল অবস্থা তৃণমূল কংগ্রেসে। এবার তৃণমূলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সাংসদ পদ থেকেও তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। সোমবার সকালে দিল্লি থেকে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন সুখেন্দুশেখর। সেই সঙ্গে আরজি করের ধর্ষণ-খুনের ঘটনা এবং দুর্নীতি নিয়ে দলের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন।অন্য দিকে, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিককে নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। তিনিও দল ছাড়তে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও কোয়েল আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও ঘোষণা করেননি। সুখেন্দু এদিন বলেন, ‘ আরজি কর নিয়ে আমি প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলাম। তাই অনেক দিন ধরে দলের ভিতরে কোণঠাসা ছিলাম। ওই ঘটনার পর দোষীদের রক্ষা করার চেষ্টা চলছিল। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই, এই দলে বেশি দিন থাকব না।

গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জিতলেন আলেকজান্ডার জাভেরেভ

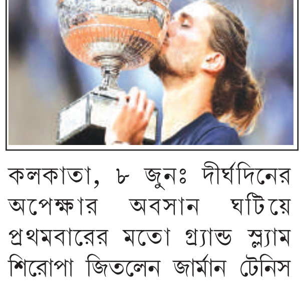

কলকাতা, ৮ জুনঃ দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মতো গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জিতলেন জার্মান টেনিস তারকা আলেকজান্ডার জাভেরেভ। ফরাসি ওপেনের রোমাঞ্চকর ফাইনালে তিনি ইতালির ফ্লাভিও কোবোলিকে হারিয়ে স্বপ্নের ট্রফি জিতে নিলেন তিনি। রবিবার ফাইনালে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে জাভেরেভ ৬-১, ৪-৬, ৬-৪, ৬-৭ (৫-৭), ৬-১ গেমে জয় পান। ম্যাচটি স্থায়ী হয়েছিল চার ঘণ্টারও বেশি সময়।জাভেরেভ এর আগে তিনবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠেও শিরোপা জিততে পারেননি। চতুর্থবারে এসে আর হতাশ হতে হয়নি ২৯ বছর বয়সি এই জার্মান তারকাকে। এই জয়ে প্রায় ৩০ বছর পর জার্মানির কোনো পুরুষ খেলোয়াড় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের কীর্তি গালেন। এর আগে ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন জার্মান কিংবদন্তি বরিস বেকার।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে দ্বিতীয় নাগরিক অলঙ্করণ অনুষ্ঠানঃ২৩ জুন ৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পাচ্ছেন পদ্ম সম্মান, দেশের কৃতিত্বে নতুন অধ্যায়

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুনঃ দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানগুলির মধ্যে অন্যতম পদ্ম পুরস্কার। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ঘোষিত এই সম্মান শুধু একটি পুরস্কার নয়, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী অবদানের স্বীকৃতি। এবারও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে ২০২৬ সালের পদ্ম পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে। আগামী ২৩ জুন রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত হতে চলা দ্বিতীয় নাগরিক অলঙ্করণ অনুষ্ঠানে এই বছরের বাকি ৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।রাষ্ট্রপতি ভবনের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে প্রশাসনিক স্তরে। প্রথা অনুযায়ী, দুই দফায় পদ্ম পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম দফায় ইতিমধ্যেই ২৫ মে অনুষ্ঠিত প্রথম নাগরিক অলঙ্করণ অনুষ্ঠানে ৬৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে তুলে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণির পদ্ম সম্মান-যার মধ্যে ছিল ২টি পদ্মবিভূষণ, ৬টি পদ্মভূষণ এবং ৫৮টি পদ্মশ্রী পুরস্কার। এবার দ্বিতীয় দফায় বাকি ৬৫ জনকে সম্মানিত করা হবে, যা এই বছরের পদ্ম সম্মান প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করবে।চলতি বছরে রাষ্ট্রপতি মোট ১৩১টি পদ্ম পুরস্কারের অনুমোদন দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ৫টি পদ্মবিভূষণ, ১৩টি পদ্মভূষণ এবং ১১৩টি পদ্মশ্রী। এই বিপুল সংখ্যক সম্মান ভারতের বৈচিত্র্যময় প্রতিভা ও সৃজনশীলতার এক অনন্য প্রতিচ্ছবি। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সমাজসেবা, ক্রী।া, জনকল্যাণ, ব্যবসা ও প্রশাসনসহ নানা ক্ষেত্রে যাঁরা নীরবে-নিভৃতে কাজ করে গিয়েছেন, তাঁদের অবদানকেই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এই পদ্ম পুরস্কারের মাধ্যমে।পদ্ম পুরস্কারের ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে চলেছে। ১৯৫৪ সালে প্রথমবার এই সম্মান প্রবর্তিত হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন কেন্দ্রীয় সরকার এই পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করে থাকে। এরপর রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি নিজে এই সম্মান প্রদান করেন। এই সম্মান তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত- পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী।পদ্মবিভূষণকে গণ্য করা হয় দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান হিসেবে। অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পদ্মভূষণ প্রদান করা হয় উচ্চমানের বিশিষ্ট সেবার জন্য, যেখানে অবদান জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। আর পদ্মশ্রী দেওয়া হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখা ব্যক্তিত্বদের, যাঁদের কাজ সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এ বছরের পুরস্কার তালিকায় যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হলো বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বরা এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। কেউ দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ উন্নয়নে কাজ করেছেন, কেউ আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। কেউ চিকিসা ক্ষেত্রে জীবন বাঁচানোর অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আবার কেউ শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে দেশের পরিচিতি বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের এই দ্বিতীয় অনুষ্ঠান তাই শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এক ধরনের জাতীয় উৎসবের আবহ তৈরি করে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা এই ৬৫ জন ব্যক্তিত্ব যখন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্ম সম্মান গ্রহণ করবেন, তখন তা হবে তাঁদের দীর্ঘ পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি।প্রথম দফার অনুষ্ঠানের মতোই দ্বিতীয় দফার অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা। রাষ্ট্রপতি ভবনের ঐতিহ্যবাহী দরবার হলে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে, যেখানে ভারতের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক মর্যাদার প্রতিফলন ঘটে।প্রসঙ্গত, গত ২৫ মে অনুষ্ঠিত প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানও ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও আবেগঘন। সেদিন যাঁরা পদ্ম সম্মান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে নিঃশব্দে সমাজের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। তাঁদের কাজ কখনও জাতীয় সংবাদ শিরোনামে আসেনি, কিন্তু রাষ্ট্র তাঁদের অবদানকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে।চলতি বছরের মোট ১৩১টি পদ্ম পুরস্কারের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬৬টি প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। এখন বাকি ৬৫টি সম্মান প্রদান করা হবে ২৩ জুনের অনুষ্ঠানে। এই দুই দফার মাধ্যমে সম্পূর্ণ হবে ২০২৬ সালের পদ্ম পুরস্কার প্রদান পর্ব।ভারতের মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে এই ধরনের রাষ্ট্রীয় সম্মান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অর্জনের স্বীকৃতি নয়, বরং এটি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতারও প্রতীক। পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্তরা বহু ক্ষেত্রেই নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন। তাঁদের জীবন ও কাজ ভবিষ্য প্রজন্মকে এগিয়ে চলার পথ দেখায়।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে এই সম্মান প্রদানও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একজন আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে আসীন রাষ্ট্রপতি যখন দেশের কৃতী ব্যক্তিত্বদের সম্মানিত করেন, তখন তা ভারতের গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।সব মিলিয়ে ২৩ জুনের এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় আয়োজন নয়, বরং এটি দেশের প্রতিভা, পরিশ্রম ও সৃজনশীলতার এক বৃহ উদযাপন হতে চলেছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে সেই দিন আবারও প্রতিধ্বনিত হবে একটাই বার্তা-যাঁরা নীরবে কাজ করেন, তাঁরাই একদিন দেশের গর্ব হয়ে ওঠেন।

পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা কয়েক দিনের মধ্যেই, পূর্বাভাস আইএমডি-র্য

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুন ঃ আগামী দু’-তিন দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একাংশে বর্ষা ঢুকতে পারে। সোমবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) এ কথা জানিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়েও বর্ষা ঢুকতে পারে। আবহবিদদের অনুমান, প্রথমে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে বর্ষা ঢুকতে পারে।তার পরের ধাপে বর্ষা গাঙ্গেয় বঙ্গে আসবে। বর্ষা ঢুকলে প্রবল আর্দ্রতার অস্বস্তি থেকেও রেহাই মিলতে পারে বলে আবহবিদদের আশ্বাস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি আপাতত চলবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। কলকাতাতেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, বুধবারের পর বৃষ্টির পরিমাণ দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা কমতে পারে। বৃষ্টির দাপট বাড়বে উত্তরবঙ্গে।

ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হানা ইরানের, সংঘর্ষবিরতির পর এই প্রথম প্রত্যাঘাত

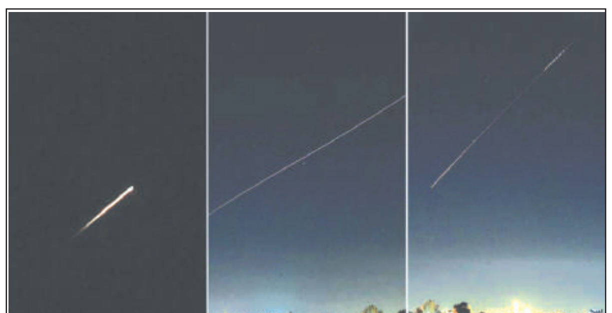

জেরুজালেম, ৮ জুন ঃ ফের অশান্তির বাতাবরণ পশ্চিম এশিয়ায়। ইরানের নিশানায় আবারও ইজরায়েল। রবিবার রাতে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনী। গত এপ্রিলে এই দুই দেশের মধ্যে যে সংঘর্ষবিরতি হয়েছিল, তার পর এই প্রথম হামলা চালানো হল। ইরান জানিয়েছে, লেবাননের রাজধানী বেইরুটে ইজরায়েলের আক্রমণের প্রতিবাদেই পাল্টা হামলা চালানো হয়েছে।লেবাননে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা ইজরায়েলের নিশানায় রয়েছে। প্রায়ই তাদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েল। ইরান পাল্টা জবাব দিল রবিবার। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র অবশ্য ইজরায়েলের ক্ষতি করতে পারেনি। আকাশেই তা প্রতিহত করা হয়েছে। তেহরানের দাবি, ইজরায়েলের নাজারেথের কাছে রামাত ডেভিড বায়ুসেনা ঘাঁটি নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে তারা। আবার ইজরায়েলের বাহিনী জানিয়েছে, ইরান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র তারা সঠিক সময়ে চিহ্নিত করে এবং নির্দিষ্ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে তা প্রতিহত করা হয়।

দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে ইন্ডি জোটের বৈঠক, যোগ দিলেন অনেকেই

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুন ঃ নতুন কনস্টিটিউশন ক্লাবে সোমবার দুপুরে শুরু হয়েছে বিরোধী ইন্ডি জোটের দলগুলির বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এছাড়াও সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, তেজস্বী যাদব, অখিলেশ যাদব, সুপ্রিয়া সুলে, ওমর আব্দুল্লাহ ও মেহবুবা মুফতি বৈঠকে যোগ দেন।এ দিন বৈঠকের সূচনায় ভাষণ দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। গত এপ্রিল মাসে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশের সময়ে বিরোধীরা যে ভাবে এককাট্টা হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। খাড়গে জানিয়েছেন, এই ঐক্য তাঁদের ভবিষ্যতে আরও জোরদার করতে হবে। ভাষণে এসআইআরের প্রসঙ্গ তুলেছেন খাড়গে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অ-বিজেপি সরকার যেখানে রয়েছে, সেখানে ভয়ঙ্কর বৈষম্যের অভিযোগও তুলেছেন তিনি। নিজের ভাষণ শেষে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবকে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানান খাড়গে।

নেপাল পালানোর ছক বানচাল, গ্রেফতার জাহাঙ্গির

নিজস্ব প্রতিনিধি,ফলতা, ৮ জুন ঃ ফলতার ত্রাস হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গির খানকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। এই তৃণমূল নেতাকে নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। সোমবার পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেফতার করে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, নেপাল সীমান্ত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল জাহাঙ্গির। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে যান এসটিএফ-এর আধিকারিকেরা।রাজ্যে পালাবদলের পর জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে সরব হন এলাকার বাসিন্দারা। বিধানসভা নির্বাচনে ফলতার তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন জাহাঙ্গির। নির্বাচনের দিনেও একাধিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের কথায়, জাহাঙ্গিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বিশ্বকাপে দর্শকদের মানসিক চাপ কমাতে ফিফার নতুন উদ্যোগ

কলকাতা, ৮ জুন ঃ ফুটবল বিশ্বকাপে দর্শকদের মানসিক চাপ কমাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে ফিফা। এর জন্য প্রতিটি বিশ্বকাপ স্টেডিয়ামে রাখা হবে বিশেষ ‘ সেন্সেরি রুম’, যেখানে অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা আবেগজনিত উত্তেজনায় ভোগা দর্শকেরা কিছুটা স্বস্তি পেতে পারবেন।দেখা যায়, ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন আবেগে দর্শকদের মধ্যে অতিরিক্ত উত্তেজনা তৈরি হয়। বিশেষ করে প্রিয় দলের পরাজয়ে অনেকের শরীরে অ্যাড্রিনালিনের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। এর জন্য দর্শকদের মৃত্যুও হতে পারে। যেটা ঘটেছিল ২০২৪ সালে আফ্রিকা নেশন্স কাপে।বিশেষজ্ঞরা এই অবস্থাকে ‘ সেন্সেরি ওভারলোড’ বলে থাকেন।বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এই সেন্সরি রুমগুলো। এই রুম গুলোতে থাকবে শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ। যেখানে দর্শকদের জন্য থাকবে আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা।

এনএফএইচএস-৬ সমীক্ষায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সূচকে উন্নতির দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুন ঃ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস)-৬-এর ফ্যাক্টশিট প্রকাশ করে কেন্দ্র সরকার দাবি করেছে, দেশের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত একাধিক সূচকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবা, টিকাকরণ, প্রসবপূর্ব স্বাস্থ্যপরীক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে অগ্রগতির ছবি উঠে এসেছে।রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রকাশিত ফ্যাক্টশিটে ১০১টি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সূচকের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এবারের সমীক্ষায় প্রথমবার জনসংখ্যার গঠন, প্রবীণ নাগরিকের অনুপাত, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, প্রসবপূর্ব স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবহার এবং টিকাকরণের আওতা সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।মন্ত্রকের দাবি, দেশের সাধারণ মানুষের কাছে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবার পৌঁছনো বেড়েছে। পাশাপাশি টিকাকরণের হার বৃদ্ধি এবং প্রসবপূর্ব চিকিসা পরিষেবার ব্যবহারও আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে।তবে পরিবার পরিকল্পনা, শিশুস্বাস্থ্য, মহিলাদের স্বাস্থ্য ও এইচআইভি সংক্রান্ত বেশ কিছু সূচক এই ফ্যাক্টশিটে প্রকাশ করা হয়নি। এদিন মন্ত্রক জানিয়েছে, পরবর্তী জাতীয় প্রতিবেদনে সেগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে।স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বক্তব্য, এটি প্রাথমিক ফ্যাক্টশিট মাত্র। পূর্ণাঙ্গ জাতীয় প্রতিবেদন পরে প্রকাশ করা হবে, যেখানে আরও বিস্তৃত তথ্য ও বিশ্লেষণ থাকবে।মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, পরিচ্ছন্নতা, পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার, জন্ম-মৃত্যুর হার এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ইতিমধ্যেই পৃথক সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফলে সেগুলির কিছু অংশ এই ফ্যাক্টশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।এছাড়া এবারের সমীক্ষায় অ্যানিমিয়া সংক্রান্ত হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করা হয়নি। পূর্ববর্তী সমীক্ষার পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ভবিষ্যতে আইসিএমআর-এর ডায়েট অ্যান্ড বায়োমার্কার্স সমীক্ষার তথ্য ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র মনে হয়।

রাজ্যের সব মাদ্রাসায় সমীক্ষার নির্দেশ, ৫ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব চিত্র ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের সমস্ত স্বীকৃত, অস্বীকৃত, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কিংবা সম্পূর্ণ বেসরকারি স্তরে পরিচালিত মাদ্রাসার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিল নবান্ন। আগামী ৫ জুলাই-এর মধ্যে এই সমীক্ষা প্রক্রিয়া শেষ করে নবান্নে চূ।ান্ত ও সুসংহত জেলাভিত্তিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে।রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে, মাদ্রাসার অবস্থান, কবে তৈরি হয়েছে, নথিভুক্ত কি না, কোথায় কী ভাবে নথিভুক্ত, সেই সংক্রান্ত নথি, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে। মাদ্রাসাটি আবাসিক বা বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কি না এবং সেখানকার পাঠক্রমের বিষয়েও খুঁটিনাটি তথ্য দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে যাতে আগামী দিনে পরিকল্পনা, পড়ুয়াদের হিতার্থে পদক্ষেপ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, সেই জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, মাদ্রাসায় যেমন পড়াশোনা চলছে, তেমনই চলবে।

১ সেপ্টেম্বর থেকে আবর্জনা ফেলা ও সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিকে জরিমানা, ‘ হিমালয়ান হিল সিটি’ হবে শিলিগুড়ি

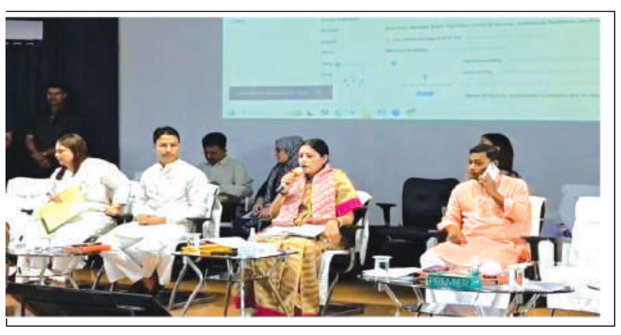

নিজস্ব প্রতিনিধি,শিলিগুড়ি, ৮ জুন ঃ রাজ্যের নগরোন্নয়ন এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল উত্তরকন্যা থেকে এক বড় ঘোষণা করে জানিয়েছেন, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাস্তায় যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলা এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের ওপর জরিমানা আরোপ করা হবে। শহরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে। রবিবার উত্তরকন্যায় একটি প্রশাসনিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী এই ঘোষণা করেন।তিনি জানান, নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের পাঁচটি শহর-শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিককে মিলিয়ে ‘ হিমালয়ান হিল সিটি’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।এই প্রকল্পের আওতায় পর্যটন, শহুরে পরিকাঠামো, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধার বিকাশ ঘটানো হবে। এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি, মহিলা ও শিশু কল্যাণ, জলনিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবাগুলির পর্যালোচনা করা হয়।এদিন বৈঠকে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, বিভিন্ন জেলার বিধায়ক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেওয়ার পাশাপাশি জানান যে, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে আরও গতিশীল করা হবে।

’গরিব কল্যাণ যোজনা’ মোদী সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুন ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার মোদী সরকারের নীতিগুলির প্রশংসা করে বলেন, ’গরিব কল্যাণ যোজনা’ সর্বদা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে।অমিত শাহ এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, সরকার গত ১২ বছরে কোটি কোটি নাগরিককে অন্ন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস, জন-ধন, মুদ্রা লোন, পিএম স্বনিধির মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, আর্থিক সুরক্ষা এবং স্বরোজগারের সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ ছাড়াও, মৌলিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক সুরক্ষা এবং উন্নত জীবনযাত্রার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মানুষকে অর্থনৈতিক মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করে ‘ বিকশিত ভারত’-এর এক মজবুত ভিত্তি তৈরি করা হচ্ছে।

অসমে ‘ পিএমএওয়াই২.০’, আরও ১৬,৮১০টি ঘরের অনুমোদন, রাজ্য পেল ২২০.১২ কোটি টাকা, জানান মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৮ জুন ঃ অসমে ‘ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ২.০’ (পিএমএওয়াই)-এর অধীনে আরও ১৬,৮১০টি ঘরের জন্য অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। এর জন্য রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে ২২০.১২ কোটি টাকা, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।গত শনিবার মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি গ্রাফিক্স শেয়ার করে এই খবর দিয়েছেন। এক্স-এ তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-র মাধ্যমে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পরিবার পাকা ঘরের স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হযেছে। তিনি জানান, অসমে পিএমএওয়াই ২.০-এর অধীনে আরও ১৬,৮১০টি বাড়ি অনুমোদিত হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন অনুমোদিত ঘরগুলি রাজ্যের হাজার হাজার পরিবারের জন্য নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং উন্নত ভবিষ্য নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, পিএমএওয়াই ২.০-এর অধীনে অসম ইতিমধ্যে ২২০.১২ কোটি টাকা পেয়েছে। পাশাপাশি আরও ২৭,৫৪৪টি ঘর বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায়। এই পরিসংখ্যান চলতি বছর ২০২৬-এর ২৯ মে পর্যন্ত।এই উদ্যোগের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দিয়ে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, আবাসন প্রকল্পটি অসংখ্য উপভোক্তার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে এটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সর্বশেষ অনুমোদনগুলি প্রমাণ করে, যোগ্য পরিবারগুলির জন্য আবাসন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাজ্যজুড়ে জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআজ, আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হবে। এটা নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার এবং আপনার লক্ষ্যগুলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়। আপনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন, যা আপনাকে নতুন সুযোগের মুখোমুখি হতে সাহায্য করবে। আপনার আইডিয়া অফিসে প্রশংসিত হবে, এবং আপনি আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতা তুলে ধরতে সফল হবেন। শুভ দিন হবে

বৃষঃআজ আপনার জন্য ইতিবাচকতা এবং নতুন শক্তি নিয়ে আসবে। বিশেষ করে অফিসে, আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। সহকর্মীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, কারণ টিমের সহযোগিতায় অনেক কিছু অর্জন করা সম্ভব।

মিথুনঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে। বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা আপনাকে উসাহ প্রদান করবে। মোমবাতির আলোয় ভালোবাসার মানুষটির সাথে খাবার ভাগ করে নেওয়া। শুভদিন

কর্কট রাশি ঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। আজ, এই রাশিচক্রের ব্যবসায়ীদের তাদের পরিবারের সদস্যদের থেকে দূরে থাকা উচিত যারা আপনার আর্থিক সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করে এবং পরে এটি ফেরত দেয় না। আপনার বন্ধুদেরও আপনার উদারতার সুযোগ নিতে দেবেন না।

সিংহঃআজকের দিনটা আপনার জন্য শুভ। আপনি আপনার কাজের মধ্যে সাফল্য পাবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। ছোট সমস্যাগুলো কথা বলে সমাধান করার দিকে মনোযোগ দিন। স্বাস্থ্য দিক থেকে, এখন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবার সময়। অর্থ ব্যয় হবে।

কন্যাঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য পজিটিভিটি আর নতুন এবার্জিতে ভরা থাকবে। আপনি আপনার কাজের মধ্যে উৎসাহ আর ডেডিকেশন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।

তুলাঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তারা আজ সেই বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হতে পারে। সেইসব আত্মীয়দেরকে আপনার কৃতজ্ঞতা জানান যারা বিপদের সময়ে আপনাকে সাহায্য করেছেন।।

বৃশ্চিকঃ শ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন যদিও আপনার আর্থিক অবস্থান উন্নত হয়েছে, তবুও টাকা বেরিয়ে যাওয়ায় আপনার প্রকল্পগুলির কার্যনির্বাহে বাধার সৃষ্টি করবে।

ধনুঃ আজকের দিনটা হবে ইতিবাচক আর নতুন সুযোগে ভরা। আজ আপনি আপনার ক্রিয়েটিভিটির পুরো সুবিধা নিতে পারবেন, যার ফলে আপনার আইডিয়া আর প্ল্যানে নতুন দিশা আসবে। আর্থিক উন্নতি

মকরঃ আজকের দিনটা হবে ইতিবাচক, যেখানে নতুন সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনি আপনার কাজগুলোতে স্টেবিলিটি আর সাফল্য অনুভব করবেন।

কুম্ভঃ নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে।

মীনঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। এমনকি আপনি যদি দিন জুড়ে অর্থ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে থাকেন তবে সন্ধ্যায় আপনি লাভ অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, সেখানে দুর্যোগ চলবে। তবে দক্ষিণবঙ্গে সোমবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বুধবার আবার বাড়তে পারে ঝড়বৃষ্টি। রাজ্যজুড়ে আবহাওয়ার বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। সপ্তাহজুড়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গেও সোমবার ও মঙ্গলবার তুলনামূলকভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকলেও বুধবার থেকে কালবৈশাখীর দাপট বাড়তে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৮ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা গেছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

দূষণমুক্ত পরিবেশ ও সুস্থ জীবনের বার্তা

সৈকত দাস, হুগলী, ৮ জুন ঃ ৬ই জুনপরিবেশ দূষণ রোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ফিটনেসের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে 'বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস' উপলক্ষে রবিবার হুগলি জেলায় পালিত হল 'সানডে অন সাইকেল' কর্মসূচি। এইদিন বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড় একাধিক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। অন্যান্য জেলার মতন হুগলী জেলা-সদরের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক চন্দননগর শহরে, যেখানে প্রশাসনিক আধিকারিকসহ, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো বার্তা দেন।রবিবার সকালে চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড রোডের রানি ঘাট থেকে সাইকেল র‍্যালির সূচনা হয়। র‍্যালিটি হাটখোলা, জ্যোতির্মোড় হয়ে জিটি রোড ধরে মহকুমা অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। শতাধিক অংশগ্রহণকারী এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। বিভিন্ন বয়সের মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, ক্রীড়াপ্রেমী এবং সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা সাইকেল চালিয়ে পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন হুগলি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) তরুণ ভট্টাচার্য। পতাকা নাড়িয়ে তিনি র‍্যালির উদ্বোধন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ। বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

ভাস্বতী দের ১৪তম জন্মদিনে আনন্দ ভাগ করে নিল দুঃস্থদের সঙ্গে

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৮ জুন ঃ জন্মদিন মানেই কেক কাটা, সাজসজ্জা ও আনন্দ-উৎসব। তবে সেই প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়লেন পূর্বস্থলী ১ ব্লকের উত্তর শ্রীরামপুর এলাকার শিক্ষক পার্থ দে ও তাঁর কন্যা ভাস্বতী দে। ভাস্বতীর ১৪তম জন্মদিন উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের খরচ বাঁচিয়ে এলাকার দুঃস্থ মানুষের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। উত্তর শ্রীরামপুর এলাকায় আয়োজিত এই সামাজিক কর্মসূচিতে প্রায় ৫০ জন দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে চাল, ডাল, আলু, তেল-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। শিক্ষক পার্থ দে এবং তাঁর মেয়ে ভাস্বতী নিজ হাতে প্রত্যেকের হাতে এই সামগ্রী তুলে দেন। জন্মদিনের আনন্দকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এই উদ্যোগ এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। পার্থ দে জানান, প্রতি বছরই মেয়ের জন্মদিনকে অন্যভাবে উদযাপনের চেষ্টা করা হয়। ছোটবেলা থেকেই ভাস্বতীর মধ্যে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এবছর ভাস্বতীর ১৪তম জন্মদিনে সেই ধারাবাহিকতাই বজায় রাখা হয়েছে। ভাস্বতীও জানায়, নিজের জন্মদিনে দুঃস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে সে খুবই খুশি। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বড় আয়োজন করার পরিবর্তে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে তার জন্মদিন আরও অর্থবহ হয়ে উঠেছে।এদিন খাদ্যসামগ্রী পেয়ে উপকৃত মানুষজন শিক্ষক পার্থ দে ও তাঁর কন্যাকে ধন্যবাদ জানান। তাঁদের মতে, সমাজে যদি আরও মানুষ এভাবে ব্যক্তিগত আনন্দের মুহূর্তগুলোকে মানবসেবার সঙ্গে যুক্ত করেন, তাহলে বহু অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। মানবিকতার এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ শুধু একটি জন্মদিন উদযাপন নয়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল বার্তাও তুলে ধরল উত্তর শ্রীরামপুরের শিক্ষক পরিবার। জন্মদিনের আনন্দ যে অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়, তারই এক সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ভাস্বতী দের ১৪তম জন্মদিন।

আনন্দমোহনের খোলা চিঠি ঘিরে বিতর্ক, পাল্টা প্রশ্ন বিজেপির

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৮ জুন ঃ জঙ্গলমহলের প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ঝাড়গ্রাম পুরসভার পাঁচ বারের পুর কাউন্সিলর আনন্দমোহন পণ্ডার একটি খোলা চিঠিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রচারপত্র আকারে চিঠিটি ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি নিজের সমাজমাধ্যমের পাতাতেও সেটি পোস্ট করেছেন তিনি। চিঠিতে আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়া, 'জনতার আদালত'-এর প্রবণতা থেকে দূরে থাকা এবং অভিযোগের বিচার আদালতের উপর ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন আনন্দমোহন। এক সময় কংগ্রেস এবং পরে তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব সামলানো আনন্দমোহন বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। সাম্প্রতিক খোলা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, কেউ অন্যায় করে থাকলে তার তদন্ত হোক, আদালতে বিচার হোক এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তিও হোক। কিন্তু বিচারব্যবস্থার বাইরে গিয়ে জনরোষ বা 'জনতার আদালত'-এর সংস্কৃতি কোনও গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে কাম্য নয়। জঙ্গলমহলের অতীতের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি রাজনৈতিক দল, জনপ্রতিনিধি, কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের কাছে সংযত থাকার আবেদন জানিয়েছেন। তবে আনন্দমোহনের এই অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। দলের ঝাড়গ্রাম জেলা সহ সভাপতি দেবাশিস কুণ্ডুর দাবি, আইন ও বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা রাখার প্রশ্নে বিজেপির অবস্থান শুরু থেকেই স্পষ্ট। তাঁর কথায়, কেউ অন্যায় করলে তদন্ত হবে, অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তিও হবে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রশ্নই নেই। রাজ্য নেতৃত্ব থেকে জেলা নেতৃত্ব পর্যন্ত সকলেই সেই বার্তাই দিচ্ছেন। দেবাশিসের আরও দাবি, জেলার সাম্প্রতিক বহু অশান্তির ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন শাসকদলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ক্ষোভ থেকেই অধিকাংশ ঘটনা ঘটছে। এর মধ্যে তৃণমূলের লোক যেমন রয়েছেন, তেমনই সিপিএমেরও কিছু লোক রয়েছেন। বিজেপিকে অযথা দায়ী করা হচ্ছে, বলেন তিনি। একই সঙ্গে দেবাশিস প্রশ্ন তুলেছেন, তৃণমূলের শাসনকালে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা, রাজনৈতিক হেনস্থা, মিথ্যা মামলা এবং একাধিক কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় আনন্দমোহনকে এ ভাবে সরব হতে দেখা যায়নি কেন। যদিও প্রবীণ রাজনীতিক হিসেবে তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিজেপি নেতা। আনন্দমোহনের খোলা চিঠি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চললেও তার মূল্যায়ন নিয়ে ইতিমধ্যেই মতভেদ স্পষ্ট হয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে ঝাড়গ্রামে প্রাক্-সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ৮ জুন ঃ আগামী ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬-কে সামনে রেখে সোমবার ঝাড়গ্রামের নতুন প্রশাসনিক ভবনে একটি প্রাক্-সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। যোগের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও আবেগগত সুস্থতা বজায় রাখার বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক ও জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক সহ জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রায় সুস্থ ও সুষম জীবনধারা বজায় রাখতে যোগাভ্যাসের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের উপর জোর দেন। এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল স্তরের মানুষকে আগামী আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি, দৈনন্দিন জীবনে যোগকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার বার্তাও তুলে ধরা হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আগামী কয়েক দিনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও প্রচার অভিযান পরিচালিত হবে।

মেসি-কাণ্ডে চাপ বাড়ছে অরূপ বিশ্বাসের উপর, স্বরূপের ফ্ল্যাটে তল্লাশি ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ মেসি-কাণ্ডের তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই ঘনীভূত হচ্ছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জল্পনা। এখনও পর্যন্ত থানায় হাজিরা দেননি প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আদালত থেকেও কোনও অন্তর্বর্তী সুরক্ষা না মেলায় তাঁর অবস্থান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে বেহালার সাহাপুর কলোনিতে অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের আবাসনে বিপুল পুলিশবাহিনীর

উপস্থিতি নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে ওই বহুতল আবাসন। দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই ফ্ল্যাটেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করতেন স্বরূপ বিশ্বাস। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগের তদন্তের সূত্র ধরেই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল তথ্য বা তদন্তে সহায়ক হতে পারে এমন কোনও প্রমাণ উদ্ধার করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই পদক্ষেপ বলে অনুমান তদন্ত-সংশ্লিষ্ট মহলের। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এক হেয়ার ড্রেসারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন-সহ একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই তাঁর ভূমিকা, যোগাযোগ এবং বিভিন্ন আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন। সেই তদন্তের অংশ হিসেবেই তাঁর আবাসনে এই তল্লাশি অভিযান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, এই ঘটনার পর থেকেই নজর রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দিকে। মেসি-কাণ্ডে তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত তিনি বিধাননগর দক্ষিণ থানায় উপস্থিত হননি। সময় যত এগোচ্ছে, ততই তাঁর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আইনি পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবং আদালতের অবস্থানের উপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে। রাজ্যের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন অত্যন্ত প্রভাবশালী মুখ ছিলেন অরূপ বিশ্বাস। একসময় তিনি তকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব সামলানোর সুবাদে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে একাধিক অভিযোগ সামনে আসছে। অভিযোগকারীদের দাবি, রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অনিয়ম ও বেআইনি কার্যকলাপ চলেছে। স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও তোলাবাজি, আর্থিক প্রতারণা, প্রভাব খাটানো এবং জমি সংক্রান্ত অনিয়মের মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়া হয়েছে। এমনকি সুরুচি সংঘের মতো নামজাদা ক্লাবকে কেন্দ্র করেও নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তা এবং অস্ত্র আইনে মামলাও দায়ের হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তবে স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেপ্তারি এবং তাঁর ফ্ল্যাটে তল্লাশির ঘটনার পর মেসি-কাণ্ডে তদন্তের পরিধি যে আরও বিস্তৃত হচ্ছে, তা স্পষ্ট। একইসঙ্গে অরূপ বিশ্বাসের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ এবং পুলিশের পরবর্তী অবস্থান নিয়েও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

মেয়রহীন কলকাতা পুরসভা, প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বে আসছেন পুর কমিশনার পরিষেবা সচল রাখতে বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ মেয়র পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার পর কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক ভবিষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে নাগরিক পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করতে চলেছে প্রশাসন। সূত্রের খবর, সোমবারই কলকাতা পুরসভার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে। এর ফলে পুরসভার দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় সাময়িক স্থিতিশীলতা ফিরবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল এবং পদত্যাগের ঘটনা সামনে এসেছে। তারই মধ্যে কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের সরে দাঁড়ানো বিশেষ তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁর ইস্তফার পর কার্যত নেতৃত্বশূন্য অবস্থার মুখে পড়ে দেশের অন্যতম বৃহ নগর প্রশাসনিক সংস্থা। ফলে নাগরিক পরিষেবা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন জরুরি কাজকর্মের ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। তবে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, সাধারণ মানুষের পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণেই প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও পুরসভার কাউন্সিলরদের ক্ষমতায় বড় কোনও পরিবর্তন আপাতত আনা হচ্ছে না। বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় শংসাপত্র বা সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা তাঁদের হাতেই থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

কলকাতা পুরসভার বিস্তীর্ণ এলাকার লক্ষ লক্ষ বাসিন্দা প্রতিদিন বিভিন্ন সরকারি নথি এবং পরিষেবার জন্য পুরসভার উপর নির্ভরশীল। আধার সংক্রান্ত নথি, বাসস্থান শংসাপত্র, আয় শংসাপত্র থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহের জন্য বহু মানুষ নিয়মিত পুরসভার দ্বারস্থ হন। সেই পরিষেবা সচল রাখতেই কাউন্সিলরদের ভূমিকা বজায় রাখা হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য। এদিকে বর্ষা আসন্ন। শহরে জল জমা, নিকাশি ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণ এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও এখন প্রশাসনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। পুরসভার বিদায়ী বোর্ডের এক সদস্যের মতে, এই ধরনের পরিষেবা পরিচালনার জন্য মাঠপর্যায়ের যে নেটওয়ার্ক প্রয়োজন, তা বজায় রাখতেই কাউন্সিলরদের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। ফলে প্রশাসক নিয়োগ হলেও নাগরিক পরিষেবা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা আপাতত বহাল থাকছে। সব মিলিয়ে, রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেও কলকাতা পুরসভার পরিষেবা ব্যবস্থাকে সচল রাখতে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করছে। এখন নজর থাকবে নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে নাগরিক পরিষেবা কতটা স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকেই।

ফের সিঙ্গুরে শিল্পের স্বপ্ন শামীকের বার্তায়

মলয় সুর, হুগলী, ৮ জুন ঃ ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সিঙ্গুরে শিল্পের বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, চাষীদের সিঙ্গুরেই ফেরাব, গাড়ির কারখানা না হলেও, অন্য কোন ও কারখানা হবে, এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ, এ বিষয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছে, বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা দলের শীর্ষ নেতা শমীক ভট্টাচার্য এমনটাই দাবি করেন, রাজ্যে শিল্প স্থাপন নিয়ে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখছেন সিঙ্গুরবাসী- গোপালনগর, খাসের বেড়ি, সিংহের ভেরির মতো মৌজায় বেড়াবেড়ি, সিঙ্গুরবাসী জমিতে নতুন সম্ভাবনায় অবহেলিত ভাবে পড়ে থাকা জমিতে নতুন সম্ভাবনায় বুক বাঁধছেন আগের জমানায় ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক কৃষকরা, রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপির সরকারের হাত ধরে জমি আন্দোলনের আঁতুড়ঘর সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের সূচনা হবে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেত্রী ও মন্ত্রীরা ২০০৬ সালে জমির চরিত্র ও পরিবেশ অন্য ছিল এখন ভাতা ও চাল চাই না, এখন কাজ চাই, শিল্প চাই সিঙ্গুরে ৩ হাজার ৬০০ জন ভাতা ও চাল পান, তার মধ্যে ১৪০০ খেতমজুর, সিঙ্গুরে

নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা শিক্ষক অরূপ কুমার দাস বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ভোটের আগেই সিঙ্গুরের মাটিতে এসে সিঙ্গুরে শিল্পের চমক শুনিয়েছিলেন, বিজেপি রাজ্য সরকার গঠন করার পরেই আমাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার সিঙ্গুরে শিল্পের বার্তা শুনিয়েছিলেন । কৃষকদের ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুকদের একজোট করে তাদের সম্মতি নিয়ে সেই জমিতে শিল্প করা হবে। এর ফলে সমস্ত তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে, ২০০৬ সালে বামেরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই সিঙ্গুরে গাড়ি তৈরির কারখানার জন্য কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে। জোর করে কৃষি জমি অধিগ্রহণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পরে সিঙ্গুরে জমি কারখানার স্মৃতিচিহ্ন নিয়েই দাঁড়িয়েছিল তৃণমূল সরকার, ২০১৬ সালে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেয় তৃণমূল সরকার জমির ফেরত এর পরে ১০ বছর কেটে গেলেও সিঙ্গুরের পড়ে থাকা জমিতে কৃষি শিল্প সেভাবে মাথা তুলতে পারেনি সিঙ্গুর শিল্প বিকাশ উন্নয়ন কমিটির সভাপতি উদয়ন দাস বলেন, আমরা আগাগোড়া সিঙ্গুরে শিল্প চেয়েছিলাম, সেই কারণেই জমি দিয়েছিলাম, এখনও আমরা শিল্প চাই।

সুজিত বসুর মামলায় দ্রুত শুনানিতে অনীহা হাইকোর্টের, জুলাইতেই হবে গ্রেপ্তারি চ্যালেঞ্জ মামলার শুনানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর সেই গ্রেপ্তারির বৈধতা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তবে মামলাটির জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন মঞ্জুর করতে রাজি হয়নি আদালত। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ইতিমধ্যেই যখন আবেদনকারী গ্রেপ্তার হয়েছেন, তখন এই মামলায় এত দ্রুত শুনানির প্রয়োজনীয়তা তিনি দেখছেন না। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী জুলাই মাসেই মামলাটির শুনানি হবে। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার প্রসঙ্গ ওঠে। সুজিত বসুর পক্ষে তাঁর আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। তিনি বলেন, গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি এখনও তালিকাভুক্ত হয়নি। সেই কারণে দ্রুত শুনানির জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কিন্তু বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই আবেদনে সাড়া দেননি। বরং তিনি প্রশ্ন তোলেন, গ্রেপ্তার হওয়ার পর এখন এত তাড়াহুড়োর কারণ কী? আদালতের মতে, বিষয়টি এমন নয় যে অবিলম্বে শুনানি না হলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই নিয়ম মেনেই মামলাটি নির্ধারিত সময়ে শুনানির জন্য আসবে।

উল্লেখ্য, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে গত ১১ মে সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম সংক্রান্ত তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে সেই গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুজিত বসুর আইনজীবীরা দাবি করেন, তাঁকে কী নির্দিষ্ট কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। সেই কারণেই গ্রেপ্তারির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। সোমবারের শুনানির সময় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানতে চান, যদি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি কার্যকর হয়ে থাকে, তাহলে জামিনের আবেদন কেন করা হয়নি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, গ্রেপ্তারির বৈধতা নিয়ে মামলা থাকতেই পারে।

শ্রীরামপুর পুরসভার সামনে পোস্টার,লেখা হল, 'সাতটি বৌ

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর, ৮ জুন ঃ শ্রীরামপুর পুরসভার সামনে পড়ল পোস্টার। লেখা হল, 'সাতটি বৌ, পাঁচটি রাজপ্রাসাদ,পাঁচশো কোটি টাকার মালিক, শ্রীরামপুরের ত্রাস তৃণমূল কাউন্সিলর উত্তম রায়।' পালা বদলের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার হচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলররা। শ্রীরামপুর পুরসভার দাপুটে কাউন্সিলর উত্তম রায়। তৃণমূলের টিকিটে প্রথমে ৬ নং ওয়ার্ড পরে ৫ নং ওয়ার্ড মোট চার বারের কাউন্সিলর। জোর করে বাড়ি দখল, বিরোধীদের উপর অত্যাচার সহ তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। এই কয়েক বছরে তাঁর সম্পত্তি কয়েশো কোটি টাকা হয়েছে। দার্জিলিং, দিঘায় রয়েছে একাধিক বিলাসবহুল হোটেল। এখানেই শেষ নয়, বিলাবহুল বাড়ি, অনুষ্ঠান বাড়ি করেছেন তিনি এমনই অভিযোগ।এরপর রাজ্যে পালাবদলের পর সেই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সোচ্চার সাধারণ মানুষের একাংশ। এই দুর্নীতিগ্রস্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এবার শ্রীরামপুর পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। উত্তম রায়ের ছবিতে ডিম ছুঁড়ে বিক্ষোভে সামিল তাঁরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই কাউন্সিলের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এ প্রসঙ্গে পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা বলেন, আমার কাছে লিখিত কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলেই আইনগত ভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেওয়া হবে। উত্তম রায়ের দাবি, তিনি যা করেছেন আইন মেনে করেছেন। কোনও অভিযোগ থাকলে করতে পারেন।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of "Temporary Electrical Installation hiring of silent Diesel Generating sets, stage and hanger light, fans, air conditioning machines at Baidyapur Ground of Tarakeswar, Hooghly for proposed Visit of Honorable WIP"
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-60 of 2026-27
Bid submission closing date: 11/06/2026 upto 04.30 P.M.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড
CIN: L01132WB1990PLC048991
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ ২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ enquiry@norbentea.com ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড'-এর সদস্যদের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ২০২৬ সালের ৩রা জুলাই, শুক্রবার সকাল ১১ঃ৩০-এ (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং ('VC') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('OAVM')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর বিধানাবলী এবং SEBI ও MCA-এর প্রযোজ্য নির্দেশিকা (যেমন-MCA-এর ২০ / ২০২০, ১০ / ২০২২, ০৯ / ২০২৩, ০৯ / ২০২৪ এবং ০৩ / ২০২৫ নম্বর বিজ্ঞপ্তি, যা যথাক্রমে ৫ই মে ২০২০, ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা হয়েছিল) মেনে আয়োজন করা হচ্ছে।
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়সমূহ বা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় VCOAVM সুবিধাটি 'সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড' (CDSL) প্রদান করবে।
সদস্যরা শুধুমাত্র VCOAVM-এর মাধ্যমেই এই সভায় যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কারণ সশরীরে উপস্থিত থাকার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সভার কোরাম (quorum) বা ন্যূনতম সদস্য-উপস্থিতি গণনার ক্ষেত্রে VCOAVM-এর মাধ্যমে উপস্থিতিকে গণ্য করা হবে।
সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা বা সার্কুলার অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভার (কক্সপ্ত) বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী-যার সাথে পর্ষদের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত থাকবে-কোম্পানির সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেঃট (ত্বপ্ত) বা আরটিএ (RTA)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। উল্লিখিত নথিপত্রগুলো কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.norbentea.com), স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইট (BSE Limited-এর ক্ষেত্রে www.bseindia.com এবং National Stock Exchange of India Limited-এর ক্ষেত্রে www.nseindia.com) এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট-মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড (Ms MCS Share Transfer Agent Limited) ও সিডিএসএল (CDSL)-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। কোনো সদস্যকেই এই বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো মুদ্রিত বা হার্ড কপি পাঠানো হবে না। যেসব সদস্য এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে-ডিমেট (demat) ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যেন সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের (DP) সাথে যোগাযোগ করে তাদের তথ্য যাচাই বা হালনাগাদ করেন আর ফিজিক্যাল বা ভৌত ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা সরাসরি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে এই তথ্য হালনাগাদ করেন।
ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি ঃ
সুদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (ই-ভোটিং)-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।
ডিমেটেরিয়ালাইজড (ডিমেট) বা ফিজিক্যাল (কাগজপত্র-ভিত্তিক) পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তাদের জন্য দূরবর্তী স্থান থেকে ভোট প্রদানের (রিমোট ই-ভোটিং) পদ্ধতি AGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.norbentea.com এবং M/s MCS Share Transfer Agent Limited * M/s CDSL (https://www.evotingindia.com)-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
AGM চলাকালীন সময়েও ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা (ইনস্টা পোল বাত্রূতক্ত গুডড) থাকবে যেসব সদস্য AGM-এ সশরীরে উপস্থিত থাকবেন কিন্তু এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা AGM-এর দিন 'ইনস্টা পোল'-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য (credentials) সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।
যেসব সদস্য ই-মেইল পাননি অথবা যাদের ই-মেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (DP) বা আরটিএ (RTA)-এর কাছে নিবন্ধিত নয়, তারা AGM-এর বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগ-ইন তথ্য তৈরি করে নিতে পারবেন। একই লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করে ভিডিও কনফারেন্সিং (VC)-এর মাধ্যমে AGM-এ অংশগ্রহণ করা যাবে।

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-নাম্রতা দাস
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং এ৭৯২৪৩

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৮ই জুন, ২০২৬

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৬/২০, তারিখঃ ০৪.০৬.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.নং-১; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২০-২০২৬। **কাজের বিবরণঃ** ডিইএন/ওয়েস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন পি.ওয়ে ইউনিটে পি.ওয়ে সামগ্রী পরিবহন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮৪,৬৮,৫৯৯.৯৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৬৯,৪০০ টাকা। ক্র.নং-২; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২১-২০২৬। **কাজের বিবরণঃ** খড়গপুর ডিভিসনঃ ৩৩টি লেভেল ক্রসিং নির্মূল করে রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের জন্য ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) কাম টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট (টিএফআর) এবং জিএডি প্রস্তুতির জন্য কনসালটেন্সি নিয়োগ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,৫১,৮১,২৪১.৫৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫,০৩,৬০০ টাকা। ক্র.নং-৩; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২২-২০২৬। **কাজের বিবরণঃ** চিরুগোড়া হল্টঃ এডিইএন/ঝাড়গ্রাম-এর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম, ফুট ওভারব্রিজ এবং অন্যান্য যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধাদি নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬,১২,৭৩,১৪৬.১৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১২,২৫,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখঃ** ২৯.০৬.২০২৬ (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) ও ০৬.০৭.২০২৬ (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস (ক্র.নং ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **বিড শুরুর তারিখঃ** ১৫.০৬.২০২৬ থেকে ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য) ও ২২.০৬.২০২৬ থেকে ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র. নং ৩-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বিঃদ্রঃ-** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহনের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-285)**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT No.: KMC/EE(C)/IV/038/004/2026-2027/R
Name of the work: **Repairing of paverblock footpath along Raja Ram Mohan Sarani disturbed by CESC in Ward No. 038 under Br.-IV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,91,645.25.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 Days.**

2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/CHOKAGE/26-27/R
Name of the work: **Removal of chokage and repairing of Inspection pits, Catch pits etc. at different placess in Ward No. 27.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **365 Days.**

3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/POTHOLE/26-27/R
Name of the work: **Repairing of pot holes of ashphaltum roads at different places in Ward No. 27.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of Bid : **18.06.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1) and 17.06.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 2 & 3).** The tender will be opened on : **20.06.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1) and 19.06.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), Borough-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT No.: KMC/BR-I/002/PUMPS/2026-2027
Name of the work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 6 nos. portable pumps size 3" dia on hired basis for removal of stagnant water from water logging pockets in Ward No. 002 under Borough-I.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **On Actual Basis.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.**

2) NIT No.: KMC/BR-I/003/PUMPS/2026-2027
Name of the work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 4 nos. portable pumps size 3" dia on hired basis for removal of stagnant water from water logging pockets in Ward No. 003 under Borough-I.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **On Actual Basis.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.**

3) NIT No.: KMC/BR-I/004/PUMPS/2026-2027
Name of the work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 2 nos. portable pumps size 3" dia on hired basis for removal of stagnant water from water logging pockets in Ward No. 004 under Borough-I.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **On Actual Basis.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **157 Days (for Sl. No. 1 to 3).**

4) NIT No.: KMC/DG(C)/BR-I/001/03/2026-2027
Name of the work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 001.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,90,000.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

5) NIT No.: KMC/DG(C)/BR-I/002/03/2026-2027
Name of the work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 002.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,90,000.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

6) NIT No.: KMC/DG(C)/BR-I/005/01/2026-2027
Name of the work: **Replacement of damaged / broken / missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 005.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.**

7) NIT No.: KMC/DG(C)/BR-I/005/02/2026-2027
Name of the work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No. 005.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

8) NIT No.: KMC/DG(C)/BR-I/005/03/2026-2027
Name of the work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 005.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **365 Days (for Sl. No. 4 to 8).** Last date and time of submission of Bid : **18.06.2026 - 01 p.m. (for Sl. No. 1 to 8).** Tender opened on - **20.06.2026 - 01 p.m. (for Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **10.06.2026 at 05 p.m. (for Sl. No. 1 to 3)** and **10.06.2026 at 06 p.m. (for Sl. No. 4 to 8).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 8).**
81/26-27

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৮৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

অভিনেতা সৌমিত্র ও দিলীপ

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোধ্যায় লিখেছেন, সিনেমা করতে এসেই পরিচয়। সেটা সম্ভবত ১৯৫৯, তপন সিংহের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ ছবিতে আমরা দু’জনে প্রথম একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। যৌবনের প্রাণবন্ত সময় আর বয়সের দিক থেকেও আমরা কাছাকাছি, সে জন্য খুব দ্রুত সম্পর্কটা কাজের পরিচয় থেকে বন্ধুত্বে পৌঁছে গিয়েছিল। দিলীপ যে একজন দক্ষ অভিনেতা তা প্রথম থেকেই বুঝতে পারা গিয়েছিল। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬০- এ, দিলীপের ‘বাদশা মামুদ শা’ চরিত্রের অভিনয় বেশ প্রশংসা পেয়েছিল। একসঙ্গে পেশাগত কাজ করতে করতেই খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম তপনদারই পরের ছবি ‘ঝিন্দের বন্দী’ করার সময়। সেই ছবিতে আমাদের দুজনেরই মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ রোল থাকায় অনেকদিন একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম। রাজস্থানের পাহাড় আর দুর্গে আউটডোর শুটিং, কাজের পর অবসরের সময়টাও দারুণ কাটত। বিচিত্র রঙ্গরসিকতায় আমাদের আড্ডা-বৈঠক জমে উঠত। বয়সোচিত দুষ্টুবুদ্ধিরও অভাব ছিল না এবং সেক্ষেত্রে আমার ও দিলীপের বোঝাপড়া ছিল নিখুঁত। নিউ থিয়েটার্স- এর আমলের প্রবীণ অভিনেতা ধীরেনদা ‘ঝিন্দের বন্দী’ ছবিতে একটা ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন (ঝিন্দের একজন জহুরি, যিনি রাজপরিবারের পরিচিত এবং অনেক গোপন সংবাদ জানেন)। আমি আর দিলীপ রীতিমতো পরিকল্পনা করে ধীরেনদাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতাম। আমাদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে প্রমাণ করতে চাইতাম ধীরেনদা ঘোর মদ্যপ, খাওয়া- ঘুম ইত্যাদিতেই বেশি আগ্রহী এবং কিছুতেই মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজটা করতে চাইছেন না। যদিও ধীরেনদা সম্পর্কে এই কথাগুলোর একটাও সত্যি নয়, তবুও আমরা যৌথ উদ্যোগে তেমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিলাম যাতে ধীরেনদার নিজের কাছেও একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। পুরনো আমলের মানুষ, গ্বআমাদের কথা ও ভাবভঙ্গির কৌশল প্রথমদিকে ধরতে পারতেন না। পরে অবশ্য সব বুঝতে পেরে রেগে যেতেন। তারপরে অসংখ্য ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছি। দিলীপ অনেক ছবিতেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছে। কিন্তু ভেবেচিন্তে যদি একটা- দুটো ভূমিকা আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় হাঁসুলিবাঁকের উপকথায় করালীকে বেছে নেব। যে-কোনও মানের বিচারে সেটা স্মরণীয় অভিনয়। নাটকেও ওর অনেক ভাল কাজ আছে। ওর ছবি ‘দর্পচূর্ণ’ আর ‘রাজদ্রোহী’ নাটক খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এখনও মনে আছে অভিনেতৃ সঙ্ঘের প্রযোজনায় ‘রাজকুমার’ নাটকে দিলীপ রাজকুমার-এর বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল এবং অত্যন্ত সুন্দর কাজ করেছিল। পরিচালক হিসেবেও ওকে সাফল্য পেতে দেখেছি। অন্যরকম ছবি করার ইচ্ছেও ওর মধ্যে কাজ করেছে, ‘গরম ভাত’-এর স্মৃতি তো এখনও উজ্জ্বল। ‘দেবদাস’ করেছিল অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে। চিত্রনাট্যটি একটি নাটক-নির্ভর ছিল বলে হয়ত একটু বেশি নাটকীয় হয়েছিল, কিন্তু পরিচ্ছন্নভাবে ছবিটি তৈরির ক্ষেত্রে ওর উদ্যোগ প্রশংসনীয় ছিল। সাংগঠনিক কাজে দিলীপ চিরকাল অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং পরিশ্রমী। অভিনেতৃ সঙ্ঘে পাশাপাশি কাজ করার সেইসব দিনে ওর এই ধরনের গুণের পরিচয় পেয়েছিলাম। দিলীপের সঙ্গে যে পারিবারিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল সেটা শুধুমাত্র পেশার অভিন্নতার জন্য নয়। ও চিরকালই একজন সমাজসচেতন মানুষ, সাধ্যমতো সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে জড়িয়ে থাকতে চেয়েছে।

দানবীর সাগর দত্ত

কলকাতায় সেই সময়ে দুইজন দানবীর ছিলেন। এই দুই দানবীর মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে অর্থ এবং জমি দান করে গিয়েছেন। তারা হলেন মতিলাল শীল এবং সাগর দত্ত। সাগর দত্ত বরণীয়। তিনি নমস্য মানুষ, অবশ্যই একজন দানবীর। মৃত্যুর আগে দান করে গেলেন সেই সময়ের তেরো লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকার বিপুল সম্পত্তি। তাঁর জমিতেই কামারহাটিতে গড়ে উঠেছে মেডিক্যাল কলেজ, যেখানে প্রতিদিন হাজার -হাজার মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে হাসিমুখে বাড়িতে আসেন। একটা কথা নিজের উপার্জনে ধনী হয়েছেন সাগর দত্ত কোনও পিতৃদত্ত অর্থে নয় সাগর দত্তর নামে এক সময় কবিতা লেখা হয়েছে, ‘সাগরেরই মতন মহান চিত্ত তোমার ‘সাগর’গো, বাংলা মায়ের অমর ছেলে দত্ত কুলের রত্ন গো।’ সাগর দত্তর পাটের ব্যবসা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান ছিল,দাদা পীতাম্বর দত্তকে সঙ্গে নিয়ে পাট রপ্তানিতে লেগে গেলেন। সাগর দত্তের পাটে পিতৃদেব মোহনচাঁদের নামের প্রথম অক্ষর ‘এম’ থাকত। একবার পাটের গুদামে আগুন লাগে, মহাজনরা সহানুভুতির সাথে সাগর দত্তকে বলেছিলেন, তারা পাওনা অর্থের সিকিভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট হবেন, তবে সৎ মানুষ সাগর দত্ত খাজাঞ্চি শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়কে ডেকে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাওনাদারকে ব্যাঙ্কের চেক দিয়ে দেন। ব্যবসায়ী সাগর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন হুগলির চুঁচুড়ায় ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে ১৮২১সাল। নিজের গ্রামে লেখাপড়া শিখে বাবার পৈত্রিক পিতল,কাঁসা, তামা, মশলার ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। তবে প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি, সঙ্গে দূরদৃষ্টি। বেশিদিন অন্য ভাইদের সাথে ব্যবসা না করে সুযোগ বুঝে সাহেব কোম্পানি ‘মেসার্স কার্লাইল নেভিউ অ্যান্ড কোম্পানির মুৎসুদ্দি হলেন। এখানে কাজ করে সাগর দত্ত আরও পরিণত হয়ে নিজেই স্বাধীন ব্যবসা শুরু করে দিলেন। নীলের ব্যবসা করে দু’বছরে অবিশ্বাস্য অর্থ উপার্জন করে ফেললেও বিচক্ষণ মানুষটা বুঝে গিয়েছিলেন রাসায়নিক নীল আবিস্কার হলে এই ব্যবসা অচিরেই শেষ হবে। বাঙালি একদিন ব্যবসা করে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে, বিশেষত উনিশ শতকের প্রায় সবটাই বাঙালির ব্যবসায়ে স্বর্ণযুগ। তবে সবাই সাগর দত্ত হতে পারেন নি। দানবীর সাগর দত্তর জীবন থেকে আমরা কি কিছু অনুপ্রেরণা, কিছু শিক্ষা নিতে পারি!

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। যার শক্তি আছে তিনি জগতকে পরিচালনা করেন।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, জলের অপর নাম জীবন। জল জীবন রক্ষা করে থাকে। আর ধর্ম রক্ষা করে থাকে একটি জাতিকে। একটি গোষ্ঠীকে। ধর্মকে হতে হবে নিরপেক্ষ। ধর্মকে হতে হবে উদার। উদার ধর্ম সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। উদার ধর্ম সর্বত্র বিকশিত হতে পারে। উদার ধর্ম সবার মনে স্থান গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম যত উদার হবে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেই শক্তির কাছে কেউই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। ধর্মকে উন্নত করতে হবে। যুক্তিবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশ এগিয়ে চলতে থাকবে। দেশের মানুষ জাগতে থাকবে। মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ধর্মকে সামনে রেখে যুক্তিবাদী জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। যিনি জ্ঞানী তিনি ধর্মকে কতদূর পর্যন্ত নিয়োগ করতে হবে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। তার কাছে ধর্ম কোনও অজ্ঞান নয়। তার কাছে ধর্ম হচ্ছে সব সময়ে জ্ঞান। বিদ্যা। উপার্জন। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাগ বসালেন জিন্না

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পর্ব প্রকাশের পর)

(১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হওয়ার ফলে ইংরেজ শাসকেরা ভয় পেতে শুরু করে। সেই সময় থেকে ইংরেজ শাসকেরা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে যে ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে গেলে হিন্দু মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা চলবে না। হিন্দু মুসলিম বিভেদের পাঁচিল যদি তৈরি করা যায় তাহলে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুস্থভাবে বজায় রাখা সম্ভব। সেই কারণে বঙ্গভঙ্গ আইন পাশ করার আগে লর্ড কার্জন ঢাকা সফর করেছিলেন ১৯০৪ সালে। লর্ড কার্জন সেখানে উপস্থিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ কেন তা নিয়ে সুব্যাখ্যা দিতে থাকেন। কিন্তু স্যার হেনরি কটন বঙ্গভঙ্গ এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তীব আকার ধারন করলে ইংরেজ সরকার স্তম্ভিত হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকারের ওপরে আস্থা হারাতে থাকে দেশের জনগণ। ফলে লর্ড কার্জনকে দ্রুত বাংলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। কিন্তু লর্ড কার্জনকে সরিয়ে নেওয়া হলেও তাঁর পরিকল্পনাকে একেবারে ফেলে দেয়নি ব্রিটিশ সরকার। তাঁর বাংলা ভাগকে সফল করে তোলা হল ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে। যে বাংলা ভাগ বিরোধিতা করা নিয়ে ১৯০৫ সালে হিন্দু মুসলিম এক হয়ে হাত মিলিয়ে যে তীব্র সংগ্রাম করেছিল সেটা ১৯৪৭ সালে একেবারে মিলিয়ে গেল। ১৯৪৬ সালে ভারত ভাগ করা নিয়ে জিন্না সাহেব প্রকাশ্যে রক্তাক্ত ভারত চিত্র তৈবির পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তার ফলে কলকাতায় গ্রেট কিলিং হল। আসলে এটাই ছিল ব্রিটিশ শক্তির কূটকৌশল। ভারতকে যদি স্বাধীন তা দিতেই হয় তাহলে ভারত ভাগ করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। সেই সময়ে কোনও কংগ্রেস দলের এবং মুসলিম লিগের উদারপন্থী বা ধর্ম নিরপেক্ষ নেতারা স্বাধীন অখণ্ড ভারত গড়ে তোলার পক্ষে সাওয়াল করতে এগিয়ে আসেনি। ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন এটাই চাইছিলেন। ব্রিটিশ সরকার হিন্দু মুসলিম বিভেদকে সমানে রেখে ভারতকে ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন ভারত ভাগ করার যে রূপরেখা তৈরি করে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন তাতেই মর্যাদা দিল ব্রিটিশ সরকার। স্বাধীন ভারত যাতে একটি পঙ্গু রাষ্ট্রে পরিণত হয় সেই পরিকল্পনা আগে থেকেই তৈরি করা ছিল। বিশেষ করে বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগ করে ভারতকে স্বাধীনতা দিলে ভারত আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষমতাবান হতে পারবে না। ভবিষ্যতে ব্রিটিশ এবং আমেরিকার শক্তির কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। অতীত কংগ্রেসের নীতির ভুলকে সংশোধন করার চেষ্টা করছেন রাহুল গান্ধি। তিনি কয়েক বছর আগে ‘ভারত জোড়ো আন্দোলন’ শুরু করেছিলেন। কিন্তু একবার কাচ ভেঙে গেলে তাকে আর জোড়া দেওয়া যায় না। যে ভুল অতীতের কংগ্রেসীরা করে গিয়েছিলেন তার খেসারত দিতে হচ্ছে প্রতিটি ভারতবাসীদের। স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে কংগ্রেসীদের অহংকারের ফলেই ভারত ভাগ হয়ে ছিল কিনা তা নিয়ে সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। ক্ষমতালোভীরা যেভাবে ভারত ভাগ করে মসনদ দখল করে দেশ সন্তুষ্ট থাকলো ফল ভোগ করছে আজকের ভারতবাসীরা।)

ব্রিটিশ শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পক্ষে ওকালতি করা। এই সম্মেলন, স্যার সৈয়দের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি, মুসলিম উচ্চবিত্তদের অন্যত্র শিক্ষার প্রসারের প্রস্তাব দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল, যা আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত। ফলস্বরূপ, মুসলিমদের প্রয়োজন সম্পর্কে এই নতুন সচেতনতা মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনের জন্য, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর বহু বছর পর, ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

১৯০১ সাল নাগাদ জাতীয় পর্যায়ে একটি মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠন করা অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছিল। এর গঠনের প্রথম পর্যায় ছিল ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে লখনউতে অনুষ্ঠিত একটি সভা, যেখানে সারা ভারত থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সর্বভারতীয় মুহাম্মদান শিক্ষা সম্মেলনের পরবর্তী সভা পর্যন্ত পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। ১৯০৬ সালের অক্টোবরে সিমলা প্রতিনিধিদল বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষা সম্মেলনের বার্ষিক সভায় দলের উদ্দেশ্যসমূহ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এরই মধ্যে, নবাব সলিমুল্লাহ খান একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশ করেন, যেখানে দলটির নাম ‘সর্বভারতীয় মুসলিম কনফেডারেসি’ রাখার প্রস্তাব করা হয়।

লখনউ সভায় এবং পরে সিমলায় পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে, সর্বভারতীয় মুহাম্মদান শিক্ষা সম্মেলনের বার্ষিক সভা ১৯০৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তিন হাজার প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন ওয়াকার-উল-মুলক এবং নবাব মহসিন-উল-মুলক, যেখানে তারা এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং একটি সমিতির ব্যানারে মুসলমানদের ঐক্যের উপর জোর দেন। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে খাজা সলিমুল্লাহ দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং হাকিম আজমল খান, মোহাম্মদ আলী জওহর, জাফর আলী খান, লখনউয়ের ব্যারিস্টার সৈয়দ নবিউল্লাহ , ইব্রাহিম ফাজিলি এবং বিশিষ্ট আইনজীবী সৈয়দ জহুর আহমদ সহ আরও অনেকে সমর্থন করেন। ভারতে মুসলিম লীগের প্রতিবাদ এবং লন্ডনে তদবির করার পর, ভারতীয় পরিষদ আইনে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং রাজকীয় পরিষদে সংরক্ষিত আসনের উপর তাদের দাবি মঞ্জুর করা হয়।১৯০৮ সালের ১ অক্টোবর জানানো সংস্কারের খসড়া প্রস্তাবে সকল পরিষদে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, শুধুমাত্র পাঞ্জাবে মনোনয়ন ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়। এই যোগাযোগটি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে সরকার মুসলিমদের দাবি কতটা মেনে নিয়েছে এবং এটি সাম্রাজ্যিক ও প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু মুসলিম লীগের দাবি শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশ এবং মাদ্রাজেই সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা হয়। যাইহোক, সরকার পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ধারণাটি গ্রহণ করেছিল। এই ধারণাটি সেক্রেটারি অফ স্টেট গ্রহণ করেননি, যিনি মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব করেছিলেন, যার ফলে মুসলিম লীগ আন্দোলন শুরু করে এবং মুসলিম সংবাদমাধ্যম প্রতিবাদ জানায়, কারণ তারা এটিকে সিমলা প্রতিনিধিদলকে দেওয়া ভাইসরয়ের আশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেছিল।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, মর্লি হাউস অফ লর্ডসকে জানান যে মুসলমানরা পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি করেছে এবং তিনি তা মেনে নিয়েছেন। এটি ছিল মুসলিম লীগের প্রথম বিজয়। কিন্তু ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস বিল মুসলিম লীগের দাবি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে পারেনি। এটি অক্টোবর ১৯০৮ সালের যৌথ বিবৃতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যেখানে মুসলমানদের জন্য মাত্র কয়েকটি সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছিল। মুসলিম লীগের লন্ডন শাখা এই বিলের বিরোধিতা করে এবং একটি বিতর্কে বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যের সমর্থন লাভ করে। ১৯০৯ সালে, মুসলিম লীগের সদস্যরা একটি মুসলিম বিক্ষোভের আয়োজন করে। মিন্টোর কাউন্সিলের সংস্কার কমিটি বিশ্বাস করত যে মুসল মানদের যুক্তিতে সারবত্তা আছে এবং মিন্টোকে কিছু মুসলিম নেতার সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দেয়। সরকার আপোস করে মুসলমানদের আরও কয়েকটি আসন দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু লীগের সমস্ত দাবিতে রাজি হয়নি। মিন্টো বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানদের যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মরলি তখনও নিশ্চিত ছিলেন না কারণ মুসলমানরা সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারতো। ১৯০৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি আবারও পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী এবং আরও বেশি প্রতি নিধিত্বের দাবি জানায়। যদিও মিন্টো এর বিরোধিতা করেছিলেন, মরলি আশঙ্কা করেছিলেন যে লীগের সমর্থন ছাড়া বিলটি সংসদে পাস হবে না, এবং তিনি আবারও লীগ নেতৃত্বের সাথে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এটি সফল হয়েছিল। (ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উন্নয়নের পরিকল্পনায় মার্চেন্টস চেম্বার

জয়দেব রায়

মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর পক্ষ থেকে রপ্তানি লজিস্টিক, ক্রেডিট রিস্ক এবং ট্রেড ফাইন্যান্স নেভিগেট করার রপ্তানিকারকদের জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন যথাক্রমে শ্রী অরুণ কুমার গারোদিয়া চেয়ারম্যান, কাউন্সিল অন ফরেন ট্রেড, এমসিসিআই মিঃ সঞ্জয় বেহেরা সিনিয়র ম্যানেজার, ইস্টার্ন রিজিওন অফিস, ইসিজিসি লিমিটেড মিঃ শামস তাবরেজ ডিজিএম (এসএমই), স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা মিঃ মনোজ সিং সহকারী ডিজিএফটি, ডিজিএফটি কলকাতা সহ আরও অনেকে। রপ্তানি লজিস্টিক, ক্রেডিট রিস্ক এবং ট্রেড ফাইন্যান্স নেভিগেটিং ঃ রপ্তানিকারকদের জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি বলেন, মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ফরেন ট্রেড কাউন্সিলের পক্ষ থেকে, রপ্তানি লজিস্টিক, ক্রেডিট রিস্ক এবং ট্রেড ফাইন্যান্স নেভিগেটঃ রপ্তানি কারকদের জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। আজকের নলেজ সেশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমরা সম্মানিত। উপস্থিত ছিলেন মিঃ সঞ্জয় বেহেরা, সিনিয়র ম্যানেজার, ইস্টার্ন রিজিয়ন, ইসিজিসি লিমিটেড, মিঃ শামস তাবরেজ, ডিজি। মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) কলকাতা শহরের অন্যতম গতিশীল এবং অগ্রণী চেম্বার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জাতীয় জাগরণের আবহে জন্ম নেওয়া এই চেম্বারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পূর্ব ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সততা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আদর্শবাদের অনুভূতি প্রদান করা। ভারতীয় শিল্পকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সুচিন্তিত ও অর্থবহ উদ্যোগের মাধ্যমে এই চেম্বার আজ দেশজুড়ে এবং বিদেশেও তার উপস্থিতি ক্রমশ জানান দিচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে, এই চেম্বারের একটি ঐতিহ্য রয়েছে;স্বাধীনতাপূর্ব যুগে কলকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে একত্রিত করা, একটি সংগঠন তৈরি করা এবং সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। এর ১১৭ বছরের অস্তিত্বের বিভিন্ন সময়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী ভূমিকা পালন করেছে। উদীয়মান ভারতের সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং গৃহীত নীতিগত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে এই চেম্বার সর্বদা অগ্রভাগে থেকেছে এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সর্বাধিক সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হিসেবে দেশীয় শিল্পের পক্ষে কথা বলেছে। এমসিসিআই ‘বৈশ্য মিত্র সভা’ নামে তার কার্যক্রম শুরু করে,

যা ১৯০৪ সালে ‘মার্চেন্টস কমিটি’ নামে পুনঃনামকরণ করা হয় এবং এর সদস্যপদ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এটি ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তিত স্বদেশী আন্দোলনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে। ১৯৫২ সালে এর নাম পরিবর্তন করে ‘মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স’ রাখা হয়, যা বাণিজ্য, ব্যবসা ও শিল্পের উপর এর মনোযোগকে পুনঃনিশ্চিত ও প্রতিফলিত করার জন্য ২০১৬ সালে অবশেষে ‘মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’তে পরিবর্তন করা হয়। অন্যদিকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি ২০২৬ ও অন্যান্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক বিশেষ অধিবেশন হয়। সুযোগ ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগ এবং সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখ্য সচিব ডঃ কৃষ্ণ গুপ্ত, ছিলেন।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুমান অর্জন করেন নীলরতন সরকার

চিত্তজিৎ দত্ত

ডাক্তার নীলরতন সরকার অনন্য সাধারণ মহাজীবনী। অ্যাপেন্ডি সাইটিস অপারেশনের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্স অফ ওয়েলস সার্জিক্যাল ব্লকে ভর্তি হয়েছেন নামী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডিপি বসু। কিন্তু কোনও অ্যানাস্থেটিস্ট তাঁকে অজ্ঞান করতে চাইছেন না। কারণ তাঁর সাইনাস অ্যারিদমিদিয়া রয়েছে। সে কালে হার্ট পরীক্ষার আধুনিক কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না। চিকিৎসকের ‘ক্লিনিক্যাল আই’টুকুই ভরসা। কেউ ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। দিশেহারা অবস্থা রোগী আর তাঁর পরিজনদের। ডিপি বসুর বাবাও ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ইউপি বসু। তিনি শেষে শরণাপন্ন হলেন বন্ধুবর চিকিৎসকের, যাঁকে লোকে ‘ধন্বন্তরী’ বলেন। তিনি এসেই ডিপি বসুকে জিজ্ঞেস করলেন, খেলাধুলো করেন কি না। ফুটবল খেলেন শুনে পরপর আবার কয়েকটি প্রশ্ন। কোন পজিশনে খেলেন? ক্লান্ত লাগে? হাফটাইমের পরেও খেলেন? ফরোয়ার্ডে খেলেন, ক্লান্ত হন না এবং হাফটাইমের পরেও খেলেন শুনে, সেই ডাক্তারবাবু নির্দ্বিধায় রায় দিলেন, ‘‘হার্টের অর্গ্যানিক কোনও রোগ নেই। স্বচ্ছন্দে অপারেশন করা যায়।’’ অস্ত্রোপচার সফল হয়। স্মৃতিচারণায় ওই ঘটনার কথা লিখেছিলেন ডিপি বসু। সেই ‘ধন্বন্তরী’ চিকিৎসকটি হলেন স্যর নীলরতন সরকার। যাঁকে বলা হত ‘ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের জাদুকর’।

১৮৯০ সালে নীলরতন যখন এম ডি হচ্ছেন, তার আগে মাত্র ছ’জন এমডি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাঁরা হলেন চন্দ্রকুমার দে, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগবন্ধু বসু, আরডব্লিউ কার্টার, ভগবৎচন্দ্র রুদ্র এবং রামপ্রসাদ বাগচী। পাশ করার পরে ৬১ নম্বর হ্যারিসন রোডে (এখন মহাত্মা গাঁধী রোড) নিজের বাড়িতে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেন। তার পরে আর ফিরে তাকাতে হয়নি নীলরতনকে। পরবর্তী পাঁচ দশক ধরে ভারত বর্ষের চিকিৎসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন উৎকর্ষ এবং খ্যাতির শিখরে। রোগীদের কাছে তিনি

ছিলেন জীবন্ত ঈশ্বর। দু’হাতে বিপুল রোজগার করেছেন আবার স্বদেশি শিল্প গড়তে গিয়ে এক সময়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাতে বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে মন্তব্য করেছেন, ‘‘কলকাতায় ২০ টাকায় ভাড়ার ঘর পাওয়া যায়। তাতেই আমার চলে যাবে।’’ কখনও গরিব রোগীকে অর্থাভাবে চিকিৎসায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর দরজা থেকে ফিরতে হয়নি। পথ থেকে তুলে এনে বহু মানুষকে নিজের ৭ নম্বর শর্ট স্ট্রিটের বাড়িতে রেখে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। ১৮৬১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের সাল। ২৫ বৈশাখের ঠিক সাড়ে চার মাস পরে জন্ম নীলরতনের। মধুর সমাপতনে পরবর্তীতে দু’জন হবেন পরম বন্ধু। ডায়মন্ড হারবারের নেত্রা গ্রামে ১৮৬১ সালের ১ অক্টোবর জন্মান নীলরতন। বাবা নন্দলাল সরকার আর মা থাকোমণি দেবী। তখন নীলরতনের বয়স সাত। ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে ভিটেমাটি ধ্বংস হল। পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে নন্দলাল উঠলেন শ্বশুরবাড়ি জয়নগরে। এরও সাত বছর পরে গুরুতর অসুস্থ থাকোমণি দেবী টাকার অভাবে কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। চোখের সামনে মাকে ধুঁকে ধুঁকে মারা যেতে দেখে রোখ চেপে গেল ১৪ বছরের ছেলের। ডাক্তার তাকে হতেই হবে!

নীলরতন সরকারের ভাই যোগীন্দ্র নাথ সরকার ছিলেন বিখ্যাত একজন শিশুসাহিত্যিক। বিখ্যাত রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ছিলেন সম্পর্কে নীলরতন সরকারের বোনপো। ঝড়ের কারণে নেতড়া গ্রামে তাঁদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাঁর বাবা নন্দলাল সরকার পুরো পরিবার নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরে শ্বশুর বাড়িতে চলে আসেন।

১৮৭৬ সালে জয়নগর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় এলেন নন্দলাল সরকার। নীলরতন ভর্তি হলেন শিয়ালদহের ক্যাম্প বেল মেডিক্যাল স্কুলে (পরবর্তীতে এনআরএস)। বাড়িতে অভাব। সংসার চালাতে শিক্ষকতা শুরু করলেন বড়দা অবিনাশচন্দ্র। আর এক ভাই যোগীন্দ্রনাথ সরকার। পরবর্তী কালে যিনি ‘হাসিখুশি’ লিখেছিলেন। নীলরতনও উপার্জনের জন্য শিক্ষকতা, পরীক্ষার হলে পাহারা, জনগণনার কাজ করেছেন। তার মধ্যেই স্বনামধন্য চিকিৎসক তামিজ খানের প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠলেন। ১৮৮১ সালে এলএমপি পাশ করলেন ভাল ভাবে। কিন্তু মনে অশান্তি। সেই ব্রিটিশ আমলে মেডিক্যাল শিক্ষায় ছিল দ্বৈত ব্যবস্থা। নেটিভ ছাত্রদের জন্য বাংলায় পঠনপাঠন হত। কিন্তু মেডিক্যালের বই সব ইংরেজিতে। তার তর্জমা ঠিকঠাক হত না। অনেক কিছু অজানা, অধরা থাকত। নীলরতনের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। বাংলা ভাষায় ডাক্তারি পাশ করা নেটিভ ডাক্তারদের জন্য নির্ধারিত ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের চাকরি। তা করতে অপমানিত বোধ করলেন। পেশা বদলে শ্রীরামপুরের কাছে চাতরা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক হয়ে চলে গেলেন। ক্রমে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে ১৮৮৩ সালে এলএ এবং ১৮৮৫তে বিএ পাশ করেন। গ্রে স্ট্রিটে সরোজিনী নাইডুর বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় স্থাপিত অঘোরনাথ বিদ্যালয়ে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। সেই সময়ে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্তকে। যিনি পরবর্তীতে পরিচিত ‘বিবেকানন্দ’ নামে।

সেসময় ডাক্তারি পড়ার জন্য বাঙালিদের জন্য বাংলায় পঠনপাঠনের পৃথক ব্যবস্থা থাকলেও দেশীয় ভাষায় ডাক্তারি পাশ করে কেবলমাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের চাকরি পাওয়া যেতো আর তাই পদমর্যাদার এই বৈষম্যে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে পেশা পরিবর্তন করে শিক্ষকতায় যোগ দেন নীলরতন। তৎকালীন বাংলার ছোটলাট কারমাইকেলের কাছে গিয়ে স্বদেশি মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করার আর্জি জানান তিনি। কিন্তু কোষাগারের শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়ে ছোটলাট তাঁকে জানান। তিনি অর্ত জোগাড় করে মেডিকেল কলেজ তৈরি করেছিলেন।

ধামেশ্বরে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

শঙ্করলাল কর্মকার

নবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একটি পুরানো আলোক চিত্র। বাংলার আগেকার অঙ্গরাগ শৈলী কত অপূর্ব মাধুর্যময় ছিল। অনেকটাই খাস বাংলা দুর্গামুখের সাথে মিলে যায়। যদিও এখনকার দুর্গামুখও অনেক পরবর্তিত। আমি বলছি না যে এখনকার মুখগুলো খারাপ, কিন্তু আগেরগুলোর মধ্যে দেবত্বসুলভ ব্যাপার ছিল, দেখলে আপনাআপনিই হাতদুটো জোড়া হয়ে যায়। সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। পাওয়া যায়। বর্তমানে ধামেশ্বর মহাপ্রভুর অঙ্গরাগ, যে চক্রবর্তী পরিবারের শিল্পীরা করেন, তাঁদের শৈলীতে নিজস্বতা এসেছে এবং সেও নিঃসন্দেহে বড়ই মনোরম শৈলী। আমরা জন্মানোর পর থেকে তাই দেখে বড় হয়েছি। কিন্তু একটা গোলোযোগ বড়ই চোখে টানে, তিলক! ধামেশ্বরের মহাপ্রভুর সেবায়েত গোস্বামীগণ বলেন, মহাপ্রভুর কোনো পরিবারের তিলক হয় না। কপালে ইংরেজি ইউ আকৃতির উর্ধপুন্ড্র,

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় এখনকার ঠাকুরগুলো যেন খেলার পুতুলের মতো। বরং অবাঙালী ও বিদেশিদের ক্ষেত্রে দেখেছি তাদের কাছে বাংলার সাবকি শৈলীর কদর। আর বাঙালী যে আত্মবিস্মৃত আত্মঘাতী জাতি, সে কথা বলতে কখনো ক্লান্ত হই না। প্রসঙ্গতঃ একটা গল্প মনে মনে পড়ল। একবার নাকি এক সাহেব, কিংবদন্তি শিল্পী নবীন ভাস্করকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনারা ঠাকুরকে মানুষের মতো বানান না কেন? নবীন ভাস্কর উত্তর দিয়েছিলেন, ঠাকুর হবে ঠাকুরের মতো, মানুষের মতো কেন হবে? তবে এখনও বাংলার অনেক প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে অনেক পুরোনো বিগ্রহে এই ধরনের অঙ্গরাগ শৈলী দেখতে নিচে নাকের ওপরে ছোট্ট রসকলি। পুরাতন ছবিতেও সেটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে ধামেশ্বরের কপালে দেখতে পাওয়া যায়, তথাকথিত গৌড়ীয় মঠ বা ইসকনের মনগড়া তিলক। মাত্র আশি বছরের এক ভুঁইফোড় পরাম্পরা বা সংগঠনের এতই প্রভাব, যে স্বয়ং সাড়ে পাঁচশো বছর প্রাচীন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবিত ধামেশ্বর মহাপ্রভুর তিলক পরিবর্তন হয়ে যায়। আর মিয়াপুরের সংগঠনগুলো প্রচার করে বেড়ায় ধামেশ্বর মহাপ্রভু তাদের কোম্পানির সম্পত্তি। তিনি তাঁর সেবাইতদের সাথে তথাকথিত মায়াপুর (আসলে মিঞাপুর) থেকে নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন ইত্যাদি।

তৃণমূল নেতারা খুঁজছেন লুকানোর নতুন নতুন জায়গা! ধুলিয়ানে জনরোষ, পুরপ্রতিনিধির বাড়ি ঘেরাও অসংখ্য জনতার

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন ঃ রাজ্যে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন হতেই তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় বিভিন্ন বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল নেতাদের বিভিন্ন 'গোপন'

জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। জনতার বিক্ষোভ এবং পুলিশের গ্রেপ্তারি এড়াতে কখনও তৃণমূল নেতা লুকাচ্ছেন খাটের তলায় আবার কখনও শাড়ির গাদার তলায় লুকিয়ে থেকে গ্রেপ্তারি এড়ানোর চেষ্টা করছেন। গতকালই হাওড়ার আমতা এলাকায় একটি শাড়ির দোকানের শোরুমের শাড়ির গাদার তলা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে উদয়নারায়নপুরের একসময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্তীকে। আর এবার সাধারণ জনগণের আবাস যোজনা টাকা আত্মসাৎ করে সরকারি হাসপাতালে গিয়ে লুকালেন মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন তথা ওই পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর মেহবুব আলম। মেহবুবের স্ত্রী রওশনারা বিবির বর্তমানে ধুলিয়ান পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পদে রয়েছেন। মেহবুব ওই এলাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। সূত্রের খবর, তৃণমূলের জামানায় মেহবুব আলম ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বহু উপভোক্তার নামে বরাদ্দ হওয়া আবাস যোজনার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। রাজ্যে পালাবদলের পর রবিবার রাত থেকে বহু মানুষ গিয়ে মেহবুবের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁরা দাবি করতে থাকেন, তৃণমূলের জামানায় আবাস যোজনার টাকা পাওয়ার জন্য তাঁরা যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন তার এটিএম কার্ড, পাস বই এবং অন্যান্য অনেক নথি মেহবুব নিজের কব্জায় রেখে দিয়েছেন এবং সেখান থেকে টাকাও তুলে নিয়েছেন। এর পাশাপাশি আবাস যোজনার বরাদ্দ টাকা না পেয়ে অনেকে মেহবুবের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ সামিল হন। এলাকার পরিস্থিতি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা মেহবুব আলমের বাড়ির সামনে উপস্থিত হন। কিন্তু জনগণের ক্ষোভের আঁচ পেয়ে মেহবুব নিজের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কাছেই একটি সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঢুকে লুকিয়ে পড়েন। পরে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ তাঁকে সেখান থেকে খুঁজে বার করে থানায় নিয়ে যায়। ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবল সাহার মৃত্যুর পর মেহেবুব আলম পুরসভায় চেয়ারপার্সন পদে আসীন হয়েছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটখাটো বিড়ির ব্যবসা থেকে গত কয়েক বছরে ফুলেফেঁপে লাল হয়ে উঠেছিলেন মেহবুব আলম। মেহবুবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূলের জমানায় বিভিন্ন উপভোক্তাদেরকে সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করে কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তিনি। শামীম রেজা নামে ধুলিয়ান পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা বলেন, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য এলাকার বাসিন্দারা যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন তার সই করা চেক বই এবং এটিএম কার্ড মেহেবুবের কাছে জমা রাখতে হতো। সরকারি আবাস যোজনা বা অন্য কোনও প্রকল্পের টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকলেই মেহবুব তার খবর পেয়ে যেত এবং চেকবই ও এটিএম কার্ড ব্যবহার করে সেই টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নিতে। এছাড়াও আবাস যোজনায় কোনও উপভোক্তা ঘর তৈরি করলে মেহেবুবের কাছ থেকেই বালি, সিমেন্ট, রড এবং অন্যান্য ইমারতীর দ্রব্য কিনতে হতো। সামশেরগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানান , জনরোষের মুখে পড়ে মেহেবুব রবিবার রাতে বাড়ি থেকে পালন। সোমবার ভোররাতে তাঁকে স্থানীয় একটি সরকারি হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি থেকে প্রায় তিনশোর বেশি চেক বই, এটিএম কার্ড, আধার কার্ড পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ব্যক্তির এটিএম কার্ড, চেক বই ,আধার কার্ড মেহবুবের বাড়িতে কী করে এল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ধৃতের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে সোমবার তাঁকে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হবে। অন্যদিকে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে ধুলিয়ান পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিলীপ সরকারের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে তাঁর বাড়িতে বহু মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনার খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই এলাকায় পৌঁছায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দিলীপ সরকারের বাড়ি থেকে কোনও অবৈধ নথি উদ্ধার না হলেও তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে তাঁকে এলাকা ছাড়তে বারণ করা হয়েছে।

উন্নত মালবাহী পরিষেবার মাধ্যমে দুমকাবাসীকে স্বস্তি দিতে প্রস্তুত নিউ মদনপুর স্টেশন

কলকাতা, ৮ জুন ঃ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে দুমকার কাছে একটি বড়সড় পরিকাঠামো পরিবর্তনের কাজ চলছে। পূর্ব রেলওয়ে বর্তমান নিউ মদনপুর হল্টকে ব্যাপক মালবাহী শেড (গুডস শেড) সুবিধাযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক ব্লক স্টেশনে উন্নীত করছে। এই কৌশলগত পদক্ষেপটি লজিস্টিকস পরিকাঠামো এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের চারপাশের পরিবেশকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে চলেছে, যা একই সাথে মসৃণ ও উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। বর্তমানে সমস্ত প্রধান মালবাহী কার্যক্রম-যার মধ্যে সাধারণ পণ্য এবং ভারী কয়লার ব্যাপক লোডিং ও আনলোডিং অন্তর্ভুক্ত-তা সরাসরি দুমকা স্টেশনেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে। এখানকার বর্তমান মালবাহী শেডটি প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কাজের চাপ সামলায় যেখানে পাথর, বালি এবং খাদ্যশস্য বোঝাই একটি অতিরিক্ত ট্রেনের (রেক) পাশাপাশি প্রতিদিন গড়ে ৩ থেকে ৪টি কয়লা বোঝাই ট্রেনের কাজ পরিচালিত হয়। সাধারণ মানুষের জন্য এর অর্থ ছিল অনবরত কয়লার গুঁড়োর মুখোমুখি হওয়া, স্টেশনের দিকে যাওয়া রাস্তাগুলোতে ভারী বাণিজ্যিক ট্রাকের যানজট এবং অবিরাম শব্দদূষণ। ভবিষ্যতে কয়লা লোডিংয়ের পরিমাণ প্রতিদিন বেড়ে ৬টি রেকে পৌঁছানোর পূর্বাভাস থাকায়, পূর্ব রেলওয়ে জনসাধারণের বহু আবেদন বিবেচনা করে একটি স্থায়ী সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ভারী কয়লা পরিবহনের কাজটিকে নিউ মদনপুর স্টেশনে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ হয়ে উঠবে। এই স্টেশনটি দুমকা থেকে ৪.২০ কিমি দূরে, দুমকা-বাসুকীনাথ এবং দুমকা- বারাপলাশী সেকশনের মাঝে অত্যন্ত কৌশলগতভাবে অবস্থিত। এই স্থানান্তরের ফলে দুমকার সাধারণ পরিবার ও দৈনিক যাত্রীরা অবশেষে শ্বাস নেওয়ার মতো পরিচ্ছন্ন বাতাস এবং কয়লার গুঁড়োমুক্ত একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাবেন। তাছাড়া, ভারী ট্রাকগুলো শহরের কেন্দ্রস্থল এড়িয়ে সরাসরি নিউ মদনপুরের দিকে চলে যাবে, যা স্থানীয় রাস্তাগুলোকে যানজট থেকে মুক্ত করবে। একই সাথে, নতুন এই ব্যবস্থার ফলে জসিডি (JSME) এবং ভাগলপুর উভয় দিকে যাতায়াতকারী যাত্রীদের যাতায়াতে কোনো বিঘ্ন না ঘটিয়ে তাদের ট্রানজিটের প্রয়োজনীয়তা সফলভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে। স্থানীয় মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার পাশাপাশি, এই নতুন ডেডিকেটেড রেলহেডটি স্থানীয় ক্যাপটিভ কয়লা ব্লকগুলো থেকে আগামী দিনে বিপুল পরিমাণ কয়লা অপসারণের জরুরি ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে। এই প্রকল্পটি একদিকে যেমন বাণিজ্যিক কয়লা পরিবহনের পূর্বাভাসিত বৃদ্ধিকে নির্বিঘ্নে জায়গা করে দেবে, অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের পাওয়ার হাউসগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সক্রিয় দুটি বড় বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষের লজিস্টিকসের চাহিদাও পূরণ করবে। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এটি সাহারপুর-জামারপানি কয়লা ব্লককে সহায়তা করবে, যার ক্ষমতা ৫.৩৮ MTPA এবং এটি উত্তরপ্রদেশের জওহর পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগম লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত হয়। এর পাশাপাশি এটি রাজমহল কয়লা খনির পাচওয়ারা সাউথ ব্লকের কাজকেও তরান্বিত করবে, যার ক্ষমতা ৯ MTPA এবং এটি ঘাটমপুর পাওয়ার প্ল্যান্টের (যা UPRVUNL এবং NLC-এর একটি যৌথ উদ্যোগ) জন্য নেভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন (NLC) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, পূর্ব রেলওয়ে শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ এবং জনকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিউ মদনপুরকে একটি পূর্ণাঙ্গ মালবাহী শেড স্টেশনে উন্নীত করার মাধ্যমে এক সাথে দুটি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে -এটি একদিকে বিদ্যুৎ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরি লজিস্টিকস সহায়তা প্রদান করছে, অন্যদিকে দুমকার মানুষকে একটি পরিচ্ছন্ন, শান্ত এবং ঝঞ্ঝাটমুক্ত স্টেশন পরিবেশ উপহার দিচ্ছে।

ভুতনি দ্বীপে বন্যা রোধে শুরু হল জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৮ জুন ঃ আর বাঁধ ভেঙে বন্যা নয়, ভুতনিকে বাঁচাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা! মালদার মানিকচক ব্লকের ভুতনি দ্বীপে বন্যা রোধে শুরু হল জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ। গত দু'বছর ধরে গঙ্গা ও ফুলহার নদীর প্রবল স্রোতে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে ভুতনি দ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা।

জলবন্দি হয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন লক্ষাধিক বাসিন্দা। এবার বর্ষার আগে সেই পরিস্থিতি রুখতেই ভাঙা বাঁধের অংশে শুরু হল 'বোল্লা কোর ওয়াল' নির্মাণের কাজ। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভেঙে যাওয়া বাঁধের প্রায় ৮০ মিটার অংশে এই বিশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। 'বোল্লা কোর ওয়াল' মূলত মাটির বাঁধ বা নদীর তীর সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত একটি অস্থায়ী বা আধা-স্থায়ী কাঠামো, যা বন্যার জল ও নদীর স্রোতের ধাক্কা সামলে লোকালয়ে জল ঢোকা রোধ করতে সাহায্য করে। কাজের অংশ হিসেবে মাঝখানে বস্তা ভরে শক্ত ভিত্তি তৈরি করা হবে এবং দু'পাশে জলরোধী দেওয়াল নির্মাণ করা হবে। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের সূচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক এবং জেলা প্রশাসন আধিকারিকরা। বিধায়ক গৌড় চন্দ্র মণ্ডল জানান, এবার কোনওভাবেই ভুতনিতে বন্যার জল ঢুকতে দেওয়া হবে না। রাজ্য সরকার সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। আপাতত জল আটকানোর জন্য এই কাজ শুরু হয়েছে, পরে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে স্থায়ী পাকা বাঁধ নির্মাণ করা হবে। ভাঙন কবলিত এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, প্রতিবছর বন্যার জল ঢুকে ভুতনির মানুষকে দুর্ভোগে ফেলছে। ভাঙন রোধের কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তি মিলেছে। তবে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার জন্য আরও বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ জরুরি। বর্ষা মরশুমের আগে এই উদ্যোগে স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে ভুতনির মানুষের মধ্যে। বহু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবার আশাবাদী, নতুন এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা অন্তত আসন্ন বন্যার হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে।

দুর্গাপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৮ জুন ঃ সোমবার দুর্গাপুরের মামরা বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ সাদা থান, গামছা, লুঙ্গি, ধুতি এবং সরকারি প্রকল্পের বালতি উদ্ধারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে। বিজেপির অভিযোগ, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরমাতা লাভলি রায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওই কার্যালয়ে বিপুল পরিমাণ সাদা থান মজুত করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি 'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পের সরকারি বালতিও সেখানে রাখা ছিল বলে দাবি করেছে তারা। শুধু তাই নয়, কার্যালয়ের ভিতর থেকে কুড়ুল, কাটারিসহ একাধিক ধারালো অস্ত্রও পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ বিজেপি নেতৃত্বের। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলির উৎস এবং সেগুলি কী উদ্দেশ্যে সেখানে রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশ তদন্তের রিপোর্টের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

আবর্জনার স্তূপে ঢেকে যাচ্ছে জলপাইগুড়ি শহর, স্বস্তি মিলবে কবে প্রশ্ন বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৮ জুন ঃ দুর্গন্ধে দমবন্ধ শহর! জল শহরের বুকে ক্রমশ বাড়ছে অস্বস্তি। আবর্জনার স্তূপে ঢেকে যাচ্ছে জলপাইগুড়ি কবে মিলবে স্বস্তি? পৌরসভা সংলগ্ন একাধিক ওয়ার্ডে এখন যেন নোংরার সাম্রাজ্য। রাস্তার ধারে, মোড়ে, এমনকি জনবহুল এলাকাতেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবেই এই পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। দুর্গন্ধে নাজেহাল শহরবাসী। অনেকেই বলছেন, রাস্তায় বেরোনোই এখন দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোংরা জমে থাকার কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে পৌরসভার চেয়ারপারসন সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'স্বচ্ছ অ্যাপ' চালু করা হবে। এই অ্যাপ চালু হলে নাগরিকরা নিজেদের এলাকায় জমে থাকা আবর্জনার ছবি তুলে আপলোড করতে পারবেন, এবং দু'ঘণ্টার মধ্যেই তা পরিস্কার করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে সমস্যার আরেকটি দিক উঠে এসেছে সাফাই কর্মীদের মুখে। তাঁদের অভিযোগ, মাসে মাত্র চার হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়, তাও আবার নিয়মিত নয়। বকেয়া মজুরি এখনও পরিশোধ না হওয়ায় তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। সম্প্রতি এই নিয়ে বিক্ষোভও হয়েছে। এর ফলে কাজের প্রতি খানিক অনীহাও তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, শহরের নতুন ব্রিজ সংলগ্ন পুরনো ডাম্পিং গ্রাউন্ড বন্ধ করে দেওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থার অভাবও সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে। তবে দ্রুত শহরকে পরিস্কার করে প্রাণবন্ত করে তোলা হবে বলেই আশ্বাস পৌরসভার তরফে।

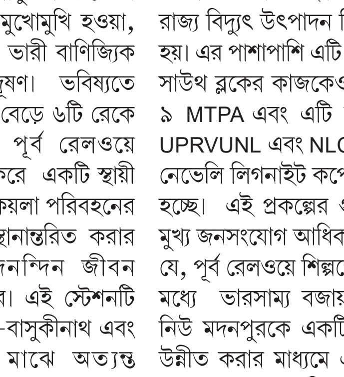

প্রতিবাদ করে প্রহৃত চিকিৎসক, আটক অভিযুক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জুন ঃ ভুল পথে গাড়ি চালানোর প্রতিবাদ করে প্রহৃত হলেন সরকারি ভেটেনারি হাসপাতালে কর্মরত এক চিকিৎসক। সোমবার সকালে শিলিগুড়িতে শক্তিগড় তিন নম্বর রাস্তা সংলগ্ন বর্ধমান রোডে এই ঘটনাটি ঘটে। চিকিৎসক প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত যুবক আরও লোকজন নিয়ে এসে মেরে ফেলার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। লোহার রড দিয়ে মারধর করায় সৌরভকান্তি শর্মা নামে ওই চিকিৎসক হাতে, ঠোঁটে আঘাত পেয়েছেন। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের আটক করে নিয়ে যায়। ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই চিকিৎসক। অভিযোগ মতো পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল ১. শ্রী বিজয় লোহার পিতা- বুঁধু লোহার ২. শ্রীমতী সন্ধ্যা লোহার ৩. শ্রী তপন লোহার ৪. স্বপন লোহার ২নং এর স্বামী ৩ ও ৪ এর পিতা- অমৃত লোহার সকলের সাকিম - চাকদা, পোষ্ট - কোটলুই, থানা - টামনা, জেলা - পুরুলিয়া বিগত ইং-০৪.০৫.২০১৬ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-120 নং আমোক্তানামা দলিল মূলে ১. শ্রী শঙ্কর চন্দ্র দে পিতা- প্রানকৃষ্ণ দে ২. শ্রী কমলেশ সিং পিতা- বীর বাহাদুর সিং উভয়ের সাকিম - বেলগুমা পুলিশ লাইন চাঁদমারী ডাঙ্গা, থানা - টামনা পোষ্ট+ জেলা - পুরুলিয়া ৩. শ্রী তাপস কর পিতা -শ্রী বৈদ্যনাথ কর সাকিম+ পোষ্ট - তুলিন থানা - ঝালদা জেলা - পুরুলিয়া বিক্রের ও রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষমতা প্রদান করেন।

উক্ত আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা - পুরুলিয়া থানা - পুরুলিয়া (মফ) বর্তমান টামনা মৌজা - চাকদা জে.এল.নং-৪২ সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত এল আর খতিয়ান নং-৭৩০ হাল প্লট নম্বর- ৩৪০৪ /৩৪৪৫ আমোক্তারকৃত মাপ ৮০ ডেসিমেল, আমোক্তানামা কৃত সম্পত্তির পরিমান একটি এল আর খতিয়ানে একটি হাল প্লটে মোট ৮০ ডেসিমেল।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে BL&LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।

Sanjib Kumar Patra
(Advocate)
Enrolment No. 933/2004

উচ্চ স্তম্ভ দ্বারা ফেব্রিক্যাটেড টাওয়ারের প্রতিস্থাপন

টেণ্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৪-২০২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এআইই, বেকি, মানস সেতু, ইডব্লিউএস এবং ট্রেক ডিপো/বঙ্গাইগাঁওএ- উচ্চ স্তম্ভ দ্বারা ফেব্রিক্যাটেড টাওয়ারের প্রতিস্থাপন। **টেণ্ডার রাশিঃ ৩৮,১৮,৮১৮.৭৮/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ৭৬,৪০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়।** উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমারা মক্কেল শ্রীমতী সবিতা হাইত, স্বামী- শ্রী মৃত্যুঞ্জয় হাইত, ইং-২০২৪ সালে (ADSR - বড়গাছিয়া অফিসে রেজিস্ট্রী কৃত) ০৮৮৪ নং কোবালা দলিল মূল্যে চেন মারফৎ ০০৯২ /২০২৪ ও আমোক্তার (শ্রী অষ্ট ঢ্যাং) দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা- পাতিহাল, এর এস ও এল আর ১৭০২ নং দাগে, এল আর ৩২৯, ৪৮৩৪ নং খতিয়ানে সম্পত্তির নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে, জগৎবল্লভপুর BL. & LRO অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

SMT DIPIKA DAS (ADV.)
HOWRAH JUDGES COURT
ENROL:F/1838/2465/2019

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার সকল স্টাফ কোয়ার্টার, টিএ কোয়ার্টার এবং আরপিএফ ব্যারাক, বেলগাছিয়া ও চিৎপুর এরিয়া, ৩৬/১ বেলগাছিয়া রোড, ৬০ বেলগাছিয়া রোড, ৬৩ বেলগাছিয়া রোড, আরপিএফ ব্যারাক ও কোয়ার্টার, ৬৪/১ রাজবাড়ী/ বেলগাছিয়া রোড এবং টিএ কোয়ার্টার, উল্টাডাঙ্গা সহ পাতিপুকুর স্টোর ডিপো এবং কিমি ০১/৪ থেকে ০৭/১৪ অর্থাৎ দমদম (ব্যতীত) থেকে সেন্ট্রাল (সহ)-এর মধ্যে সকল সার্ভিস বিল্ডিং সহ স্ট্রাকচার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাইপ লাইনের মেরামতি এবং প্রতিস্থাপন, ফায়ার হাইড্রান্ট, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, আরটিএস বক্সের ভিতরে এবং বাইরে স্যানিটারি এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য জোনাল চুক্তি। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩,৭৪,৫৮,৮৫৯.১৯ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৭,৪৯,২০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** চব্বিশ (২৪) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৮০-২০২৬ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Kurchi Shibpur GRAM PANCHAYAT

VILLAGE :JANGALPARA, P.O :SINGTI SHIBPUR,
P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 711226, e-mail : kurchishibpurgp@gmail.com : 9609060425

E-Tender are invited by the Pradhan Kurchi Shibpur Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 1 nos **E-Tender ID- 2026_ZPHD_1027037_1**, Publish date- **08/06/2026 at 5.30PM** . Last date of Online Submission cal & Financial Bid up to **15/06/2026 at 12.00 P.M.**, Date opening- **17/06/2026 at 12.30 PM** for details Visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Pradhan
Kurchi Shibpur Gram Panchayet

আমমোক্তারনামা

অলোক কুমার ঘোষ, পিতা- শ্রী অনীল কুমার ঘোষ, সাং- কালমেঘা, পোঃ- বাঁশগাড়া, থানা-লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **আসানসোল A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১২ সালে** Book-IV, 294 নং **আমমোক্তার দলিল মূলে ১) শ্রী সঞ্জয় ঘোষ, ২) শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, ৩) শ্রীমতি সুচরিতা সিনহা** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **৯৮ নং ঘোড়শালা মৌজাস্থিত এল. আর. ৯৩০ নং দাগের এল, আর. ২২, বর্তমান এল. আর. ১৩৯ নং খতিয়ানের মোট ১৬৮ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-1 অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমারা মক্কেল শ্রীমতী ভারতী কোলে, স্বামী- শ্রী উত্তম কোলে, ইং-২০১৯ সালে (DSR-1 হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রী কৃত) ৬৬৮৬ নং কোবালা দলিল মূল্যে চেন মারফৎ ০২৯৮ / ২০১৯ ও আমোক্তার (তন্ময় লস্কর) দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা- পিপলী, এল আর ৫২০ নং দাগে, এল আর ১২০৯ নং খতিয়ানে সম্পত্তির নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি প্রাকলে, ডোমজুড় BL. & LRO অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

SMT DIPIKA DAS (ADV.)
HOWRAH JUDGES COURT
ENROL:F/1838/2465/2019

বিজ্ঞপ্তি

আমারা মক্কেল শ্রীমতী সোমা বাগ, স্বামী- শ্রী কালীপদ বাগ, ইং-২০২৬ সালে (DSR-1 হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রী কৃত) ০২৮৯ নং কোবালা দলিল মূল্যে চেন মারফৎ ০৬২৯৯ /২০২৩ ও আমোক্তার (অমরনাথ চৌধুরী) দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা- বাইগাছি, এল আর ১১৯ নং দাগে, এল আর ৩০ নং খতিয়ানে সম্পত্তির নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে, ডোমজুড় BL. & LRO অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

SMT DIPIKA DAS (ADV.)
HOWRAH JUDGES COURT
ENROL:F/1838/2465/2019

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তাপসী কোলে স্বামী- সমর কোলে সাং- আলমপুর, পোঃ- নিউ কোলড়া, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১১.০২.২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৭১৯, ৭২৫, ৭২৬ ও ৭২৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সবিতা কোলে, স্বামী- পশুপতি কোলে দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন আলমপুর মৌজায় জে. এল. ২৫ নং ভুক্ত . এল. আর.- ৮৮, ১৯৮, ২৩৭ নং খতিয়ানে এল, আর. ১৯৩ নং দাগে শালি মোট ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক বা ১০.৭০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির ০১ হইতে ০৪ নং বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ২০২৩ সালে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০৩৩৬৬ নং আমমোক্তারনামা এবং ০৫ হইতে ১০ নং বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ২০২৩ সালে SR IV SEELAMPUR New Delhi রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ১১৬৯৭ নং ভলুমে ৩৭৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে সমর কোলে পিতা- কেবল চন্দ্র কোলে, সাং- আলমপুর সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল, আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-N.I.T. NO.- WBIW/SDO/KCSD-X/ eNIT-01e/2026-27

On behalf of the Governor of West Bengal, e-Tender is invited by the undersigned for 01 (One) no. of work under Kangsabati Canals Sub-Division No.-X, Kotulpur, Bankura, I&W Dte., Online bid submission closing date:- 17.06.2026 till 11:00 Hours IST. Other details may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbiwd.gov.in** Sd/- Sub-Divisional Officer, Kangsabati Canals Sub-Division No.-X, Kotulpur, Bankura. ICA- T9577(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM to e-NIT-WBIW/EE/BDD/e-NIT-04e/2026-27(2nd call), Sl-01

Due to unavoidable circumstances changes have been made in Clause- 25, Schedule for important dates of the above e-NIT:- **5)** Document Download end date shall be read as : 15.06.2026 till 11.30 Hrs. **6)** Bid Submission end date shall be read as 15.06.2026 till 12.00 Hrs. **7)** Technical Bid Opening Date shall be read as : 15.06.2026 at 13:00 Hrs. Details may also be had in Government website www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in All other terms and conditions shall remain unchanged. Sd/- Executive Engineer, Bidyadhari Drainage Division, Taki Road Barasat, Kol-700124. ICA- T9582(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.D., Mathabhanga Sub-Division, Cooch Behar invites online e-tender. e-NIT No. WBPWD/AE/MTB/SD/NIT_01/26_27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015086_1. Bid Submission start date (online): 09.06.2026 from 10.00 Hrs. Bid Submission closing date (online): 17.06.2026 upto 14.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer (PWD), Mathabhanga Sub-Division, Cooch Behar ICA- T9595(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE FOR INVITING E-TENDER

E-tenders are invited from Interested Bonafide bidders /Govt. contractors for Canal Cleaning works within Kharagpur, Midnapore Municipality belonging Tender IDs: 2026_MAD_5015058_1 & 2. Last date of submission: 22.06.2026 Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, West Midnapore Division, M.E.Dte. ICA- T9623(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Tenders are invited from Bonafied resourceful and financially sound agencies with valid credential against eNIT 01 OF 2026-27 of the undersigned vide Tender ID. **2026_HSD_1026800_1 & 2026_HSD_1026800_2.** Details may be had from the Notice Board, O/o the undersigned on all working days within office hours. Bid Submission closing (Online): **17.06.2026 up to 1-30 Pm. (website: http://wbtenders.gov.in)** Sd/- SRIMANTA MANDAL, Assistant Engineer, Kolkata North Sub Divn. I, ICA- T9589(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIT NO- DCH/2274 DATED 04.06.2026

Tenders are invited by the Principal of Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata, from reputed Firms for "SECURITY SERVICES" vide NIT NO: DCH/2274 dated 04.06.2026. Details will be available in www.wbtenders.gov.in on 11.06.2026. Sd/- Principal, Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata ICA- T9621(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-282/2026, Dated-11/03/2026

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids **"Refilling of Existing Different Types Fire Extinguisher at Onda Super Speciality Hospital, District-Bankura, during the year 2026-2027."** Last date of submission of bid (online)-25/06/2026 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 10/06/2026 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **eewbmscl.krishnajit@gmail.com** or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal. ICA- T9550(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites online e-Tender for the work of "Annual comprehensive servicing and preventive maintenance of Split, Ductable / Concealed Split type Air Conditioning machines installed at Chandannagar Sub-Divisional Hospital under Chandannagar Electrical Section-I, P.W.D. eNIT No. WBPWD/EE/HED/NIeT-56 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015085_1. Bid submission start date (online): 05/06/2026 from 5.00 P.M. Bid submission closing date (online): 15/06/2026 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Hooghly Electrical Division ICA- T9597(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
Date Corrigendum No. 01 to e-N.I.T No- WBIW/EE-I/LDID/e-NIT-01/26-27, Sl-2&4

Please read: Last Date of date & time of Bid Submission is 17.06.2026 upto 16:00 Hrs. **In Place of:** Last Date of date & time of Bid Submission is 03.06.2026 upto 16:00 Hrs. All other terms and condition of the said e-N.I.T. will remain unchanged. Sd/- Executive Engineer-I, Lower Damodar Irrigation Division ICA- T9576(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

The MSVP, IPGMER-SSKM Hospital, having its office at 244, A.J.C Bose Road, Kolkata-700020 is inviting E-Tender (2nd CALL) vide NIT No. SSKM/MSVP/5274 Dt.- 03.06.2026 under the Surgical Store for Procurement of following one equipment- Trinocular Microscope with Camera Attachment for the Dept. of Pathology under the surgical store of IPGMER-SSKMH, from the bonafide bidder. Tender ID: 2026_HFW_1026544_1 as per e-Procurement System of Govt. of W.B. For details log on to www.wbtenders.gov.in Online document will be available from 09.06.2026. Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal, IPGMER-SSKM Hospital, Kolkata-20 ICA- T9620(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-410/2026, Dated-01/06/2026

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Comprehensive annual maintenance contract of fire protection system and detection system at COLLEGE OF MEDICINE & SAGORE DUTTA HOSPITAL, Kamarhati, N24 PGS for the year 2025-26." Last date of submission of bid (online)-25/06/2026 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 10/06/2026 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **eewbmscl.krishnajit@gmail.com** or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal. ICA- T9547(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE Asansol, Sub-Division, P.W.D. invite online e-tender NIT No. 05 OF 2026-27 for the work of i) Repairing & maintenance of Judicial Quarter Type-A & Type-B at Judicial Housing Complex, Asansol, Paschim Bardhaman during the year 2026-2027. Estimated Amount: - Rs. 4,82,806.00. ii) Periodical maintenance of Civil Court Building at Asansol, Paschim Bardhaman during the year (2026-2027). Estimated Amount: Rs. 4,06,547.00. iii) Periodical maintenance of Criminal Court Building (G+4) at Asansol, Paschim Bardhaman during the year (2026-2027). Estimated Amount : Rs. 4,57,996.00. **Tender Id:- 2026_WBPWD_5015084_1, 2026_WBPWD_5015084_2, 2026_WBPWD_5015084_3.** Bid submission Start date (Online) :- 15.06.2026 at 13:30 P.M. Bid submission closing date (Online) :- 22.06.2026 at 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- AE/ASN/S-DIVN/PWD. ICA- T9601(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 01/SE/C-II/R&B/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2026-2027
Tender ID:- 2026_KMDA_1026445_1

e-Tender is invited by the Superintending Engineer, Circle-II, R&B Sector, KMDA, Block-A, 7th floor, Unnayan Bhavan, Bidhan Nagar, Kolkata-700091, from bonafide, reliable, experienced & resourceful firms / individuals contractors, Joint Venture, Consortium for the work. **Name of the Work, Value of the work, Earnest Money, Time of Completion.** Maintenance of MAA Flyover from dated 01/07/2026 to 31/12/2026., Rs.6,19,905/-, Rs.12,398/-, 184 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 17.06.2026, Time: 14.00 hrs. for details contact the above office or visit both websites.

www.kmda.wb.gov.in (KMDA-103) ICA- T9629(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDERNo: WBPWD/KWSD-I/AE/ eNIT-06/2026-2027

E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division No-I, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online) : 12.06.2026 from 12:30 P.M. Bid Submission End Date (Online) : 19.06.2026 from 12:00 P.M. Tender ID : 2026_WBPWD_5015080_1, 2026_WBPWD_5015080_2. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** Sd/- Assistant Engineer, PWD Kolkata West Sub-Division-I N.S. Building. ICA- T9607(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING AUCTION

Executive Engineer, N. H. Division No III, P.W. (Roads) Directorate invites online e-Quotation for the work of "Auction of unserviceable materials received from the dismantling of old Shali bridge in connection with the project work of Construction of a Bridge-over river Shali at Ch-247.00 km of NH-60 New NH-14 in the District of Bankura West Bengal Job No-14/WB/2021-22/491." eNIA No. 02 of 2026-27 of EE, NHD-III. Tender ID : 2026_WBPWD_5015087_1. Bid submission start date (online) : 05.06.2026 at 07:00 P.M. Bid submission closing date (online) : 20.06.2026 up to 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.A. and Tender documents may be downloaded from : **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- EE, NHD-III, PWRD, GOVT OF W.B. ICA- T9599(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-419/2026, Dated - 01/06/2026

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Comprehensive annual maintenance contract of fire protection system and detection system at Bongaon SSH, for the year 2026-27 2nd call." Last date of submission of bid (online)-25/06/2026, 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 10/06/2026, 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **eewbmscl.krishnajit@gmail.com** or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal ICA- T9563(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-429/2026, Dated- 01/06/2026

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Comprehensive Annual Maintenance Contract for Fire Fighting &Fire Detection System installed at various locations of the Barjora Super-Speciality Hospital, Barjora in the District of Bankura During the year 2026-2027." Last date of submission of bid (online)- 25/06/2026 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 10/06/2026 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **eewbmscl.krishnajit@gmail.com** or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal. ICA- T9565(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

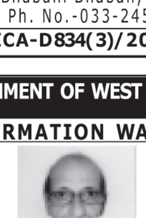

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 17.05.2026, at about 02.25 hrs, Lying outside the at KM 65/28-65/26 NDAE PF 2 (KWAE end), Description of this dead body is: **Age-** 65 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 6 Inch(Approx), **Build**-Thin, **Hair**-Long White, **Wearing**-i) Blue check lungi, ii) Light yellow half shirt. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D834(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

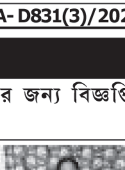

This is the Photograph of **Anil Kumar Ghaosh,** Father's Name - **Lt. Rai Mohan Ghosh,** of Vill - Swami Vivekananda Road, PO - Sreenagar, PS - Habra, Dist - North 24 Parganas, who has been missing Since 25.04.2024, at about 12.30 hrs, Residence under Habra PS, Description of this missing person is: **Age -** 76 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet, **Wearing -** White Shirt, White Pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120

ICA-D831(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি
দুই বোনের বিবরণ

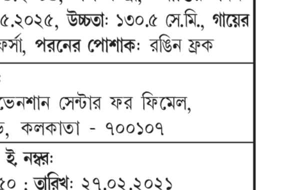

শিশুটির বিবরণ	শিশুটির বিবরণ
নামঃসোনিয়া খাতুন @ লক্ষ্মী দাস, **জন্ম :** ২৭.০৫.২০১৫, **লিঙ্গঃ**স্ত্রী, **প্রাপ্তির দিনঃ** ২৫.০৩.২০২৬, **উচ্চতাঃ** ১৩৭ সে.মি., **গায়ের রংঃ** ফর্সা, **পরনের পোশাকঃ** রঙিন ফ্রক	**নামঃ**তানিয়া @ সরস্বতী দাস, **বয়সঃ** ২৭.০৫.২০১৫, **লিঙ্গঃ**স্ত্রী, **প্রাপ্তির দিনঃ** ০৮.০৫.২০২৫, **উচ্চতাঃ** ১৩০.৫ সে.মি., **গায়ের রংঃ** ফর্সা, **পরনের পোশাকঃ** রঙিন ফ্রক

বর্তমান অবস্থান:
হোপ কলকাতা ফাইন্ডেশন, ক্রাইসিস ইন্টারভেনশান সেন্টার ফর ফিমেল, ই. এফ. - ৫৫, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০১০৭

থানা ও তারিখ সহ জি. ডি. ই. নম্বরঃ
থানাঃ বারুইপুর ; জি.ডি.ই. নম্বরঃ ২৫৫০ ; তারিখঃ ২৭.০২.২০২১

যোগাযোগের বিশদ বিবরণ:
ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশান ইউনিট কলকাতা, ঠিকানাঃ শুভম বিল্ডিং (সপ্তম তল), সেক্টর - ১, ডি.এফ.-৯, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪

আইসিএ-ডি ৮২৫ (৩)/২০২৬

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

শ্যাম্পুতে মাত্র ৪ ফোঁটা এই তেল! ধীরে ধীরে কমতে পারে অকালপক্ক চুল

কালো জিরের তেল বা ব্ল্যাক সিড অয়েল চুলের পরিচর্যায় কার্যকর প্রাকৃতিক উপাদান

শ্যাম্পুতে মাত্র ৪ ফোঁটা এই তেল! ধীরে ধীরে কমতে পারে অকালপক্ক চুল, ফিরবে চুলের উজ্জ্বলতাওবয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুলে পাক ধরা স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। তবে বর্তমানে অল্প বয়সেই অনেকের চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে। কর্মব্যস্ত জীবন, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ, দূষণ কিংবা শারীরিক নানা সমস্যার কারণে অকালপক্ক চুলের সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। ফলে কালো চুলের ফাঁকে সাদা চুল দেখা দিলেই অনেকেই ভরসা করেন হেয়ার ডাই বা রাসায়নিক রঙের উপর।কিন্তু নিয়মিত চুলে রঙ ব্যবহার করাও সবসময় নিরাপদ নয়। বাজারে পাওয়া অধিকাংশ হেয়ার ডাইয়ে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান থাকে, যা দীর্ঘদিন ব্যবহারে চুল ও মাথার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে চুল রুক্ষ হয়ে যায়, আবার কারও কারও মাথার ত্বকে জ্বালা, চুলকানি কিংবা অ্যালার্জির সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই অনেকেই এখন প্রাকৃতিক উপায়ে চুলের যত্ন নেওয়ার দিকে ঝুঁকছেন।বিশেষজ্ঞদের মতে, কালো জিরের তেল বা ব্ল্যাক সিড অয়েল চুলের পরিচর্যায় একটি কার্যকর প্রাকৃতিক উপাদান হতে পারে। এটি সরাসরি চুল কালো করে দেয় না, তবে চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে এবং অকালপক্ক চুলের সমস্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভূমিকা রাখতে পারে। নিয়মিত ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্তিশালী হয়, স্ক্যাল্প সুস্থ থাকে এবং চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।কেন জনপ্রিয় হচ্ছে ব্ল্যাক সিড অয়েল?কালো জিরের তেল বহু বছর ধরেই ভেষজ চিকিসা ও সৌন্দর্যচর্চায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড, যা চুল ও মাথার ত্বকের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তেল স্ক্যাল্পের শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করতে পারে। অনেক সময় চুল পাকতে শুরু করলে মাথার ত্বকও শুষ্ক হয়ে যায় এবং চুলকানির সমস্যা দেখা দেয়। ব্ল্যাক সিড অয়েলের পুষ্টিগুণ সেই অস্বস্তি কমাতে সহায়ক হতে পারে।এছা।া চুলের ফলিকল বা গো।াকে সুস্থ রাখতে এটি ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে চুল ভাঙা, ঝরে যাওয়া এবং রুক্ষ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমতে পারে। যদিও এটি কোনো জাদুকরী সমাধান নয়, তবুও নিয়মিত ব্যবহারে চুলের সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।কীভাবে ব্যবহার করবেন?চুলের যত্নে ব্ল্যাক সিড অয়েল ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ। তবে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে-শ্যাম্পুর বোতলের মধ্যে সরাসরি তেল মিশিয়ে রাখা উচিত নয়।ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি হলো-প্রথমে হাতের তালুতে প্রয়োজনমতো শ্যাম্পু নিন।এরপর তাতে ২ থেকে ৪ ফোঁটা ব্ল্যাক সিড অয়েল মেশান।মিশ্রণটি মাথার ত্বক ও চুলের গো।ায় আলতোভাবে ম্যাসাজ

করুন।এক থেকে দুই মিনিট অপেক্ষা করুন।তারপর পরিষ্কার জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।সপ্তাহে কয়েকবার এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে কোনো নতুন তেল বা প্রসাধনী ব্যবহারের আগে অ্যালার্জি আছে কি না তা পরীক্ষা করে নেওয়াই ভালো।সব ক্ষেত্রে কি কাজ করবে?চুল পাকার পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। তাই শুধু একটি তেল ব্যবহার করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে- এমন ধারণা বাস্তবসম্মত নয়।অনেকের ক্ষেত্রে অকালপক্ক চুলের পিছনে বংশগত কারণ কাজ করে। পরিবারে যদি কম বয়সে চুল পাকার ইতিহাস থাকে, তাহলে সেই প্রবণতা পরবর্তী প্রজন্মেও দেখা যেতে পারে। এছাড়া হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, পুষ্টির ঘাটতি, থাইরয়েডের সমস্যা কিংবা অন্যান্য স্বাস্থ্যগত কারণও চুল পাকার জন্য দায়ী হতে পারে।কিছু ক্ষেত্রে কিডনি, লিভার বা অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক সমস্যার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও চুল দ্রুত সাদা হতে দেখা যায়। তাই চুল হঠাৎ করে অতিরিক্ত পেকে গেলে বা অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দিলে চিকিসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।শুধু তেল নয়, প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনচুল ভালো রাখতে শুধু তেল বা শ্যাম্পুর উপর নির্ভর করলে চলবে না। দৈনন্দিন জীবনযাপনের কিছু অভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকা প্রয়োজন। কারণ চুলের সুস্থ বৃদ্ধির জন্য সুষম খাদ্যের বিকল্প নেই।পাশাপাশি মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখাও জরুরি। দীর্ঘদিনের স্ট্রেস শরীরের পাশাপাশি চুলের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন চুলের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়ক।এছা।া অতিরিক্ত হেয়ার স্টাইলিং, স্ট্রেইটনার, কার্লার বা ব্লো-ড্রায়ারের মতো তাপ উপাদনকারী যন্ত্রের ব্যবহার কমানো উচিত। কারণ কৃত্রিম উত্তাপ চুলকে দুর্বল ও প্রাণহীন করে তুলতে পারে।সব মিলিয়ে ব্ল্যাক সিড অয়েল চুলের যত্নে একটি উপকারী প্রাকৃতিক উপাদান হতে পারে। তবে দ্রুত ফলের আশা না করে ধৈর্য ধরে নিয়মিত ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বজায় রাখাই সু ঃদর, মজবুত ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের মূল চাবিকাঠি।

পূর্ব রেলের পুরোনোকে বিদায়, নতুন স্বর্ণযুগের সূচনা

কলকাতা, ০৮ জুনঃ সম্পূর্ণ যাত্রী সুরক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে, পূর্ব রেল সফলভাবে একগুচ্ছ ব্যাপক পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, শিয়ালদহ ডিভিশনের শেষ ত্রুটিপ্রবণ হাই-মাস্ট ল্যাটিস কাঠামোটি আজ নিরাপদে ভেঙে ফেলা হয়েছে, যার ফলে ১৮ মাসের মধ্যে এই ধরনের সমস্ত ২৭টি কাঠামো ১০০ নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে সমাপ্ত হলো। প্রতিটি আধুনিকীকরণের কাজ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে, যাতে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করা যায়। গ্রাউন্ড লেভেলের কাজ তদারকি করে শিয়ালদহ-র ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) শ্রী রাজীব সাক্সেনা জোর দিয়ে বলেন যে, যাত্রী স্বাচ্ছ ঃদ্যই সর্বদা মূল মাপকাঠি। দিনের বেলায় যাত্রীদের ট্রেন চলাচলে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, সেজন্য পূর্ব রেল সপ্তাহের শেষে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাতারাতি ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কাজ সম্পন্ন করেছে। যাত্রী সুরক্ষা আরও বাড়াতে সিগন্যাল ও টেলিকম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তায় বালিগঞ্জ সেন্ট্রাল ইয়ার্ডে একটি নৈশকালীন মেগা ব্লকের সময়, কারিগরি টিম ডাউন পাস এবং আপ পাস লাইনে পাঁচটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে। প্রথমত, তারা ডাউন পাস লাইনে সিঙ্গেল স্লিপ ডায়মন্ড পয়েন্ট ট্র্যাক কাঠামোটি (নম্বর ১২০ক্ক১২১) পুরোনো ৫২ কেজি ওজনের পরিবর্তে অনেক বেশি শক্তিশালী ৬০ কেজি স্টিল স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীত করেছে, যার ফলে ৮টি অতিরিক্ত গ্লুড জয়েন্ট দূর করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ডাউন পাস লাইনে এমএফআই কাজের জন্য একটি বিশেষায়িত BCM-370 মেশিনের সাহায্যে ট্র্যাকের গভীর পরিচ্ছন্নতা এবং স্ক্রিনিং করা হয়েছিল, যা ৩০১ ট্র্যাক মিটার সম্পন্ন করেছে (যদিও বিসিএম স্ক্রিনিং ইউনিটে একটি সাময়িক সমস্যার কারণে অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে)। তৃতীয়ত, আপ পাস লাইনে ১০৫, ১০৬বি, ১০৮এ এবং ১১১বি নম্বর পয়েন্টে MFI-57120 মেশিনের সাহায্যে নিখুঁত ট্র্যাক-ফার্মিং পয়েন্ট ট্যাম্পিং শেষ করা হয়েছে। সবশেষে, বিভাগীয় কর্মীরা অস্বস্তিকর ঝাঁকুনি দূর করতে এবং মসৃণ যাত্রা নিশ্চিত করতে ৬টি এসকেভি ট্র্যাক ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করেছেন এবং ২৫০ ট্র্যাক মিটার জু।ে ব্যাপক ইআরসি লুব্রিকেশন গ্রীসিং সম্পন্ন করেছেন।একই সাথে, শিয়ালদহ-বিধাননগর রুটে সুরক্ষা আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ব্রিজ নম্বর ৩-এর (রোড আন্ডার ব্রিজ) ১৯২১ সালের পুরোনো ক্ষয়িষ্ণু স্টিল সাপোর্ট স্ট্রাকচারগুলি (BGML নন-স্ট্যান্ডার্ড, সেমি-থ্রু স্কিউ গার্ডার) আপ এবং ডাউন উভয় শহরতলি লাইনে ভারী ২৫-টন এক্সেল লোড বহনে সক্ষম সম্পূর্ণ নতুন, উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েল্ডেড স্টিল গার্ডার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। শহরে জায়গার অভাব এবং কঠোর পরিচালনাগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করে, ইঞ্জিনিয়াররা সুরক্ষা স্তর বা।াতে নিখুঁত স্কিউ ব্রিজ পরিকল্পনার সাহায্য নিয়েছেন। শিয়ালদহ উত্তর এবং দমদম এর মধ্যকার ট্রাফিক ব্লকটি নির্ধারিত সময়ের আগেই নিরাপদে শেষ করা হয়েছে, যার ফলে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিকের চেয়ে আগেই পুনরায় শুরু করা সম্ভব হয়েছে। নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে ট্র্যাক লকডাউন এ।াতে, কাঁকু।গাছি রোড জংশন এবং দমদম এর মধ্যে ব্রিজ লাইনের কাজের সাথে ইঞ্জিনিয়াররা ১২টি আন্ত ঃ সংযুক্ত সুরক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ছিল বিধাননগর প্ল্যাটফর্ম সীমার মধ্যে ৭০৮টি থ্রু স্লিপার রিনিউয়াল এবং ব্রিজ নম্বর ১৩, ১৫ এবং ১৬ক জু।ে ১৯১.৭৭ ট্র্যাক মিটারের থ্রু রেল রিনিউয়াল সম্পন্ন করা। ট্র্যাক আধুনিকীকরণের মধ্যে আরও ছিল ১৫ ট্র্যাক মিটার দৈর্ঘ্যের ৬০ কেজি আইএসইজে রেল ভেঙে ফেলা, ১ সেট টিডব্লিউএসইজে এক্সপানশন জয়েন্ট পুনর্নবীকরণ করা, পিএসসি কংক্রিট স্লিপার সহ ১১টি TWSEJ স্থাপন করা, ২০০টি PSC ডলি প্রবেশ করানো এবং ৩৩৮টি গুরুক্ত স্লিপার আনলোড করা। ভারী সম্পদ স্থানান্তরের কাজটি বিশেষায়িত ইউটিলিটি ভেহিকল দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে UTV-৬৯ মেশিন ১৫৫টি এবং ঙ্গঋঙ-১২৩ মেশিন ৮৩টি চওড়া PSC স্লিপার স্থানান্তর করেছে। এছাড়াও, কিমি ৬১৫-১৯ বরাবর ৪টি ষ্কাঙ ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শেষ করা হয়েছে এবং বিধাননগরে আপ ও ডাউন উভয় শহরতলি লাইনের লাইভ ওএইচই তারের ওপর দুটি ফুট ওভার ব্রিজের সুরক্ষামূলক ও পরিচ্ছন্ন পেইন্‌টিংয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন সমস্ত ত্রুটিপ্রবণ কাঠামো নির্মূল করা, এক শতাব্দী প্রাচীন ব্রিজের আধুনিকীকরণ এবং আমাদের ট্র্যাকগুলির মানোন্নয়ন করা যাত্রী সুরক্ষা ও স্বাচ্ছঃদ্যের প্রতি আমাদের পরম প্রতিশ্রুতিরই সরাসরি প্রতিফলন। আমরা আগামীকালের জন্য একটি আরও শক্তিশালী, মসৃণ এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রেল নেটওয়ার্ক ক্রমাগত গ।ে তোলার সময়ে আমাদের যাত্রীদের সহযোগিতার জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জরুরি অবতরণেও রক্ষা পেল না প্রাইভেট জেট!

রানওয়েতে ক্র্যাশ ল্যান্ডিংয়ের পর ভয়াবহ বিস্ফোরণ

লা রোমানা, ৮ জুন ঃডমিনিকান রিপাবলিকে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা। বিপদের আশঙ্কা টের পেয়ে পাইলট শেষ মুহূর্তে জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে পারল না। বিমানবঃদরের রানওয়েতে নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে একটি প্রাইভেট জেট। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ধরে যায় বিমানে এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বিমানে থাকা দুই ব্যক্তি, যাঁরা পাইলট ও সহকারী পাইলট বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ডমিনিকান রিপাবলিকের লা রোমানা আন্তর্জাতিক বিমানবঃদরে। ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছ।িয়ে প।েছে। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, বিমানটি রানওয়েতে নামার সময় অস্বাভাবিকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। অবতরণের পর সেটি দীর্ঘক্ষণ রানওয়ের উপর ঘষটে যেতে থাকে। এরপর বিমানের পিছনের অংশ থেকে আগুনের ফুলকি বের হতে দেখা যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, বিস্ফোরণের পর বিমানটিকে সম্পূর্ণভাবে আগুন ও ঘন কালো ধোঁয়া গ্রাস করে ফেলে। বিমানবঃদরের কর্মীরা দ্রুত পরিস্থিতি বুঝে জরুরি পরিষেবাকে খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে বিমানবঃদরে মোতায়েন থাকা দমকল বাহিনীর একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে প।ে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও

ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। উদ্ধারকারীরা বিমানের ভেতর থেকে দুই পাইলটের দেহ উদ্ধার করেন। চিকিসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উড্ডয়নের কিছু সময় পরই বিমানটিতে কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। ঠিক কী ধরনের ত্রুটি হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পাইলট বিমানটিকে নিরাপদে মাটিতে নামানোর চেষ্টা করেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি নিকটবর্তী লা রোমানা আন্তর্জাতিক বিমানবঃদরে জরুরি অবতরণের অনুমতি চান। বিমানবঃদর কর্তৃপক্ষও দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে শেষ মুহূর্তে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বিমানটি এবং ঘটে যায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে এখন জোরদার তদন্ত শুরু হয়েছে। আবহাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতি, যান্ত্রিক ত্রুটি, মানবিক ভুল নাকি অন্য কোনো কারণ এই দুর্ঘটনার পিছনে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বিশেষজ্ঞদের একটি দল ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিমানের ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি উড়ানের তথ্য সংরক্ষণকারী যন্ত্র এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণের কাজও শুরু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোনো চূ।ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে মনে করা হচ্ছে, অবতরণের সময় বিমানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, যার ফলে রানওয়েতে নিরাপদে নামা সম্ভব হয়নি। এদিকে দুর্ঘটনার সময় বিমানে মোট কতজন আরোহী ছিলেন, তা নিয়েও কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে। সরকারি সূত্রে এখনও নিশ্চিতভাবে জানানো হয়নি যে দুই পাইলট ছা।া অন্য কোনো যাত্রী বিমানে উপস্থিত ছিলেন কি না। যদি অন্য কেউ থেকে থাকেন, তবে তাঁদের অবস্থা সম্পর্কেও এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে এবং তদন্তকারীদের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিমানবঃদরের কার্যক্রমে সাময়িক প্রভাব প।লেও পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। এই দুর্ঘটনা আবারও বিমান নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বিমানেও কীভাবে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলে। বিশেষ করে জরুরি অবতরণের মতো জটিল পরিস্থিতিতে বিমানের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনার দাবি উঠেছে। ডমিনিকান রিপাবলিকের এই মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত দুই পাইলটের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশের পরই স্পষ্ট হবে ঠিক কী কারণে রানওয়েতে জরুরি অবতরণের সেই শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল এবং কীভাবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটি প্রাইভেট জেট পরিণত হল আগুনের গোলায়।

‘তুমি বোকা, যথেষ্ট হয়েছে!’ সাক্ষাৎকারের মাঝেই সঞ্চালিকার সঙ্গে তুমুল বচসা, মাইক ছুড়ে ফেলে বেরিয়ে গেলেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘিরে ফের বিতর্ক। টেলিভিশন সাক্ষাকার চলাকালীন এক মহিলা সঞ্চালিকার সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে মাঝপথেই সাক্ষাৎকার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, উত্তপ্ত মুহূর্তে মাইক্রোফোন ছুড়ে ফেলে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন তিনি বলেও দাবি করা হয়েছে। ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তা নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, একটি জনপ্রিয় সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ট্রাম্প। সাক্ষাৎকার চলাকালীন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তুলে আসছেন ট্রাম্প। সাক্ষাৎকারেও তিনি একই দাবি পুনরাবৃত্তি করেন এবং বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছিল। সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে সঞ্চালিকা ট্রাম্পের কাছে ওই অভিযোগের পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ জানতে চান। তিনি বলেন, যদি নির্বাচনে সত্যিই কারচুপি হয়ে থাকে, তবে তার সমর্থনে তথ্য ও প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। এই প্রশ্নের পরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ট্রাম্প দাবি করেন, নির্বাচনে অনিয়মের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার কয়েক দিন পরও কিছু অঙ্গরাজ্যে ভোট গণনা চলছিল, যা স্বাভাবিক নয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনে বিজয়ী নির্ধারণে এত দীর্ঘ সময় লাগা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে সঞ্চালিকা পালটা যুক্তি দেন যে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়েছিল, ডাকযোগে আসা বিপুল সংখ্যক ব্যালট যাচাই ও গণনার কারণে ফল প্রকাশে সময় লেগেছিল। বিশেষ করে মহামারির সময় ডাকযোগে ভোটদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গণনা প্রক্রিয়া ধীর হয়েছিল বলে নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি ব্যাখ্যা দিয়েছিল। এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি ট্রাম্প। তিনি সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, দেশের একাধিক প্রধান সংবাদমাধ্যম নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করে এবং তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আক্রমণ করে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি সঞ্চালিকার উদ্দেশে ক।া মন্তব্য করেন এবং সংবাদমাধ্যমকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে আখ্যা দেন।

সঞ্চালিকা নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানান যে তিনি কেবল

তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন করছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে কোনো পক্ষ নিচ্ছেন না। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। বরং দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক আরও তীব্র আকার নেয়। স্টুডিওর পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রাম্প বিরক্তি প্রকাশ করে সাক্ষাকার শেষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এরপর তিনি মাইক্রোফোন সরিয়ে রেখে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন বলে দাবি করা হচ্ছে। ওই দৃশ্য সামনে আসার পর সামাজিক মাধ্যমে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ ট্রাম্পের আচরণের সমালোচনা করেছেন, আবার তাঁর সমর্থকদের একাংশ মনে করছেন, তিনি নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প পরাজিত হন এবং ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন জয়ী হন। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই ট্রাম্প ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তুলে আসেন। তবে আদালত, নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা তাঁর অভিযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ খুঁজে পায়নি বলে একাধিকবার জানিয়েছে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ট্রাম্প সমর্থকদের একাংশ ওয়াশিংটনে অবস্থিত ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালায়, যা আমেরিকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম বিতর্কিত ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই ঘটনার জেরে বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর ট্রাম্প বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজের সমর্থকদের প্রতি সহানুভূতিশীল অবস্থান গ্রহণ করেছেন বলে সমালোচকদের দাবি। এই প্রসঙ্গেও অতীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর একাধিকবার উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ট্রাম্পের সংঘাত নতুন নয়। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি প্রায়শই সংবাদকর্মীদের কঠিন প্রশ্নের মুখে আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর সমর্থকদের মতে, মূলধারার সংবাদমাধ্যম তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে থাকে, ফলে তিনি বারবার প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হন। সাম্প্রতিক এই ঘটনা আবারও সেই পুরনো বিতর্ককে সামনে নিয়ে এসেছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বক্তব্যের দায়বদ্ধতা এবং জননেতাদের আচরণ-এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ নাগরিক-সব স্তরেই এ নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে।

আবার ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনা বহড়ুতে,গুরুতর আহত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ৮ জুন ঃ বেপরোয়া যান চলাচল বেড়ে চলেছে কুলপি রোডের জয়নগরে।আর আবার ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনার সাক্ষী থাকলো বহড়ু।সোমবার বিকাল চারটা নাগাদ জয়নগর থানার বহড়ু মাঝের পাড়া এলাকায় কুলপি রোডের উপর ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনা ঘটে গেল। আর তাতে আহত হন বেশ কয়েকজন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকট জনক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এদিন বহড়ু থেকে জয়নগর মুখী একটি যাত্রী বোঝাই টোটোর সাথে জয়নগর থেকে বহড়ু মুখী একটি মোটর বাইকের ধাক্কা লাগে।মোটর বাইকটি রাস্তার অপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ম্যাটাডর গাড়িকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত গতিতে যেতে গিয়ে টোটোতে ধাক্কা মারে। আর তাতেই গুরুতর আহত হন মোটরবাইক চালক আসিফ গাজী,আরোহী নাসিম গাজী, দুজনেরই বাড়ি জয়নগর থানার শ্রীপুর পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপুর এলাকায়। গুরুতর আহত দুজনকে পুলিশ ও স্থানীয়রা উদ্ধার করে জয়নগর পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের। অপর দিকে আহত হন টোটোয় থাকা কয়েক জন যাত্রী। তাদের প্রাথমিক চিকিসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। মন্দিরবাজার থানার হরিদেবপুর এলাকার বাসিন্দা তাপস হালদার এদিন তার পরিবার নিয়ে দক্ষিন বারাশত থেকে টোটোয় মন্দিরবাজারে ফিরছিলো।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Alimuddin Sekh, S/O Munkir Sekh resident of vill & PO & PS. Margram, Dist. Birbhum, WB Pin 731224 do hereby declare that I have changed my father name Mukir Sekh (old name) to Munkir Sekh (new name) and henceforth I shall be known as Munkir Sekh in all purpose, vide affidavit no 1883 sworn before the Ld Judicial Magistrate, 1st class at Rampurhat, Birbhum on 13.10.2025 Munkir Sekh and Mukir Sekh both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sukhen Chakraborty, SO Lt. Debasish Chakraborty, গ্রামঃ পোঃ থানাঃ- তারাপীঠ, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Debasish Chakraborty, এবং আমার জন্ম তারিখ ০২.০৩.১৯৮০ যা আমার আধার এবং রেশন কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ভোটার কার্ডে বাবার নাম Debashish Chakraborty লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার WBBSE Marksheet Certificate এ বাবার নাম Debasis Chakraborty লিপিবদ্ধ রয়েছে,যেখানে আমার জন্ম তারিখ ২০.০৯.১৯৭৯ উল্লেখ করা আছে। আমি ০৫.০৬.২০২৬ তারিখে রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Debasish Chakraborty and Debashish Chakraborty and Debasis Chakraborty এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Md Akbar Ali (Old Name) S/O– Abdul Kuddus resident of Kashiyadanga , Mahisasthali , Bhagawangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Md Akbar Ali to Akbar Ali and henceforth I shall be known as Akbar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/06/2026. My name Akbar Ali & Md Akbar Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Esrail Shaikh (Old Name) S/O– Kaifat Sekh resident of Vill & Po-Paikmari, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Esrail Shaikh to Esrail Sekh and henceforth I shall be known as Esrail Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Esrail Sekh & Esrail Shaikh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Akhrija Bibi, W/O -Tafijul Haque, residing at Vill -Polladanga, PO- Basudebkhali, PS -Berhampore, Dist Murshidabad, Pin -742187, West Bengal, do hereby declared that That Israfil Sk is my son and his birth certificate Regd no11, dated 29/02/2006, date of birth 14/01/2006. My name Akrida Bibi, wife of Tafijul Sk as recorded in said birth certificate in place of my actual name is Akhrija Bibi, W/O -Tafijul Haque. My husband's name Tafijul Haque and my name Akhrija Bibi and Akrida Bibi is the one, same person declared by J.M Magistrate Berhampore court on 10 nov 2025.

NAME CHANGE

I, Achhiya Khatoon Mondal (Old Name) W/O–Khoda Box Mondal resident of Shyamnagar, Nowda, Bali, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Achhiya Khatoon Mondal to Achhiya Bibi and henceforth I shall be known as Achhiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/06/2026 .My name Achhiya Bibi & Achhiya Khatoon Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Banasree Roy Das (Old Name) W/O – Trilokendu Das, Resident of 3/20/G, K. K. Banerjee Road, P.O. & P.S -Berhampore, Dist- Murshidabad, State - West Bengal, Pin- 742101, do hereby declared that I have changed my name from Banasree Roy Das to Banasree Das and henceforth I shall be known as Banasree Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore court on 04/06/2026.My name Banasree Das & Banasree Roy Das both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Nazaruddin Ansary (Old Name) S/O- Rahamatulla Ansary, residing at Vill –Tartipur Karigarpara, PO- Tartipur, PS -Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin-742166, do hereby declared that I have changed my name from Md Nazaruddin Ansary to Nazaruddin Ansary and henceforth I shall be known as Nazaruddin Ansary (new name) in all purpose, vide an affidavit (no-57) sworn before the Notary Public Berhampore court dated on 02/06/2026 . My name Nazaruddin Ansary & Md Nazaruddin Ansary both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Royesa (Old Name) W/O–Arif Hossain resident of Vill –Barua Paschimpara , Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742149 do hereby declared that I have changed my name from Royesa to Oyesa Bibi and henceforth I shall be known as Oyesa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/06/2026 . My name Oyesa Bibi & Royesa both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, MUKTIPADA CHAKRABORTI s/o BANKIM CHAKRABORTI residing at 70CC/11,Anupama Housing Complex ph-2, VIP Road Mondal Gathi Rajarhat Gopalpur, West Bengal -700052 do hereby solemnly affirm and declare that me and my father's correct and actual name is "MUKTIPADA CHAKRABORTI & BANKIM CHAKRABORTI"instead of MUKTIPADA CHAKRABORTY & BANKIM CHAKRABORTY which has beem wrongly recorded in my driving license being no.- WB01 2021 0009073,vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial magistrate(1st class)at Kolkata dated 01/06/2026. MUKTIPADA CHAKRABORTI S/o BANKIM CHAKRABORTI and MUKTIPADA CHAKRABORTY S/o BANKIM CHAKRABORTY is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AMARNATH RAYCHAUDHURI, Son of Samar Raychaudhuri, residing at flat 4A, 4th floor, 504, Hossainpur, E.K.T, Kolkata-700 107, do hereby solemnly affirm & declare that me & my father's Correct and Actual name 'AMARNATH RAYCHAUDHURI & SAMAR RAYCHAUDHURI' instead of A Roy Choudhuri & S Roy Choudhuri which has been wrongly recorded in my Driving Licence being No. WB01 1996379491, vide an affidavit sworn before th Ld. Judicial magistrate (1st class) at Kolkata dated 20.05.2016 AMARNATH RAYCHAUDHURI s/o SAMAR RAYCHAUDHURI & A Roy Choudhuri s/o S Roy Choudhuri is the same and one identical Person.

NAME CHANGE

I, TAIYEB HAMID s/o Shamoon Hamid residing at 48A, Christopher Road, opp. Ekta floral, Tangra, Kolkata - 700 046 do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is TAIYEB HAMID instead of TAIYEB SAMOONDHAI HAMID which has been recorded in my passport (No.N2861577) vide an affidavit sworn before the LD. Judicial magistrate (1st. Class) at Kolkata no. 683 dated 08.06.2026, TAIYEB HAMID and TAIYEB SAMOONDHAI HAMID are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, TAIYEB HAMID s/o Shamoon Hamid residing at 48A, Christopher Road, opp. Ekta floral, Tangra, Kolkata - 700 046 do hereby solemnly affirm and declare that my mother's actual name is DURRIYA HAMID instead of DUBIYA HAMID which has been recorded in my passport (No.N2861577) vide an affidavit sworn before the LD. Judicial magistrate (1st. Class) at Kolkata no. 682 dated 08.06.2026, DURRIYA HAMID and DUBIYA HAMID are same and one identical person.

মে ২০২৬-এ ৩৯৫.৬০ লক্ষ টাকার সর্বোচ্চ মাসিক আয় করে ইতিহাস রচনা ডিএইচআর-এর

মালিগাঁও, ৮ জুন ঃ উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী

মাউন্টেইন রেলওয়ে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) চালু হওয়ার পর থেকে এক মাসে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয়ের রেকর্ড গড়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মে ২০২৬-এ, ডিএইচআর ৩৯৫.৬০ লক্ষ টাকার অভূতপূর্ব আয় করেছে, যা মে ২০২৫-এর অর্জিত ৩৫৮.৬০ লক্ষ টাকার পূর্ববর্তী রেকর্ড থেকে অধিক। এই সাফল্যটি দেশ-বিদেশের পর্যটক ও রেলওয়ে অনুরাগীদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে প্রতিফলিত করে। পর্যটনের ভরা মৌসুমে যাত্রীদের ব্যাপক আগমনের ফলে রেকর্ড-ভাঙা আয় হয়েছে, বিশেষ করে দার্জিলিং- এর মনোরম পাহাড় দিয়ে চলাচলকারী ঐতিহ্যবাহী 'জয় রাইড' ও নিয়মিত যাত্রীবাহী পরিষেবাগুলিতে ভালো সংখ্যক যাত্রী দেখা গেছে। বর্ধিত চাহিদা, বিশ্বখ্যাত ন্যারো-গেজ রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও ঐতিহ্যবাহী পর্যটনের প্রসারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রচেষ্টার সাফল্যকেই তুলে ধরে। গত পাঁচ বছরের রেভিনিউ ট্রেন্ড ডিএইচআর-এর উৎসাহপূর্বক প্রবৃদ্ধিকে তুলে ধরে। মে মাসে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ ২০২২-এ ৩১৯.৬৪ লক্ষ টাকা, ২০২৩-এ ৩৫৮.১৮ লক্ষ টাকা, ২০২৪-এ ২৮৮.৫৮ লক্ষ টাকা, ২০২৫-এ ৩৫৮.৬০ লক্ষ টাকা এবং ২০২৬-অ রেকর্ড ৩৯৫.৬০ লক্ষ টাকা। যাত্রীদের চাহিদা অত্যন্ত বেশি থাকায়, চলতি মাসেও ডিএইচআর-এর এই গতিধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমান বুকিং ট্রেন্ড ও ট্র্যাফিক প্যাটার্ন অনুযায়ী, জুন ২০২৬-এ রাজস্ব আয় ৩৭০.০০ লক্ষ টাকা থেকে অধিক হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এর ফলে এটি রেলওয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয়কারী জুন মাসগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠবে। এই ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী আকর্ষণ হিসেবে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের বর্ধিত লোকপ্রিয়তাকে তুলে ধরে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সেবার মান, সুরক্ষা মানদণ্ড এবং পর্যটকদের অভিজ্ঞতাকে ক্রমাগত উন্নততর করে, ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী এই রেলওয়ের অনন্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজস্ব আয়ের এই বলিষ্ঠ ফলাফল দার্জিলিং অঞ্চলের পর্যটন প্রসারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডিএইচআর-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও প্রতিফলিত করে।

'মমতা তৃণমূলের' আর কোনও সাংসদ রইলো না, 'সঙ্গ' ছাড়লেন ইউসুফ পাঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন ঃ বিধানসভার পরিষদীয় দলের মতো মুর্শিদাবাদ জেলায় এবার খানখান হয়ে গেল 'মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের' সংসদীয় দল। মুর্শিদাবাদ জেলার তিনজন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদই যোগ দিতে চলেছেন মমতা বিরোধী ব্লকে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন খলিলুর রহমান। বহরমপুর আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান এবং মুর্শিদাবাদ আসনে জয়ী হয়েছিলেন আবু তাহের খান। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের শোচনীয় ফলাফলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ইতিমধ্যে মমতার সঙ্গ ছেড়েছেন ৫৮ জন বিধায়ক। আরও ৫ জন বিধায়ক যেকোনও সময় বিধায়কদের 'মমতা বিরোধী ব্লকে' যোগদান করবেন। রাজ্য বিধানসভায় ইতিমধ্যেই মমতা বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক নেতৃত্ব ঋতব্রত ব্যানার্জিকে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করে বিধানসভার স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার ইতিমধ্যেই মমতা ব্যানার্জির মনোনীত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ঋতব্রত ব্যানার্জিকে রাজ্য বিধানসভার নতুন বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করেছেন। এর পাশাপাশি মমতা বিরোধী তৃণমূল ব্লকের নতুন পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান। বিধানসভার পরিষদীয় দলে ভাঙন শুরু হওয়ার পর অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন এবার তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দলে ভাঙন শুরু হবে। রাজ্য বিধানসভায় মমতা বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস ব্লকের অন্যতম পরিচিত এক বিধায়ক গত কয়েকদিন ধরে দিল্লিতে রয়েছেন সংসদীয় দলের তৃণমূল নেতাদের মধ্য সমন্বয় করার জন্য। তৃণমূলের ওই বিধায়ক বলেন, সোমবার প্রথম দফায় মমতা বিরোধী ব্লকের ১৪ জন সাংসদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তৃণমূলের আরও ৬ জন সাংসদ সোমবারই মমতা বিরোধী ব্লকে যোগদান করছেন। এই মুহূর্তে আমাদের 'ব্লকে' ২০ জন সাংসদ রয়েছেন। তৃণমূলে মমতা বিরোধী ব্লকের সাংসদদের মধ্যে সমন্বয়কারী পশ্চিমবঙ্গের ওই বিধায়ক জানান, মুর্শিদাবাদ জেলার তিনজন তৃণমূল সাংসদই মমতা ব্যানার্জির সঙ্গ ছাড়ছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন ইতিমধ্যেই খলিলুর রহমান এবং আবু তাহের খান দিল্লি এসে পৌঁছেছেন কিন্তু বহরমপুরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ইউসুফ পাঠান এই মুহূর্তে দিল্লিতে নেই। তিনি 'ভিডিও কলে' দলের বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের সাংসদদের সঙ্গে কথা বলে মমতা বিরোধী ব্লকে থাকার কথা নিশ্চিত করেছেন। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ২৯ টি আসন থেকে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল, একটি আসনে জয়লাভ করেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। বাকি ১২ টি আসন দখল করেছিল বিজেপি। সূত্রের খবর তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির পরিবর্তে নতুন সংসদীয় দলনেতা নির্বাচন করতে চলেছেন। সম্ভবত কাকলি ঘোষদস্তিদার লোকসভায় মমতা বিরোধী ব্লকের নেতা হতে চলেছেন। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ আবু তাহের খান দিল্লি থেকে ফোনে বলেন, অনেক রকম আলোচনা চলছে, অনেকেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। সবকিছু এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে বলা সম্ভব নয়। তবে 'যোগদান' বলে কিছু হচ্ছে না। আমরা তৃণমূলেই থাকছি। হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদরা একটি ব্লকে থাকছেন।

গোঘাটের পুকুর থেকে উঠল বন্দুক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ৮ জুন ঃ পুকুরে জাল ফেলতেই মাছের বদলে উঠে এল বন্দুক। ঘটনা গোঘাটের মান্দারন পঞ্চায়েতের তারাহাট এলাকার। সোমবার সকালে সকালেমান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাহাট এলাকার পীরতলা সংলগ্ন একটি পুকুরে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলেছিলেন কয়েকজন জেলে, তাদের জালেই উঠে আসে বন্দুকটি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে আতঙ্কে বন্দুকটি পুকুরের পাড়ে ফেলেই পালিয়ে যায় জেলের দল। পরে স্থানীয়দের নজরে বিষয়টি আসলে তারা গোঘাট থানায় বিষয়টি জানালে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বন্দুকটি উদ্ধার করে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Temporary Hiring of IT (Audiot-Video) Infrastructure along with Dedicated Technical Manpower for upcoming Workshop on the theme "Securing Justice for the Child: Ten Years of the Juvenile Justice Act", on 13 th June,

2026 at West Bengal Judicial Academy, AA-III, Newtown, Kolkata - 700 160." **[Job No. KIT/OW/035 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-027/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : **12.06.2026 up to 04.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং : ১১২_২০২৬-২৭, তারিখ ০৪.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিসন - সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন-আরপিএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে টিএফটিআর - নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে ১০.৭৬০ টিকেএম - এসএনটি-এনএইচটি : আপ ৮৮.০০০ - ৯০.৫০০ = ২.৫০০ কিমি;ডাউন ৮৮.০০০ - ৮৮.০৭০ = ০.০৭০ কিমি, ৮৮.১৩০ - ৮৮.৪৩৩ = ০.৩০৩ কিমি, ৮৮.৫৫৩ - ৮৮.৬২৫ = ০.০৭২ কিমি, ৮৮.৭৩৬ - ৯০.১৪০ = ১.৪০৪ কিমি;এনএইচটি-বিডিএজি : ডাউন ১২৪.০০০ - ১২৫.৬০০ = ১.৬০০ কিমি, ১২৬.০০০ - ১২৭.৫০০ = ১.৫০০ কিমি, ১৫৪.১৩০ - ১৫৪.২৯৬ = ০.১৬৬ কিমি, ১৫৫.৮০০ - ১৫৬.০০০ = ০.২০০ কিমি, ১৫৬.৬০০ - ১৫৬.৭৫০ = ০.১৫০ কিমি;আপ ১২৬.০০০ - ১২৮.০০০ = ২.০০০ কিমি, ১৫৪.৫৪৫ - ১৫৪.৯৫৫ = ০.৪১০ কিমি, ১৭০.৪৫০ - ১৭০.৬৩৫ = ০.১৮৫ কিমি, ১৭১.০৬০ - ১৭১.২৬০ = ০.২০০ কিমি। **আনুমানিক ব্যয়:** ১৭,০৯,৮৫,৯১৭.৮৮ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩৪,১৯,৭০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং : ১১৩_২০২৬-২৭, তারিখ ০৪.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিসন - সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এইএন-বিএইচপি-এর অধীনে টিএফটিআর - নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে ২.১৯২ টিকেএম - কেএএন-এসএনটি : আপ ২০.৭০৫ - ২০.৯৫৬ = ০.২৫১ কিমি;ডাউন ২০.৭৫ - ২০.৯৫৬ = ০.২৫১ কিমি;এসএনটি-এনএইচটি: আপ ৮৬.৯৯০ - ৮৮.০০০ = ১.০১০ কিমি, ডাউন ৮৭.০০০ - ৮৭.৬৮০ = ০.৬৮০ কিমি। **আনুমানিক ব্যয়:** ৩,৪৮,৩৯,২৫৭.৮০ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৬,৬৯,৮০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, ই-টেন্ডার নং : ১১৪_২০২৬-২৭, তারিখ ০৪.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ ও সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিং অংশ সরবরাহ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৩,৮৫,৪৫,৮৬৪ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৭,৭০,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৮ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য) ও ১২ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps. gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। **দ্রষ্টব্য :** আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-135/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসজি-৪২-কন-এইচকিউ-৭মতল, তারিখ ০৫.০৬.২০২৬। ডেপুটি সিএসটিই/কন, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ টেন্ডার নং এসজি-৪২-কন-এইচকিউ-৭মতল-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ২৬.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** সিএও/কন এবং সিই/কন-এর জন্য কনফারেন্স রুম সহ প্রস্তাবিত নতুন কার্যালয়ের জন্য টেলিকম সুবিধার ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৭০,৪৩,২৭৭.৫০ টাকা। **বায়নামূল্য:** ১,৪০,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৩০ দিন। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১২.০৬.২০২৬।

(CON-13/2026-276)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইএন/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/ ২/ এইচডব্লুএইচ : ১১৬_২০২৬-২৭, তারিখ ০৫.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/ডিকেএই-র অধীনে লেভেল ক্রসিং গেটের সংস্কার, রাস্তার উপরিভাগের প্রলেপ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,৩৩,৮৩,৫৭৫.৩৩ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,৬৭,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps. gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-136/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বানারহাটে উদ্ধার হস্তিশাবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৮ জুন ঃ চা বাগানের ভেতর থেকে একটি হস্তিশাবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বানারহাটে। সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের কাঠালগুড়ি চা বাগানের ১৩ নম্বর সেকশনে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে আর পাঁচটা দিনের মতোই কাঠালগুঁড়ি চা বাগানের ১৩ নম্বর সেকশনে কাজ করতে গিয়েছিলেন বাগানের শ্রমিকেরা। সেখানে একটি হস্তিশাবককে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনকর্মীরা। তাঁরা এসে হস্তিশাবকের দেহটি উদ্ধার করেন। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, হস্তিশাবকের মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **Biman Dey Sarkar**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **Sanjib Das and Kanai Das**
ঠিকানাঃ **Mohanta para, Jalpaiguri**
গ্রহীতাঃ **Biman Dey Sarkar**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **128** নং বহি **01/08/ 2026** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **116 24/03/2021**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/4521**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
Kharia sheet 26, L.R. plot-2585, L.R. Khatian no- 1873
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **Biman Dey Sarkar**
পিতা ঃ **Bacchu Dey Sarkar**
ঠিকানাঃ **New town para, Jalpaiguri**

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এলএমজি/ইএনজিজি/ ৪১ অফ ২০২৬, **তারিখ:** ০৩-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নম্বর ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/I/লামডিং - এর এক্তিয়ারাধীন এলাকায় হয়বরগাঁওয়ে আরপিএফ ব্যারাক (২০ শয্যাবিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন) নির্মাণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ২,২৪,৪২,২৬৪.৪৫/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৪,৪৮,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৯-০৬-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় ৩০-০৬-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ২৯-০৬-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned "Arrangement for of the works: temporary electrical installation works at 01 (one) no. place Le HIDCO School, NKDA Bus stand, Biswabangla Sarani, PS- Technocity, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of 02 (two) nos. CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 09.06.2026) (Ref. Id -20016834 & 20016835)" **Tender No: NIQ No-68/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **09.06.2026 up to 01:00 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in**

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad

e-Tender Notice

Executive Officer, Jangipur Municipality **Name of the work**: 1) Costruction of Public Toilet near Charaktala Math at Balighata in Ward No 13, Construction of Community Toilet near house of Taru Das at Khoyarpara, Jangipur in Ward No-09, Construction of Public Toilet at Makanjee Field beside of Indoor Stadium in Ward No-19 Within Jangipur Municipality. **Tender Ref No.**: MAD/ULB/ JM/SBM-U 2.0/NIeT2/25-26 (1st Call) **Tender ID**: 2026_MAD_1026909_1 to 3. 2) Estimate for Emergency repair of BT Road from Dadathakur More to SBI More and main road to Subham Lodge, Estimate for Emergency repair of BT Road from Jailkhana to Fultala More, Duck Banglo road, Jorapukur Road, High School Road and Sastitala to Jogajog Mobile Shop within Jangipur Municipality. **Tender Ref No.**: MAD/ULB/JM/15th FC/ NIeT5/26-27 (1st Call) **Tender ID**: 2026_MAD_1026906_1 to 2, **Date & Time of Publishing**: 09/06/2026 up to 10 Hrs. **Last Date & Time of bid submission**: 25/06/2026 up to 18 Hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in or Jangipur Municipality Notice Board and website www.jangipurmunicipality.org

Sd/- Executive Officer
Jangipur Municipality

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
June 11, 2026	11:30 A.M.	Gurgram Bazar, Vil+PO, Gurgram, PS-Bhagwanpur, Medinipur East, West Bengal - 721 633.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন পে অ্যান্ড ইয়ুজ চুক্তির জন্য ই-নিলাম

পে অ্যান্ড ইয়ুজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম ঠিকার জন্য ই-নিলাম, বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** ডব্লিউআরএল--আরএনওয়াই-২৬-৫, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট) ঃ** ২৩-০৬-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩-০৬-২০২৬ তারিখের ১২.৫০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএইচএলএন-ডব্লিউআরএল-৩১-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	নাহারলগুন (এনএইচএলএন) স্টেশনে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য এসি প্রতিক্ষালয়-এর আপগ্রেডেশনের ব্যবস্থাপনার চুক্তি, আধুনিক সুবিধাদিসহ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য এসি প্রতিক্ষালয-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেনিং। সুযোগ-সুবিধা যেমন বহুমুখী স্টল এবং পর্যটন কিয়স্ক সহ।
এএ/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-ডব্লিউআরএল-১৪-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	বরপেটা রোড স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এ ০৫ বছরের জন্য এসি প্রতিক্ষালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেনিং।
এএ/৩	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ডব্লিউআরএল-৩৩-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনে নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনে ০৫ বছরের জন্য লাইসেন্স খরচ সহ ক্লক রুমের প্রচলন এলাকায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার চুক্তি।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে ০৩-০৬-২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৮ জুন ঃ আবারও ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠল বীরভূমে। রবিবার রাতে বোলপুর শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে দীপঙ্কর রায় নামে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে একদল বিজেপি কর্মী- সমর্থক চড়াও হয় বলে অভিযোগ। দীপঙ্করকে তারা বেধড়ক মারধর করে এবং তার বাড়িতে ভাঙচুরও চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত দীপঙ্করকে প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেও অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভিন রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় সোমবার সকালে বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে দীপঙ্করের পরিবার। তার প্রেক্ষিতে দু'জন বিজেপি কর্মীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ। যদিও মূল অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সুমিত মণ্ডল এখনও অধরা বলেই পরিবারের অভিযোগ।

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসি-র নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি-র শরৎ সদনে ৩টি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট ও রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং কাজের অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রসহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে।
দরপত্র জমা (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ০৩.০৬.২০২৬, সন্ধ্যা ৬:০০টা থেকে।
দরপত্র জমার (অনলাইন) শেষ তারিখ ২২.০৬.২০২৬, সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে ভিজিট করুনঃ https://wbtenders.gov.in
১৪(৩)/২৬-২৭
০৮.০৬.২৬

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (শরৎ সদন)
হাওড়া পৌরনিগম

রঙিয়া ডিভিশনে রোড ওভার ব্রিজে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অফ হোম (ওওএইচ) বিজ্ঞাপনের অধিকার

রঙিয়া ডিভিশনে রোড ওভার ব্রিজে ৩ বছর মেয়াদে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অফ হোম (ওওএইচ) বিজ্ঞাপন অধিকার চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নম্বর: এডিভিটি-আরএনওয়াই-২৬-৮। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন:** ১০৯৬; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) ঃ ২৩-০৬-২০২৬** তারিখ **১২:০০** টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এমএসএমআই-ওএইচ-২০৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন -আউট অফ হোম)	মিসামারি ও রাঙ্গাপাড়া নর্থ স্টেশনের মধ্যবর্তী রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) নম্বর আরটি ৩২২-এ হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে ৪০০ বর্গফুট পরিমাপের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অফ হোম বিজ্ঞাপন অধিকার চুক্তি।
এএ/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-বিভিইউ-ওএইচ-২০৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন -আউট অফ হোম)	বালিপাড়া-ধলাইবিল স্টেশনের মধ্যবর্তী রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) নম্বর ৩৪০ -এ হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে ৪০০ বর্গফুট পরিমাপের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অফ হোম বিজ্ঞাপন অধিকার চুক্তি।
এএ/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-২৩৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন -আউট অফ হোম)	রঙিয়া ইকো-পার্কের নিকটে হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে মোট ৬০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অফ হোম (ওওএইচ) বিজ্ঞাপন অধিকার।
এএ/৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-১৭৯-২২-৩ (বিজ্ঞাপন -আউট অফ হোম)	রঙিয়া ইকো পার্কের নিকটবর্তী বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউসে অবস্থিত রেলওয়ে ওয়াটার ট্যাংকে ওয়াল পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের আউট অফ হোম বিজ্ঞাপন অধিকার।
এএ/৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-২৩৬-২৬-১ (বিজ্ঞাপন -আউট অফ হোম)	রঙিয়া এলসি গেট নম্বর আরএম-১-এর নিকটে হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে মোট ২০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অফ হোম (ওওএইচ) বিজ্ঞাপন অধিকার।
এবি/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-জিওই -ওএসএন-২২৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (নন-ডিজিটাল))	ঘোগ্রাপার স্টেশন প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে মোট ৪০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শনের জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি।
এবি/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-কেটিসিএইচ-ওএসএন-২২৮-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (নন-ডিজিটাল))	কৈঠালকুছি স্টেশন প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে মোট ৪০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শনের জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি।
এবি/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-কেডিকেএন-ওএসএন-২২৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (নন-ডিজিটাল))	কেন্দুকোনা স্টেশন প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে মোট ৪০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শনের জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি।
এবি/৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-টিবিএইচ-ওএসএন-২৩৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (নন-ডিজিটাল))	তাতিবাহার স্টেশন প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে মোট ৪০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শনের জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি।
এবি/৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনএমএম-ওএসএন-২২৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (নন-ডিজিটাল))	নিউ মিসামারি স্টেশন প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে মোট ৪০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শনের জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি।
এবি/৬	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এইচএমএল-ওএসএন-২২২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (নন-ডিজিটাল))	হেলেম স্টেশন প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে মোট ৪০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শনের জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি।
এবি/৭	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এজেডএ-ওএসএন-২১৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (নন-ডিজিটাল))	আজারা স্টেশন প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে মোট ৪০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শনের জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি।
এবি/৮	এডিভিটি-আরএনওয়াই-সিপিকিউ-ওএসএন-২২০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (নন-ডিজিটাল))	চাপরাকাটা স্টেশন প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে মোট ৪০০ বর্গফুট এলাকায় বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শনের জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি।

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৩-০৬-২০২৬ তারিখ **১৪:৩০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT No. : KMC/IX/079/002/2026-2027/A

Name of work **: Maintenance of M.H., Ins PIT, C.P. etc. by desilting at Hossain Shah, Kobikhet, Braunfield & Mahadevtala Areas in Ward No.79.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.1,99,902.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 250 Days.** Last date and time of submission of bid **: 17.06.2026 - 12 noon.** Tender will be opened on **: 19.06.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/XII/PUMP/101-102/26-27
Name of work **: Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No.101,102.** Estimated Cost **: NA.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/XII/PUMP/105/26-27
Name of work **: Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No.105.** Estimated Cost **: NA.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/XII/PUMP/106/26-27
Name of work **: Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No.106.** Estimated Cost **: NA.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/XII/PUMP/107/26-27
Name of work **: Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No.107.** Estimated Cost **: NA.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

5. NIT No. : KMC/EE(C)/XII/PUMP/108/26-27
Name of work **: Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No.108.** Estimated Cost **: NA.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

6. NIT No. : KMC/EE(C)/XII/PUMP/109/26-27
Name of work **: Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No.109.** Estimated Cost **: NA.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 180 Days (for Sl.No.1 to 6).** Last Date and Time of submission of Bid **: 16.06.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 6).** Date and Time of Opening of Bid **: 18.06.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 6)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 6).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XVI, KMC** invites e-tender online item rates two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/001/26-27/PUMP
Name of work **: Supply, installation & operation of 4" Dia Portable Pump with P.O.L, Helper, Operator at different places of Ward No.123.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,05,000.00.** Earnest Money **: Rs.8,100.00.**

2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/001/26-27/PUMP
Name of work **: Supply, installation & operation of 4" Dia Portable Pump with P.O.L, Helper, Operator at different places of Ward No.124.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,05,000.00.** Earnest Money **: Rs.8,100.00.**

3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/001/26-27/PUMP
Name of work **: Supply, installation & operation of 4" Dia Portable Pump with P.O.L, Helper, Operator at different places of Ward No.125.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,65,000.00.** Earnest Money **: Rs.9,300.00.**

4. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/002/26-27/PUMP
Name of work **: Supply, installation & operation of 4" Dia Portable Pump with P.O.L, Helper, Operator at different places of Ward No.126.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,70,000.00.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.**

5. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/001/26-27/PUMP
Name of work **: Supply, installation & operation of 4" Dia Portable Pump with P.O.L, Helper, Operator at different places of Ward No.142.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,50,000.00.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

6. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/001/26-27/PUMP
Name of work **: Supply, installation & operation of 4" Dia Portable Pump with P.O.L, Helper, Operator at different places of Ward No.143.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,70,000.00.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.**

7. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/001/26-27/PUMP
Name of work **: Supply, installation & operation of 4" Dia Portable Pump with P.O.L, Helper, Operator at different places of Ward No.144.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,05,000.00.** Earnest Money **: Rs.4,100.00.** Period of Completion **: 130 Days (for Sl.No.1 to 7).** Last Date and Time of submission of Bid **: 17.06.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 7).** The Tender will be opened on **: 19.06.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 7)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 7).**

82 / 26-27

আফ্রিকা-সেরার মুকুট হারিয়েও স্বপ্ন অটুট! বিশ্বকাপে সেনেগালের ভরসা সেই সাদিও মানে

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের মঞ্চে সেনেগাল এবার পৌঁছেছে বেশ স্বচ্ছন্দে। বাছাই পর্বে দাপট দেখিয়ে উত্তর আমেরিকার টিকিট কেটেছে আফ্রিকার অন্যতম শক্তিশালী দল। আক্রমণভাগ ধারালো, রক্ষণও মজবুত। তবে গত কয়েক বছরে বড় মঞ্চে বারবার ধাক্কা খাওয়ার অভিজ্ঞতা সেনেগালকে সতর্ক রাখবে। ২০২২ বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় ইংল্যান্ডের কাছে পরাজয়। এরপর আফ্রিকা কাপে অপ্রত্যাশিত

বিদায়। তার উপর চলতি বছরের শুরুতে আফ্রিকা কাপ জিতলেও পরে আফ্রিকান ফুটবলউনফেডারেশনের আপিল বোর্ড সেই খেতাব কেড়ে নেওয়া। একের পর ঝাপটা সামলেছে সেনেগাল। মরক্কোর বিরুদ্ধে ফাইনালে বিতর্কিত পেনাল্টির প্রতিবাদে কয়েকজন ফুটবলার মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। এর জেরেই সেনেগালের জোটে ট্রফি হারানোর শাস্তি। কোচ পাপে থিয়াও নতুন পথ বেছে নিয়েছেন। অভিজ্ঞদের সঙ্গে তরুণদের মিশিয়ে নতুন সেনেগাল গড়ে তুলছেন তিনি। ২৬ সদস্যের দলে ছয়জনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সংখ্যা এখনও দশের কম। থিয়াও স্পষ্ট বলেছেন, ''এমন একটা দল দেখতে চাই, যারা অতীতের ভার নিয়ে খেলবে না। তাই আমি আরও দ্রুতগতির এবং তরুণ টিম বেছে নিয়েছি।'' বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সময় তিন ডিফেন্ডার নিয়ে পরীক্ষা চালান থিয়াও। কিন্তু সেই পরিকল্পনা খুব একটা সফল হয়নি। ফলে আবার ফিরেছেন পরিচিত ৪-৩-৩ ছকে। দলের নেতৃত্বে কালিদু কুলিবালি। তবে খেলার ধরনে বড়সড় পরিবর্তন এসেছে। এখন সেনেগাল বল দখলে রাখতে উৎসুক, মাঝমাঠ থেকে আক্রমণ গড়তে চায়। আক্রমণে থাকছেন ইসমাইলা সার এবং নিকোলাস জ্যাকসন। মাঝমাঠে সৃজনশীলতার দায়িত্ব লামিন কামারার উপর। কোচের লক্ষ্য পরিষ্কার। তাঁর কথায়, ''উচ্চাভিলাষী আন্ডারডগ। কেউ আমাদের নিয়ে খুব বেশি কথা বলছে না। সেটাই সুবিধা।'' বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে সেনেগালের প্রতিপক্ষ ফ্রান্স, নরওয়ে এবং ইরাক। প্রথম দুই ম্যাচ নিউ হয়র্ক-নিউ জার্সিতে। শেষ ম্যাচ টরন্টোয়। সাদিও মানের বয়স এখন ৩৪। লিভারপুলের সময়ে যে বিস্ফোরক গতি ছিল, তা উধাও। কিন্তু তাই বলে দলের মধ্যে তাঁর গুরুত্ব এতটুকু কমেনি। এখনও তিনিই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। এখনও ড্রেসিংরুমের সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী মুখ। এবারের বিশ্বকাপকে অনেকেই মানের শেষ বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হিসেবে দেখছেন। তাই সমর্থকদের আশা, বিদায়ের আগে আরও একবার দলকে দূরে নিয়ে যাবেন তিনি। পাশাপাশি নজর থাকবে আমারা দিয়ুফের উপরও। ৭ জুন ১৮ বছরে পা দেওয়া এই উইঙ্গারকে ঘিরে ইতিমধ্যে ইউরোপের একাধিক ক্লাবের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ১৫ বছর ৯৪ দিন বয়সে জাতীয় দলে অভিষেক। এখনও তিনি সেনেগালের ঘরোয়া লিগে খেলেন। এবারের দলে একমাত্র ফুটবলার হিসেবে দেশের ক্লাব থেকে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন তিনি। দলের সবচেয়ে আলোচিত নাম মানে বা কুলিবালি হলেও, কোচিং স্টাফের মতে, রক্ষণভাগের আসল স্তম্ভ মুসা নিয়াখাতে। প্রাক্তন নটিংহ্যাম ফরেস্ট ডিফেন্ডার এখন লিয়ঁর হয়ে খেলেন। ম্যাচের গতি পড়া, চাপের মধ্যে বল সামলানো এবং সতীর্থদের কভার করা-এই তিন কাজে তিনি অন্যতম ভরসা। সেনেগাল মানেই মাঠের বাইরে সমর্থকেরাও আলোচনায়! ঢাক, গান, নাচ আর রঙিন গ্যালারির জন্য পরিচিত 'দ্বদশ গাইন্দে'। তবে এবার উত্তর আমেরিকায় যাওয়ার খরচ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। টিকিটের দাম নিয়ে অনেক সমর্থক এই বিশ্বকাপকে কটাক্ষ করেছেন। আঁচ ফেলেছে রাজনীতিও। সেনেগালের প্রধানমন্ত্রী ওসমান সনকো সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আক্রমণ করে বলেছিলেন, ''উনি শান্তিপ্রিয় মানুষ নন। বিশ্বকে অস্থির করে তোলেন।'' তবে বাইরে যাই হোক, সেনেগাল দল বরাবরের মতো রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে চায়। তাদের লক্ষ্য একটাই-আফ্রিকা কাপের বিতর্ক মুছে বিশ্বকাপে নিজেদের নতুন পরিচয় তুলে ধরা।

'কারও ছায়ায় চলব না!'

ভারত অধিনায়ক হয়েই জোরালো বার্তা শ্রেয়সের! নিশানায় কি গম্ভীর?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৮ জুনঃ ভারতীয় টি-২০ দলের নতুন অধিনায়ক। সামনে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফর। দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম বড় বার্তা। আর সেখানে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন

শ্রেয়স আইয়ার। জানালেন, নেতৃত্বের চাপ তাঁকে বদলাতে পারবে না। অন্য কারও ছায়াতেও থাকবেন না তিনি! মুম্বইয়ে কাবুনি প্রিমিয়ার লিগের এক অনুষ্ঠানে শ্রেয়স বলেন, ''ছোটবেলা থেকে চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসি। বিশেষ করে মুম্বইয়ে বড় হয়েছি। এখানে ক্রিকেট খুব বড় ব্যাপার। রাস্তায় খেলা প্রায় প্রত্যেক বাচ্চারই মুম্বইয়ের হয়ে মাঠে নামার স্বপ্ন থাকে। বড় হতে গিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। তাই আমার মানসিকতা সবসময়ই ছিল, যে চ্যালেঞ্জ সামনে আসবে, জিততে হবে।'' ৩০ বছরের ব্যাটারের মতে, দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যে আলাদা আনন্দ আর সেই কারণেও ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বকে তিনি নতুন পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন। শ্রেয়সের কথায়, ''শেখা বা জেতা পরে আসে। আসল বিষয় হল উপভোগ করা। যত বেশি উপভোগ করবে, তত বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে। ক্রিকেট হোক বা অন্য কোনও খেলা, সেই মানসিকতাই তোমাকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়। তখন দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে করে।'' এরপরই সবচেয়ে আলোচিত বক্তব্য। ভারত অধিনায়কের কথায়, ''এখন এই দায়িত্ব পেয়েছি। এটা দারুণ একটা চ্যালেঞ্জ। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে আমাকে নিজের ব্যক্তিত্ব পাল্টাতে হবে। আগে যেমন ছিলাম, তেমনই থাকব। অন্য কারও মতো হওয়ার চেষ্টা করব না। কারও ছায়ার নীচেও থাকব না।'' এই মন্তব্য সামনে আসতেই নতুন করে শুরু হয়েছে আলোচনা। কারণ, 'ছায়া' শব্দটি অনেকের মনে পুরনো বিতর্কের স্মৃতি উসকে দিয়েছে। ২০২৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন শ্রেয়স। কিন্তু সেই ফোকাসের সিংহভাগ চলে যায় মেন্টর গৌতম গম্ভীরের ঝুলিতে। ক্রিকেটমহলে তখন 'গম্ভীর-এফেক্ট' নিয়েই বেশি আলোচনা হয়েছিল। মাঠের মধ্যে শ্রেয়সের নেতৃত্ব যথেষ্ট প্রশংসা কুড়োলেও, অনেকের মতে, প্রাপ্য কৃতিত্ব তিনি পাননি। পরে কলকাতা ছেড়ে পঞ্জাব কিংসে যোগ দেওয়ার পরও জল্পনা চলেছে। যদিও দুজনের কেউই প্রকাশ্যে কোনও মনোমালিন্যের কথা স্বীকার করেননি। উল্টে ২০১৮ সালে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের অধিনায়কত্বের সুযোগ শ্রেয়সকে দেন গম্ভীরই। তবু নতুন মন্তব্য ঘিরে জল্পনা। বিশেষ করে তখন, যখন জাতীয় দলে আবার একই মঞ্চে কাজ করবেন দুজন! গত তিন বছরে অধিনায়ক হিসেবে ধারাবাহিক সাফল্য শ্রেয়সকে জাতীয় দলের নেতৃত্বে পৌঁছে দিয়েছে। ২০২৪ সালে কলকাতাকে আইপিএল জিতিয়েছেন। ২০২৫ সালে পঞ্জাব কিংসকে ফাইনালে তুলেছেন। ২০২৬ সালে প্লে-অফে না উঠলেও নেতৃত্ব এবং ম্যাচ-পড়ার দক্ষতা প্রশংসিত। ব্যাট হাতেও শ্রেয়স ধারাবাহিক। এবারের আইপিএলে ৪৯৮ রান করেছেন। গড় ৫৫.২৩। স্ট্রাইক রেট ১৬৮.৮১। ২০২৫ সালে প্রথম আইপিএল শতরানের পর আরও এক সফল মরসুম। এই কারণে সূর্যকুমার যাদবের জায়গায় তাঁকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচক কমিটি। সহ-অধিনায়ক তিলক বর্মা। দলে রয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী, হর্ষিত রানা-সহ একাধিক তরুণ ক্রিকেটার। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টি-২০ সিরিজ-এই প্রথমবার ভারতের নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স। এরপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। শুরু হবে ভারতীয় টি-২০ ক্রিকেটের নতুন অধ্যায়। আর সেই অধ্যায়ের প্রথম পাতাতেই শ্রেয়সের ঘোষণা, ''আমি নিজের মতোই চলব।'''

'একদিনে'ই' আফগানিস্তানকে দু'বার অলআউট করে জয়ী ভারত

সংবাদ সংস্থা, নিউ চণ্ডীগড়, ৮ জুনঃ দেশের জার্সিতে প্রথমবার টেস্ট। ঘরের মাঠে স্বপ্নের অভিষেক হল মানব সুথারের। তাঁর ঘূর্ণিতে একেবারে দিশাহীন হয়ে পড়ল গোটা আফগান ব্যাটিং লাইন আপ। মাত্র চার সেশনের মধ্যেই দু'বার অলআউট হলেন হাশমাতুল্লা শাহিদিরা। ৩০০ রানের বিরাট ব্যবধানে টেস্ট জিতল ভারত। যদিও এই ম্যাচ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন সাইকেলের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে আগামী দিনে শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে ভারতীয় দলকে আত্মবিশ্বাস যোগাবে এই বিরাট জয়। রবিবার দ্বিতীয় সেশন শেষ হওয়ার আগেই ৫৬৪ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় ভারত। ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষেই পাঁ উইকেট হারায় আফগানরা। নেপথ্যে প্রথম টেস্ট খেলতে নামা তরুণ স্পিনার মানব

সুথার। প্রথমবার বল করতে নেমে দ্বিতীয় দিন তিনি তুলে নেন জোড়া উইকেট। তৃতীয় দিন সকালেও ফের বিপক্ষের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া পারফরম্যান্স তাঁর। সোম সকালে তাঁর সংগ্রহ আরও চার উইকেট। সবমিলিয়ে জীবনের প্রথম টেস্টে এক ইনিংসে সুথারের পরিসংখ্যান ২২ ওভারে ৩৩ রান দিয়ে ৬ উইকেট। সুথারের দাপটে ৫৬৪ রানের সামনে ১৫২ রানে শেষ হয়ে যায় আফগানরা। ফলো অনের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। ফলো অনের সময় আফগানদের প্রতিরোধ যেন আরও ভেঙে পড়ল ভারতীয় ঘূর্ণির সামনে। দ্বিতীয় ইনিংসে সুথার ১০ ওভার বল করে পেলেন একটি উইকেট। আর আফগান ইনিংস ভাঙলেন কুলদীপ যাদব এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। যথাক্রমে তিনটি এবং চারটি উইকেট তুললেন দুই স্পিনার। এই টেস্টে আফগান ব্যাটিং লাইন আপ নিয়ে সেরকম কিছুই বলার নেই। ওপেনার সিদ্দিকুল্লা অটল কিছুটা লড়েন ৪২ রান করে। রহমানুল্লা গুরবাজও ২৪ রান করেন। কিন্তু ফলো অন বাঁচানোর তাগিদটাই ছিল না আফগান ব্যাটারদের মধ্যে। বরং ভুল ডিআরএস, লড়াকু মনোভাবের অভাব-এমন নেতিবাচক বিষয়গুলিই চোখে পড়ছে আফগান ব্রিগেডকে দেখে।

বিশ্বকাপের আগেই ধাক্কা সেলেকাওদের চোটে ছিটকে গেলেন দলের প্রধান রাইট ব্যাক!

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর ২ দিন। এর মধ্যেই অশনি সংকেত ব্রাজিল শিবিরে। প্রস্তুতি ম্যাচে চোটের কবলে পড়ে মাঠ ছাড়লেন খেলোয়াড়, যার ফলে বিশ্বমঞ্চে নামার আগেই বড় ধাক্কা খেল ব্রাজিল। যার কারণে চিন্তিত কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিও। আমেরিকার ক্লিভল্যান্ডে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ২-১ গোলে মিশরকে হারিয়েছে ব্রাজিল। গোল করেছেন এন্ড্রিক ও ব্রুনো গিওমারেস। তবে ম্যাচের প্রথমার্ধেই চোটের কবলে পড়েন ব্রাজিলের ডিফেন্ডার ওয়েসলি ফ্রাঙ্কা। কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন এএস রোমার এই রাইট ব্যাক। এই ফুটবলার এই মুহূর্তে ব্রাজিল দলের পছন্দের একজন রাইট ব্যাক। বিশ্বকাপের ২৬ জনের দলে তাঁর থাকা নিশ্চিত ছিলই কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর চোটের কবলে পড়ার কারণে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ধাক্কা

খেল ব্রাজিল। যদিও ব্রাজিল দলে রক্ষণভাগ সামলাবেন পিএসজি-র মার্কুইনহোস, গ্যাব্রিয়েল মার্গেলহাস ও জুভেন্তাসের ব্রেমার। তবে ওয়েসলি-র না থাকা ভোগাবে ব্রাজিল দলকে। শনিবার দেখা যায়, খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়েছেন ওয়েসলি। যদিও ম্যাচের পর কার্লো জানিয়েছেন, তাঁর পেশিতে সমস্যা আছে। তবে ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচে তিনি খেলবেন কি না, সেই কথা জানা যায়নি। ১৪ জুন মরোক্কোর বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। তারপর তাদের বাকি ম্যাচ ২০ জুন ও ২৫ জুন। তবে ব্রাজিলের গ্রুপ পর্বের দুই ম্যাচই ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ। একমাত্র ২০ জুন হাইতির বিরুদ্ধে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা নাগাদ নামবে ব্রাজিল। কিন্তু বিশ্বমঞ্চে নামার আগে ওয়েসলির চোটের কারণে চিন্তায় বিশ্বের ব্রাজিল সমর্থকরা। ইতিমধ্যেই নেইমারের চেট-আঘাত প্রবণতায় চিন্তিত ব্রাজিল শিবির, তার উপর ওয়েসলির চোট এক প্রকার ব্যাকফুটে ঠেলে দিল পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের।

ফের জ্ঞান হারিয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়লেন এরিকসেন

সংবাদ সংস্থা, ওডেনসে, ৮ জুনঃ ইউরো ২০২১-এর সেই দুঃসহ দৃশ্য এখনও ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে টাটকা। পাঁচ বছর পর পুরনো আতঙ্ক ফিরে এল। আবারও জ্ঞান হারিয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়লেন ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন। রবিবার ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ চলাকালীন আচমকা বুকে হাত দিয়ে মাটিতে পড়ে যান ডেনমার্কের মিডফিল্ডার। সঙ্গে সঙ্গে রেফারি খেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। পরে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ঘটনাটি ঘটে ৭৯ মিনিটে। তখন ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল ডেনমার্ক। সেই সময় এরিকসেন হঠাৎই বুকে হাত দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সতীর্থ, প্রতিপক্ষ এবং ম্যাচ আধিকারিকরা দ্রুত চিকিৎসকদের ডেকে পাঠান। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মেডিক্যাল টিম মাঠে পৌঁছে যায়। পরে এরিকসেনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরপরই ডেনমার্ক ফুটবল সংস্থা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে, 'ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন সচেতন অবস্থায় রয়েছেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাল আছেন।' পরে জানা যায়, এরিকসেন কিছু সময়ের জন্য জ্ঞান হারালেও দ্রুত চেতনা ফিরে পান। চিকিৎসার পর নিজের পায়ে হেঁটেই মাঠ ছাড়েন। বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডেনমার্কের অধিনায়ক পিয়েরে-এমিল হইবিয়ার্গ ড্যানিশ সম্প্রচারমাধ্যম টিভি২-কে বলেন, ''একটা থ্রো-ইন হচ্ছিল। আমি ঘুরে দেখি, ক্রিশ্চিয়ান মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। সবাই খুব দ্রুত এবং দায়িত্বশীলভ আচরণ দেখিয়েছে। মাঠে যারা ওর দেখভাল করেছে,

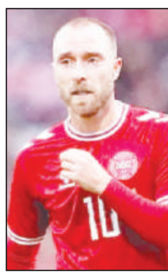

তাদের সাহসের প্রশংসা করতেই হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ক্রিশ্চিয়ান ভাল আছে।'' এই ঘটনা সামনে আসতেই ফিরে এসেছে ইউরো ২০২১-এর স্মৃতি। কোপেনহেগেনে ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ময়দানে লুটিয়ে পড়েন এরিকসেন। মাঠেই সিপিআর দেওয়া হয়েছিল। স্বয়ংক্রিয় ডিফিব্রিলেটর ব্যবহারের ফলে তাঁর হৃদস্পন্দন ফেরে। চিকিৎসকদের দ্রুত পদক্ষেপই এরিকসেনের প্রাণ বাঁচিয়েছিল বলে পরে জানানো হয়। ঘটনার পর ড্যানিশ তারকার শরীরে বিশেষ ধরনের ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভার্টার-ডিফিব্রিলেটর বসে। অনেকেই ভেবেছিলেন, তাঁর ফুটবল জীবন সেখানেই শেষ। কিন্তু ধারণা ভুল প্রমাণ করে ২০২২ সালে ব্রেন্টফোর্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এরিকসেন। পরে যোগ দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। আপাতত তিনি জার্মান ক্লাব উলফসবুর্গের অন্যতম মুখ। ডেনমার্ক ও ইউক্রেন কেউই ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা পায়নি। সেই কারণে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সূচির প্রস্তুতির জন্য এই ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলাফলের চেয়ে বড় হয়ে উঠল এক ফুটবলারের শারীরিক অবস্থা। ডেনমার্ক দলের চিকিৎসক মর্টেন বোয়েসেন বলেন, ''পেসমেকার ঠিকভাবেই কাজ করছে। কিছু সময়ের জন্য ও চলে গিয়েছিল, কিন্তু খুব দ্রুত জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। এখন হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা হবে, ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল। আমরা ওর এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। ক্রিশ্চিয়ান আমাকে বলেছে, দলের সবাইকে জানাতে, যে সে ভাল আছে।''

রিয়াল মাদ্রিদের সভাপতির চেয়ারে আরও চার বছর ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ

দুই প্রার্থীর কথার লড়াই ছিল তুমুল, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস ছিল বেশ। তবে গর্জন যতটা হলো, বর্ষণ ততটা নয়। শেষ পর্যন্ত বেশ বড় ব্যবধানেই নির্বাচনে জিতে গেলেন ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। আরও চার বছর রিয়াল মাদ্রিদের সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন এই ব্যবসায়ী।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৮ জুনঃ রিয়ালের সভাপতি নির্বাচনে ২০ বছরের মধ্যে প্রথমবার ভোটাভুটি হলো রবিবার। সেখানে ২১ হাজার ৭৪১ ভোট পান পেরেজ, যা মোট ভোটের ৬৫ শতাংশ। তাকে চ্যালেঞ্জ জানানো এনরিকে রিকলমে পান ১১ হাজার ৮১৪ ভোট। পেরেজ প্রথমবার রিয়ালের সভাপতি হন ২০০০ সালে। ২০০৬ সালে পদত্যাগ করেন তিনি এবং নির্বাচনে সামান্য ব্যবধানে হেরে যান রামন কালদেরনের কাছে। পরে ২০০৯ সালে কালদেরনের পদত্যাগের পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবার সভাপতি পদে ফেরেন তিনি। সেখান থেকেই টানা এই দায়িত্বে আছেন এবং থাকবেন ২০৩০ সাল পর্যন্ত। ২০০৯ সালের পর ২০১৩, ২০১৭, ২০২১ ও গত বছরও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি রয়ে যান তিনি। তবে টানা দুই মরসুমে ক্লাব কোনো ট্রফি জিততে না পারায় নানা সমালোচনার মুখে নির্বাচনের ঘোষণা কিরে চমক উপহার দেন ঝানু এই সংগঠক। ৭৯ বছর বয়সী পেরেজকে নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ জানান ৩৭ বছর বয়সী রিকলমে। কিন্তু দুই সপ্তাহের নির্বাচনি প্রচারের পর পেরেজের শ্রেষ্ঠত্বই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হলো আরেকবার। তার সভাপতির দায়িত্বে থাকার সময়টায় সাতটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও সাতটি লা লিগা জিতেছে রিয়াল। তার সময়েই ক্লাবের স্টেডিয়াম সংস্কার করে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সময়ে ক্লাবের আর্থিক ভিত মজবুত হয়েছে প্রবলভাবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১৯ কোটি ইউরো রাজস্ব আয় করেছে রিয়াল এবং ফোর্বসের মূল্যায়নে এর মূল্য দাঁড়িয়েছে ৬৭৫ কোটি ডলারে, যা বিশ্ব ফুটবলে সর্বোচ্চ। নির্বাচনের প্রচারে এবার দুই প্রার্থীই নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পেরেজ বেশ আগেই ঘোষণা করেছিলেন, দলের কোচ হিসেবে জোসে মরিনিয়োকে ফিরিয়ে আনবেন তিনি এবং লিভারপুর ছাড়ার

ঘোষণা দেওয়া ডিফেন্ডার ইব্রাহিমা কোনাতেকে ফ্রি ট্রান্সফারে চুক্তিবদ্ধ করবেন। পরে নিশ্চিত করেন, ইন্টার মিলানের উইং-ব্যাক ডেঞ্জেল ডামফ্রিসকেও নিয়ে আসবেন তিনি। রিকলমের পক্ষ থেকেও ছিল প্রতিশ্রুতির জোয়ার। নির্বাচিত হলে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে আর্লিং হলান্ড ও রদ্রিকে দলে নেওয়ার কথা বলেন তিনি এবং এই দুজনকে আনতে ব্যর্থ হলে এক বছরের জন্য ক্লাবের সদস্যপদ ফি পরিশোধ করার অঙ্গীকার করেন। ক্লাবের অনুশীলন কেন্দ্র ভালদেবেসাকে একটি সোশাল হাব-এ পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি, যেখানে হোটেল, সুইমিং পুল, একটি জিম এবং রিয়াল মাদ্রিদের বাস্কেটবল দলের জন্য ১৫ হাজার আসন বিশিষ্ট একটি অ্যারেনা থাকবে, যেখানে কনসার্টও আয়োজন করা যাবে। পেরেজ পরে চমক উপহার দিয়ে জানান, নির্বাচিত হলে এবারের গ্রীষ্মে একজন 'গ্যালাকটিকো' ফুটবলারকে দলে নেবেন তিনি, যার পেছনে খরচ হতে পারে ক্লাবের রেকর্ড ১৫ কোটি ইউরো (প্রায় সাড়ে ১৭ কোটি মার্কিন ডলার)। সেই ফুটবলারের নাম অবশ্য খোলাসা করেননি তিনি। পাল্টা হিসেবে রিকলমে জানান, তিনি সভাপতি হলে কোচ করে আনবেন লিভারপুলের প্রাক্তন কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপকে। তার প্রচারণার একটি লক্ষ্যবস্তু ছিল গত নভেম্বরে পেরেজের উত্থাপিত একটি প্রস্তাবও, যেখানে একটি সহায়ক সংস্থা তৈরির কথা বলা হয়েছিল, যার মাধ্যমে বাইরের বিনিয়োগকারীরা ক্লাবের প্রায় ৫ শতাংশ শেয়ার কিনতে পারবেন। রিকলমে বলেছেন যে, তিনি এই পরিকল্পনা 'তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান' করেন এবং ক্লাবকে 'বেসরকারিকরণের' অভিযোগ করেন তিনি পেরেসের বিরুদ্ধে। জয়ের পর উচ্ছ্বসিত পেরেজ বলছেন, এটি ক্লাবেরই জয়। নতুন ইতিহাস গড়ার প্রত্যয়ও শোনালেন তিনি। ''আমরা রিয়াল মাদ্রিদের (নির্বাচনের) ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা ফলাফল অর্জন করেছি। এটি একটি অসাধারণ ফলাফল... আজ রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে। বিশ্বকে গণতন্ত্রের একটি উদাহরণ দেখিয়েছি আমরা। রিয়াল মাদ্রিদের ট্রফি জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা কাজ করে যাব... যারা অংশগ্রহণ করেছেন, আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। একসঙ্গে আমাদের আরও অনেক ইতিহাস গড়ার বাকি আছে।'' ক্লাবের শেয়ার বিক্রির বিতর্ক নিয়ে পেরেজ জানান, রিয়ালের 'সদস্য-মালিকানাধীন' মডেলটি অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সদস্যপদের 'একটি বাস্তব ও সুস্পষ্ট মূল্য' থাকবে। ক্লাবের বিধিতে কোনো পরিবর্তন আনতে হলে বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিয়ে ক্লাবের শেয়ার বিক্রির বিরুদ্ধে অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করলেন রিকলমে। ''এই বিজয়ের জন্য আমি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমি সেই সব সদস্যকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমাদের কথা শুনেছেন এবং ২০ বছর পর ভোট দেওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন আমাদের 'রেড লাইন' অর্থাৎ ক্লাব বিক্রির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে... আমরা জানি যে, রিয়াল মাদ্রিদ বিক্রির জন্য নয়।''

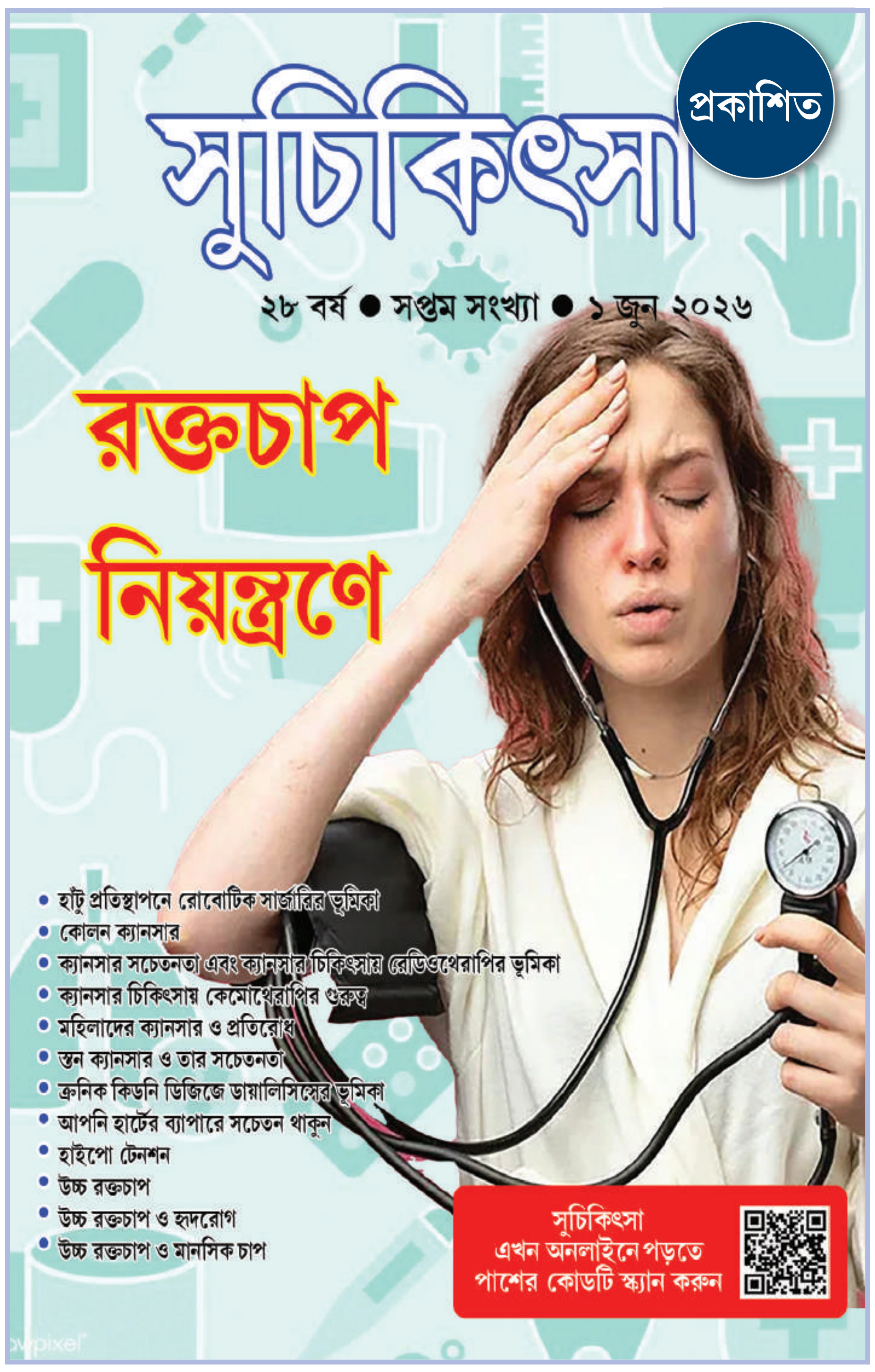

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com